নারীনীতি।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত।

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২০৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে

প্রকাশিত।

১৩০৮।

"Knowledge is only valuable in so far as it teaches us how to live; but if we spend all our time in acquiring it, we do not live at all. We are mere machines or receptacles of ideas, not breathing active intelligences, with innumerable duties to perform, and willing and able to perform them."

James Augustus St. John

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে
কে. পি. চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

মঙ্গলাচরণ।

পুণ্যপ্রতিমা মদীয়া ৺খুড়ীমাতার স্মরণে

প্রার্থনা।

মা! তুমি ফিরিয়া এস বঙ্গে আর বার।
ভুলিল ললনাকুল স্ত্রীর সদাচার॥
বঙ্গের দুর্দ্দশা দেখি না সরে বচন।
দেখাও জননি! তব পবিত্র আনন॥
পালিলে অপূর্ব্ব স্নেহে পরের সন্তানে।
লোক-রক্ষা ভাবি তাই তোমার বিধানে॥
ধরি আশা, বাঁধি বুক, সু-দিনের তরে।
উজলিবে নারীধর্ম্ম সতীশ্বর-বরে॥

প্রণত

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

প্রথম বিজ্ঞাপন।

দশবৎসর হইল আমার লিখিত স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুস্তক লিখন ও প্রকাশ কালে যাঁহারা আমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দশ বৎসরে তাঁহাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন যাঁহারা শাশুড়ীর অনুগতা বধূ ছিলেন, এখন হয়ত তাঁহারা স্বয়ং গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন যাঁহারা সন্তানের জননী মাত্র ছিলেন, এখন তাঁহারা হয়ত শাশুড়ী পদারূঢ়া হইয়া জামাতা ও পুত্রবধূকে গৃহে আনয়ন করিয়াছেন; কেবল এইমাত্র পরিবর্ত্তন নয়। তখন যে সকল স্ত্রী যত দূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা এখন তাঁহাদের শিক্ষা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু মনুষ্যের অবস্থায় বিভিন্নরূপ পরিবর্ত্তন হইলে তদুপযোগী নানাপ্রকার কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে। বিদ্যা বুদ্ধি সম্পত্তি প্রভৃতির উন্নতি হইলে কর্ত্তব্যের দায়ীত্ব আরো অধিকতর হয়। নিপুণরূপে সেই সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে সমীচীন বিবেচনা আবশ্যক হয় এবং অন্যের নিকট উপদেশও গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রী আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কিছু উপদেশ আমার নিকট প্রত্যাশা করেন; এই বিবেচনায় আমি নারীনীতি নামক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

পুরুষের দ্বারা স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য-নির্ণয় সম্যক্‌রূপে সুসঙ্গত না হইতেও পারে। স্ত্রীরা বিচারক্ষম হইয়া আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা অবধারণ করেন, ইহাই অধিক প্রার্থনীয়। তৎপক্ষে আমাদের উপদেশে যদি

তাঁহাদের কিছু সাহায্য হয়, তাহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। এজন্য এই গ্রন্থে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য সকল পরিমিত কথায় বিবৃত হইয়াছে। স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্যবিচারে এতন্মাত্র সংক্ষিপ্ত লিপি যথেষ্ট সাহায্যকারী হইতে পারে। ইহাতে যে সমস্ত উপদেশ লিখিত হইয়াছে, তাহার মূলে যে যুক্তি আছে,—জড় প্রকৃতিতে ও জীব প্রকৃতিতে তাহার যে সমতা আছে—তাহাও কিছু কিছু প্রদর্শন করিয়াছি।

যদি এই গ্রন্থ স্ত্রীদিগের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা এবং প্রকৃত উন্নতি পক্ষে সাহায্যকারী হয়, তবেই আমার শ্রম সফল হইবে।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৬ শক। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ এবং সমাপ্তিতে গঙ্গাস্নাতা বঙ্গ-মহিলার ও অরুন্ধতীর বন্দনা সন্নিবেশিত হইল। শেষোক্ত কবিতার রচয়িতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে

"সাবিত্রীজনকাত্মজাদিরমণীরত্নানি জাতানি তে"

ইত্যাদি কবিতায় আক্ষেপ সহকারে যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তাঁহাদের গুণগরিমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহার এই উভয় কালের চিন্তাপ্রসূত কবিতার প্রথম প্রচারের পুণ্য-ভাগ আমার ভাগ্যে ঘটিল। এই শুভসংযোগে আমার গ্রন্থের পুনঃ-প্রচারের অবসর বিদিত হইতেছে। ধ্যানারাধ্যা দেবীগণ আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

১৮২৩ শকাব্দ
৯ই বৈশাখ। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগ।

পরিশিষ্ট।

নারীনীতি।

প্রথম ভাগ।

সাধারণ নীতি।

(১) স্ত্রী ও পুরুষের স্বভাবের একতা ও বিভিন্নতা।

১। বিধাতা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এমন বিধান করিয়া দিয়াছেন যে, একটী পুরুষ আর একটী পুরুষের সহিত এক সহবাসে কিছুকাল থাকিতে চায় না, কিন্তু একটী পুরুষ একটী স্ত্রীর সহিত যাবজ্জীবন এক ভাবে কালযাপন করিয়া থাকে। নরনারী সৃষ্টির তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা দুইয়েতে এক হইয়া অবস্থিতি করিবে।

২। পরন্তু নরনারীর মধ্যে প্রকৃতিগত কত প্রভেদ! বহু বিষয়ে তদুভয়ে, এমন কি, পরস্পর বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হউক, তাহাদের বাহ্য দৃশ্যেই দেখিতে পাইবে, একজন কঠোরতার ও দৃঢ়তার মূর্ত্তি স্বরূপ; অপর জন কোমলতা ও নির্ভরের ভাবের আধারভূত। তাহাদিগকে এক একটী কথা কহিতে দেও, দেখিবে, একের স্বর দূরবর্ত্তী সহস্র লোককে আহ্বান করিবার উপযোগী; অন্যের স্বর নিকটবর্ত্তী লোকের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ। তাহাদের অন্তরগত ভাব পর্য্যবেক্ষণ কর,

এইরূপ প্রভেদ লক্ষিত হইবে। অথচ উহাদের একাঙ্গ হইবার ব্যবস্থা। এইরূপে এই জগতে বিচিত্রতার মধ্যে একতা থাকে, অসমতার মধ্যে যোগসাধনের উপায় থাকে। স্ত্রী পুরুষের যোগ তদ্বিধ। ইহাতে নর-নারী সৃষ্টির রচনা-বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পায়।

(২) স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের উদ্দেশ্য।

৩। এইরূপে প্রকৃতির বশে এক একটী স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বিবাহ নিয়মে বদ্ধ হয়। তাহাতে সেই স্ত্রী ও পুরুষের সমুদায় স্বভাব স্ফূর্ত্ত, ক্রিয়ান্বিত ও চরিতার্থ হইয়া থাকে।

৪। সকল দেশে স্ত্রী ও পুরুষের প্রথম সম্মিলন অর্থাৎ বিবাহ দিনে তাহাদের পরিচিত সমস্ত লোক উৎসব করিয়া থাকে। গীত, বাদ্য, নৃত্য, সজ্জা, আহার, পান, দান, দেবারাধনা প্রভৃতি উৎসবের সকল প্রকার ঘটা বিবাহোৎসবে খাটে। বরযাত্র ও কন্যাযাত্ররূপে সমাজের সকল প্রকার লোক উপস্থিত হইয়া সেই উৎসবে নিমগ্ন হয় এবং এই বিবাহ ব্যাপার ঘটাইয়া দেয়। ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, স্ত্রী পুরুষের যে দাম্পত্যবন্ধন তাহা তাহাদের ও জনসমাজের সুখের নিমিত্ত। অতএব বিবাহিত দম্পতী চিরদিন এরূপ ব্যবহার করিবেন; যাহাতে তাঁহারা পরস্পর এবং তাঁহাদের দ্বারা জনসমাজ সুখী হইতে পারে।

৫। সংসারের বস্তু সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। তাহার মূল উদ্দেশ্য এই যে তাহারা পরস্পরকে রক্ষা করে। স্ত্রী ও পুরুষের যে আকর্ষণ তাহারও গূঢ় উদ্দেশ্য, পরস্পরকে সর্ব্ব-প্রকারে রক্ষা করা। মনুষ্য-জীবন বহুল সুখ দুঃখে জড়িত। স্ত্রী ও স্বামী সেই সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, সকল অবস্থাতে পরস্পরকে আকর্ষণ

করিয়া রাখিবেন, কখন পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবেন না—ইহাই প্রথম নিয়ম। এই নিয়ম পালন করিলে তাহা হইতে এমন সকল ফল সমুত্থিত হয় যে, তাহাতে দম্পতীর সুখ বর্দ্ধিত ও দুঃখ অপনোদিত হইয়া থাকে।

---

(৩) সুখ দুঃখের বিচার।

৬। এই বিনাশ-প্রবণ সংসারের মধ্যে মনুষ্য যে কি প্রকারে সুখানুভব করে, ইহাই এক আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানে অগ্নি, বায়ু, মেঘ, রৌদ্র সকলেই মনুষ্যকে ক্লেশ দিতে উদ্যত। মনুষ্যকে বহু যত্নে ইহাদের কৃত অনিষ্টাপাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হয়। মনুষ্য যে প্রত্যহ অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহা এক বৎসর পরিশ্রম করিলে, ঋতু পর্য্যায়ের তাড়না সহ্য করিলে এবং ঈতি সমূহ অতিক্রম করিতে পারিলে তবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার উপর বিবিধ রোগের যাতনা ও শোকের পীড়ন। ফলতঃ এ সংসারে যেমন চারিদিকে মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে জীবনের ভরসা বাঁধিতে হয়, তেমনি চারিদিকে দুঃখের কারণের মধ্যে সুখী হইবার চেষ্টা করিতে হয়। এই অবস্থায় যিনি সুখের পথ চিনিয়া লইয়া সেই পথে চলিতে সক্ষম হয়েন, তিনিই এই সংসারে সুখী হইতে পারেন।

৭। হে নারি! তুমি যে গৃহে বাস করিতেছ, তাহা হয়ত বিচিত্র শোভায় শোভিত। কিন্তু এই শোভানুভব এই গৃহ-নির্ম্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝটিকা, হিম প্রভৃতি আধিভৌতিক ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই গৃহ দণ্ডে দণ্ডে পতিত হইয়া ভূমিসাৎ হইতে পারে। এজন্য ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপে যোজনা করা হইয়াছে, যাহাতে ইহা সহজে বিশ্লিষ্ট

হইতে না পারে। তুমি যে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাক, তাহা হয়ত বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। তোমার শয্যা হয় ত যথেষ্ট কোমল ও সুখ-প্রদ। কিন্তু দেখ, সেই পালঙ্ক উত্তর শিয়রে স্থাপিত হয় নাই। উত্তর শিরে শয়ন করিলে রোগোৎপত্তি হয়, এজন্য শয্যা স্থাপনের সময় সেই অনিষ্ট নিবারণের উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এইরূপে তুমি দেখিবে যে, সংসারে সুখ-সম্বিধানের পূর্ব্বে প্রথমতঃ দুঃখ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে হয়। অতএব সুখভোগের প্রত্যাশার পূর্ব্বে তুমি দেখ, তোমার দুঃখের কারণ সকল কি কি? প্রথমতঃ সেইগুলির নিবারণ চেষ্টা কর। দুঃখের পথ রুদ্ধ করিয়া সুখের আয়োজন করিলে নিরাময় সুখ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

৮। মনুষ্যের দুঃখ কি, তাহা বলিতে হইলে সংক্ষেপে এই নির্দ্দেশ করা যায় যে, সুখের যে ব্যাঘাত, তাহাই দুঃখ। তাহা হইলে সুখ কি তাহা নির্ণয় করিতে হয়। মনুষ্য সাধারণতঃ কি হইলে সুখী হয়েন? সকলেই বলিবেন,—

(ক) উত্তম আহার পান।

(খ) উত্তম বসন ভূষণ।

(গ) উত্তম গৃহ শয্যা।

(ঘ) উত্তম পুত্র কন্যা।

(ঙ) উত্তম আত্মীয় কুটুম্ব।

এই পাইলেই সুখী হওয়া যায়।

উক্ত পঞ্চকের সহিত আর এক পঞ্চক যোগ করিতে হয়।

(চ) উত্তম জন্ম।

(ছ) উত্তম শরীর।

(জ) উত্তম অন্তঃকরণ।

(ঝ) উত্তম যশ।

(ঞ) উত্তম মৃত্যু।

এই উভয় বর্গের ব্যাঘাতে দুঃখ অনুভব হয়। পরন্ত ঐ সকল 'উত্তম' বিশেষণের তাৎপর্য্য কি, অর্থাৎ উত্তম আহার পানাদি কি প্রকার, তাহা দেখিতে হইতেছে।

(ক) উত্তম আহার পান কি ?

যাহা সুস্বাদ, তৃপ্তিজনক ও পুষ্টিকর।

(খ) উত্তম বসন ভূষণ কি ?

যাহাতে শরীরের শোভা এবং মানব মনের গৌরব প্রকাশ পায়।

(গ) উত্তম গৃহ শয্যা কি ?

যে গৃহে উদ্বেজিত হইতে না হয়, যাহাতে বাতাতপ সমুচিত থাকে এবং যাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যজাত সুরক্ষিত হয়, তাহা উত্তম গৃহ। আর যে শয্যায় শয়ন করিলে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত না হয়, যাহাতে আরাম ও সুনিদ্রা হয়, তাহা উত্তম শয্যা।

(ঘ) উত্তম পুত্র কন্যা কে ?

যাহারা সংসার-ভার ধারণে সক্ষম এবং যাহাদের যশে পিতামাতার নাম যশোযুক্ত হয়।

(ঙ) উত্তম আত্মীয়কুটুম্ব কে ?

যাহারা সৎ এবং হিতৈষী।

ইহার সহিত দ্বিতীয় বর্গ বিবেচনা কর ;—

(চ) উত্তম জন্ম কি ?

যে জন্মের গৌরব প্রযুক্ত অসৎ কর্ম্মে লজ্জা জন্মে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়।

(ছ) উত্তম শরীর কি ?

যে শরীর সুশ্রী, সুস্থ ও বলিষ্ঠ।

(জ) উত্তম অন্তঃকরণ কি ?

যে অন্তঃকরণ সরল, সাধু, স্নেহমমতাযুক্ত এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ

(ঝ) উত্তম যশ কি ?

যশের অনাকাঙ্ক্ষায় যে যশ হয়, যে যশে মানব মনের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, যে যশ ইহলোকে ও পরলোকে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে, তাহাই উত্তম যশ।

(ঞ) উত্তম মৃত্যু কি ?

যখন মনুষ্য ইহলোকে সকল প্রকার কর্ত্তব্য সাধন পূর্ব্বক পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া সচ্ছন্দে এই ত্যজ্য দেহ ত্যাগ করে এবং সমাহিত চিত্তে প্রতীক্ষিত গৃহবৎ পরলোক গমন করে, তখনই তাহার উত্তম মৃত্যু গণ্য হয়।

এখন দেখিতে হইবে, এই সকলের ব্যাঘাতে কিরূপ দুঃখ উপজাত হয়।

(ক) আহারীয় দ্রব্য সুস্বাদ না হইলে তৃপ্তি পূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না; এবং তাহা শরীরের উপযুক্ত পুষ্টিসাধক না হইলে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হয়।

(খ) বসন ভূষণ সুরুচিসম্পন্ন না হইলে শরীর জড়ীভূত বা হীনভাবাপন্ন হয় এবং মনুষ্য-মনের অসারতা প্রকাশ করে।

(গ) যে গৃহে বাতাতপ সু-সঞ্চারিত এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষিত না হয়, যেখানে নানাপ্রকারে শঙ্কিত না উত্তেজিত হইতে হয়, যেখানে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যজাত অব্যাঘাতে রক্ষা পায় না, তাহা সুশোভিত হইলেও শ্রেয়স্কর ও বাসযোগ্য নহে। যে শয্যায় শয়ন করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, যাহাতে যথোচিত আরাম লাভ হয় না, তাহা বহুমূল্য হইলেও পরিত্যাজ্য।

(ঘ) পুত্র কন্যা সংসার-ভার ধারণে অক্ষম হইলে তাহারা পিতা-মাতার ভারস্বরূপ হয়। যদি তাহাদের অপযশ ঘোষিত হয়, তাহা পিতামাতার পক্ষে মর্ম্মান্তিক কষ্টজনক।

(ঙ) আত্মীয় কুটুম্বগণ যদি অসচ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়, তাহাতে নানাপ্রকারে ক্লেশ জন্মিয়া থাকে।

(চ) নিজের জন্মগত দোষ হেতু লোকসমাজে যাহার মস্তক নত হয়, অথবা নিজের জন্মের বিষয় চিন্তা করিলে যাহার অসৎ কর্ম্মে লজ্জা জন্মিতে পায় না এবং সৎকর্ম্মে মন ধাবিত হয় না, সে হয় ত অসৎ পথাশ্রয় করিয়া অথবা হতপ্রভ হইয়া নানা প্রকারে ক্লেশ পায়। তাহার জন্ম না হওয়াই যেন ভাল ছিল।

(ছ) যাহার শরীর রুগ্ন, দুর্ব্বল, লাবণ্যহীন ও গ্লানিযুক্ত, যাহার শরীরের যথোচিত স্ফূর্ত্তি ও সামর্থ্য নাই,—তাহার জীবন ভার মাত্র।

(জ) যাহার অন্তঃকরণ কুটিল ও স্বার্থপর এবং হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ, সে কিছুতে শান্তি পায় না। তাহার সকল বিষয়ে বিষাদবিষ সঞ্চরণ করে। সে তাহাতে জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

(ঝ) যে ব্যক্তি সাংসারিক লাভজনক অন্য বিষয়ের ন্যায় যশের আকাঙ্ক্ষায় প্রধাবিত,—যাহার যশ আত্মম্ভরিতাদি দোষযুক্ত,—যে এক বিষয়ে যশোলাভ করিতে গিয়া অন্য বিষয়ে অপযশোভাগী হয়, তাহার যশ কেবল বিড়ম্বনা।

(ঞ) যে ব্যক্তি ইহ লোকে থাকিয়া পরলোকের কোন চিন্তা করে নাই,—যে ব্যক্তি পরলোকের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে নাই,—যে ব্যক্তি এই পরিত্যাজ্য মর্ত্ত লোকে আপনার সকল আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছে,—যে এই পৃথিবী ছাড়িতে চায় না,—পরলোকের নামে যাহার ভয় জন্মিয়া থাকে,—সে ব্যক্তি যখন অনুভব করে যে, কে যেন

বলপূর্ব্বক তাহার এই প্রিয় সংসার হইতে তাহাকে তাড়াইয়া এক অপরিচিত অচিন্তিত অন্ধকারময় লোকে লইয়া যাইতেছে, তখন তাহার অবস্থা কি শোচনীয় হয়। তাহার মৃত্যু তাহার যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড বিশেষ।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দুঃখের কারণ সকলকে নিরাকৃত এবং সুখের উপকরণ সকল আহরিত ও বর্দ্ধিত করিবে।

---

(৪) জীবনের উদ্দেশ্য বিচার।

৯। প্রথমতঃ তোমার সুখ দুঃখ বিষয়ক উল্লিখিত জ্ঞান সমুদ্দীপ্ত হউক। যখন মনুষ্য রোগ শয্যায় শয়ান, যখন সকলই ক্লেশ—কেবলই বিষাদ, তখনো মনুষ্য প্রদীপ জ্বালিয়া রাখে; যেহেতু অন্ধকার অতি অসহনীয়। অজ্ঞান অন্ধকারও তদ্রূপ। যত ক্লেশ ও বিষাদ হউক, তন্মধ্যে জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত করিয়া রাখ;—কিসে কি হইতেছে, কাহার কি সত্ব, কাহার কি প্রতীকার, তাহা তোমার জ্ঞানগোচর থাকুক। তাহা হইলে সাধ্যমত ঐ সকলের উপশম করিতে পারিবে। অতএব অবহিত চিত্তে আলোচনা কর, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি? কার্য্য কি? নারী জন্মের গৌরব কি? সার্থকতা কি? এবং ঐ সকলের ব্যাঘাত ও তাহার প্রতীকারই বা কি প্রকার?

১০। আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? তাহা যিনি আমাকে এ সংসারে আনয়ন করিয়াছেন, সেই জন্মদাতাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহাতে বিশেষ তথ্য জানা যাইবে। সকলের জন্মদাতা ঈশ্বর। ঈশ্বরের রচনা ভঙ্গীতে তাঁহার অভিপ্রায় সকল জানা যায়। সেই অভিপ্রায়ের অর্থাৎ তন্নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করাই মনুষ্যের কর্ম্ম। ইহাই তাহার জন্মের উদ্দেশ্য।

১১। ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ জনকজননীর ইচ্ছা ও ভাব দ্বারাও জানা যায় যে মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য কি? সাধারণতঃ পিতামাতা সন্তানের পক্ষে কি চাহেন? তাহার গুণ ও গৌরব, যশ ও পুণ্য; তাহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল। যাহাতে লঘুতা ও হীনতা প্রকাশ পায়,—যথা নিরর্থক জল্পনা, হস্ত পদ ও বাক্যের চাপল্য, কৌতুক, ইন্দ্রিয়সুখ-প্রসঙ্গ,—এ সকল পিতামাতার নিকট নিষিদ্ধ। জন্মদাতার এই স্বাভাবিক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ধরিয়া বিচার করিলে মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য সহজে নিরূপণ হইতে পারে।

১২। "পিতামাতার নিকট সন্তান কি চায়? এ পক্ষ ধরিয়াও বিচার কর। পিতামাতা যদি আহার পান গল্প জল্পনা বা হাস্য কৌতুকাদিতে পটু হয়েন, সন্তান তাহাতে সুখী হয় না। সন্তান তাহাতে গৌরব অনুভব করে না। সন্তান তাহার পিতামাতাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, লোকহিতৈষী, ক্ষমতাপন্ন ও গৌরবান্বিত দেখিতে চায়। ইহাতেও বুঝা যাইবে যে, যেমন পিতামাতার, তেমনি পুত্রকন্যার, অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই, ধীর, সংযমশীল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করা উচিত।

১৩। সন্তানের সম্বন্ধে পিতামাতার আকাঙ্ক্ষা কি, এ দেশীয় কয়েকটী ব্যবহারকে তাহার উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এ দেশের একটী ব্যবস্থা এই যে, পিতামাতা সন্তানের অন্নপ্রাশন কালে আপনারা তাহার মুখে অন্ন দিবেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পিতামাতা সন্তানের ভোগসুখের সহকারিতা করিবেন না। ব্রাহ্মণের উপবীত গ্রহণ কালে প্রথমে মাতা ভিক্ষা দেন। তদ্দ্বারা মাতার এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, এই বয়স হইতে তোমার ভোগসুখেচ্ছার সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতার অভ্যাস আবশ্যক। গৃহিণীগণ কন্যাকে

শ্বশুরালয়ে প্রেরণকালে নিজগৃহে আহার করাইয়া পাঠান। কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া সে দিবসের অবশিষ্ট কর্ম্ম সকল করেন, কিন্তু আহার করেন না। ইহাতে এই লক্ষণ প্রকাশ পায় যে, সেই কন্যা শ্বশুর গৃহের ভোগার্থিনী নয়, পরন্তু হিতকর্ম্মার্থিনী।

১৪। শয্যাশায়ী শিশু অনায়াসে আহার পাইয়া থাকে এবং স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করে। কিন্তু সে তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া উঠিতে চায় এবং আছাড় খাইয়া খাইয়া অবিরত ও অক্লান্ত চেষ্টায় চলিতে শিক্ষা করে। যখন তাহার চলিবার শক্তি জন্মায় নাই, তখনও তাহার এক স্থানে পড়িয়া থাকিতে যে ক্লেশ হয়, তাহা সে বিবিধ প্রকারে প্রকাশ করে। তখন তাহাকে কোলে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয়। ইহাতেও বুঝা যায় যে, আহার পান ও ক্রীড়া কৌতুক ভিন্ন মনুষ্য জীবনের অপর উদ্দেশ্য আছে—শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য আছে; তাহার সাধন জন্য সে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই চঞ্চল ও পর্য্যাকুলিত থাকে।

১৫। মনুষ্যের জীবনের সার্থকতা কি? তাহার লক্ষ্য কি থাকিবে? ইহা নির্ণয় করিতে হইলে জীবনের পরিণাম বিবেচনা করিতে হয়। জীবনের পরিণামে পরলোক। পরলোকের অবস্থা কিছুই আমাদের গোচর নহে। কিন্তু ইহা বুঝা যাইতেছে যে, এই শরীর ও ইহার সকল ক্রিয়ার এই খানেই শেষ হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে বার্দ্ধক্য দশা হইতেই সকল শারীরিক ক্রিয়া অবসাদ প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু তখন তাহার জ্ঞান থাকে, ধর্ম্ম থাকে ও মর্য্যাদা থাকে। ইহার ত্রুটি হইলে দোষ হয়। বৃদ্ধ বলিয়া তোমার জ্ঞান ধর্ম্মের ত্রুটি অপরে সহিবে না। অশক্ত বলিয়া কেহ তোমার অমর্য্যাদা করিলে তুমিও তাহা সহিবে না। অতএব মনুষ্যের সমস্ত জীবনে ইহাই করা কর্ত্তব্য যাহাতে তাহার জ্ঞান, ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা সঞ্চিত থাকে। যেন

তিনি পরিণামে জ্ঞান ধর্ম্ম ও মর্য্যাদাযুক্ত হইয়া এই লোক হইতে অবসৃত হয়েন।

১৬। বাল্যাবস্থায় যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা পিতামাতার নিকট কর্ত্তব্যের শিক্ষা পাইয়াছি। তখন এক একটী কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পিতামাতার নিকট গিয়া তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিতে কতই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। তাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া আমাদিগকে নিজ বুদ্ধিবলে চলিতে ও জীবনের কর্ত্তব্য সকল সাধন করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা জীবনপথ অতিবাহন করিয়া শেষকালে যেন সেই পিতামাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারি,—পিতা! প্রসন্ন হউন, মা! সদয় দৃষ্টিতে দেখুন, আপনাদের সেই দীন সন্তান কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মরিল!

---

(৫) ইন্দ্রিয় সুখের বিচার।

১৭। মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া দেখ, ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে যেটী যত উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, তদনুসারে সেই সুখ-সাধক ইন্দ্রিয়ের স্থান যথাক্রমে ঊর্দ্ধে বা অধোতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সুখের উৎকর্ষাপকর্ষের আর এই লক্ষণ নির্ণয় করা যাইতে পারে যে, যে সুখ যত উৎকৃষ্ট, তাহার বিষয় তত অধিক লোকের সহিত সাধারণ্যে ভোগ করা যাইতে পারে; ভোগ মাত্রায় তাহা ক্ষয় হয় না; এবং তাহা তত অধিককাল স্থায়ী হয়। ইহার বিপরীত হইলেই অপকৃষ্ট হইল। এ বিষয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চক্ষু সকল ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধে সন্নিবেশিত। চক্ষুর গ্রাহ্য রূপ। কোন সুরূপ সুদৃশ্য বস্তু সহস্র লোকে দেখিতে পারে; তাহাতে তাহার ক্ষয় ব্যয় নাই; এবং তাহা বহু বর্ষ

থাকিতে পারে। চক্ষুর পার্শ্বে কিঞ্চিৎ নিম্নে কর্ণ। তাহার বিষয় স্বর। যে স্থানে সুস্বর উদ্গীত হইতে থাকে, তথায় যত লোক যাউন, তাহা শ্রবণ করিতে পারিবেন। অধিক লোকের শ্রুতিগোচর হওয়াতে স্বরের ক্ষয় হয় না। পরন্তু দৃশ্য পদার্থ অপেক্ষা উহা অল্পকাল স্থায়ী। কর্ণের পরে নাসিকা। উহার বিষয় গন্ধ। বায়ুমার্গে সুগন্ধ বিস্তারিত হইলে তাহা একসময়ে অনেক লোকের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে। কিন্তু উহা অধিককাল স্থায়ী হয় না; এবং একস্থানে অধিক লোকের শ্বাস বায়ুতে উহা মলিনীভূত হইতে থাকে। নাসিকার নিম্নে রসনেন্দ্রিয়—জিহ্বা। উহার বিষয় স্বাদ। স্বাদু দ্রব্য যিনি ভোগ করেন, তাঁরই; তাহা ভোগ মাত্রাতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এবং তাহা কিয়ৎক্ষণ জিহ্বাতে থাকিয়াই গলাধঃকৃত হয়।

১৮। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের মধ্যে যত নিম্নতর ইন্দ্রিয়ের সেবা, তত পশু লক্ষণ; যত উর্দ্ধতন ইন্দ্রিয়ের সেবা, তত দেব লক্ষণ।

পশু পক্ষে দেখ,—

চক্ষু—পশুগণ চক্ষু দ্বারা দৃশ্যবস্তু দেখে, এই মাত্র; কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না।

কর্ণ—পশুগণের দর্শন-জ্ঞান অপেক্ষা শ্রুতিবোধ প্রবল। কোন কোন পশু সুস্বর শুনিয়া মুগ্ধ হয়।

নাসিকা—পশুদের মধ্যে শ্রুতিবোধ অপেক্ষা ঘ্রাণবোধ অধিক। তাহারা খাদ্যের মধ্যে সুগন্ধ দুর্গন্ধ বাছিয়া ভক্ষণ করে।

জিহ্বা—পশুদিগের স্বাদ বোধ যথেষ্টই আছে। তাহারা খাদ্যের মধ্যে সুস্বাদ বিস্বাদ দ্রব্য বিলক্ষণ বুঝে এবং তাহাদের পক্ষে যাহা স্বাদু তাহা ভক্ষণ করিতে অধিকতর ব্যগ্র হয়।

দেব পক্ষে দেখ,—

জিহ্বা—সাকার উপাসকেরা বলেন, দেবগণ কিছুই ভক্ষণ করেন না। বলি নৈবেদ্যাদি কেবল দেবসহচরদিগের নিমিত্ত।

নাসিকা—দেবগণ সুগন্ধে (পুষ্প চন্দন ধূপ ধুনা ইত্যাদিতে) আকৃষ্ট ও প্রীত হয়েন। সুগন্ধ পবিত্রতাসূচক।

কর্ণ—যাঁহারা দেবোদ্দেশে পুষ্প চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য দান করাকে কুসংস্কার জ্ঞান করেন, তাঁহারাও সুস্বরে ঈশ্বরের স্তুতি গীত বিহিত বিবেচনা করেন। দেবগণ সুস্বর মঙ্গল গীতে সমধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

চক্ষু—দর্শন সর্ব্ব প্রকারে দেবভাব-ব্যঞ্জক। ঈশ্বর স্বয়ং বিতত-লোচন বিশ্বদৃক্।

১৯। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের সেবান্তে যে ফল হয়, তদ্দ্বারাও বুঝা যায় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তন্নিম্নতর ইন্দ্রিয় সকল ক্রমশঃ অধমতাপ্রাপ্ত। যথা,—

সুশোভন দৃষ্টির পরে—ধ্যান, চিন্তা, ধারণা হয়।

সুস্বর শ্রবণের পরে—চিত্ত মুগ্ধ হয়।

সুগন্ধ আঘ্রাণের পরে—মন প্রমোদিত—প্রমত্ত হয়।

সুস্বাদ দ্রব্য ভোজনের পরে—আলস্য—নিদ্রা—অচৈতন্যতা জন্মে।

২০। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সেবার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে লোকের নিকট মর্য্যাদারও তারতম্য হয়। যে ব্যক্তি বহুদর্শী তাহার মর্য্যাদা প্রচুর। বহুশ্রুত ব্যক্তির মর্য্যাদাও অল্প নহে। বহুবিধ গন্ধ আঘ্রাণ-কারীর সামান্যরূপ কোন মর্য্যাদা থাকিতেও পারে; বহুভোজী লোকের সেই গুণে সাধারণের নিকট কোন মর্য্যাদা হয় না।

২১। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয় সুখের বিচার করিবে। নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিবে না। চরণের দ্রব্য মস্তকে ধারণ করিবে না

একটাকে অবহেলা করিয়া অপরে মগ্ন হইবে না। এরূপ করিলে চিত্তের বিকার ও রোগ বুঝায়। যথাযোগ্যরূপে এবং আবশ্যকমত ইন্দ্রিয়-গ্রামের ব্যবহার করিবে।

২২। মনুষ্যের স্বল্প মঙ্গল ইন্দ্রিয়-সহযোগে; অনন্ত মঙ্গল ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার বহির্ভাগে। বল, শক্তি, পদ, মর্য্যাদা এবং সত্য, জ্ঞান, পবিত্রতা ও ধর্ম্ম—এই সকল অনিন্দ্রিয় বিষয় মনুষ্যের মহত্ত্ব-সাধক ও মঙ্গলদায়ক।

২৩। ইন্দ্রিয় সেবায় লোকের চক্ষু অন্ধপ্রায় হয়; সে ইন্দ্রিয় বিষয়াতীত মঙ্গল দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয় সেবায় আসক্ত হইলে ক্রমশঃ সকল রোগ ও সকল দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। এজন্য ইন্দ্রিয় সকলের দমন করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয় দমনে জীবন। সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ দীর্ঘায়ু লাভ করেন; তাহার মেধা ও দৃষ্টি সতেজ থাকে। ইন্দ্রিয় সংযমে মনের বাধ্য প্রকাশ পায়। তাহাতেই লোকের এক প্রকার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্দ্রিয়ের বশে থাকা পশুত্ব এবং ইন্দ্রিয় জয় করা দেবত্ব সূচক। ইন্দ্রিয় দমনের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট বিষয়ে দৃষ্টি স্ফূর্ত্ত হয় এবং তাহাতে অধিকার জন্মে। সংযমী ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও বলীয়ান হইয়া সৎকার্য্য সাধন দ্বারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর পদবীতে অধিরোহণ করিতে থাকেন।

---

(৬) মনুষ্যের মর্য্যাদা পালন।

২৪। আপনাপন শরীর সংস্কার, আহার পান প্রভৃতি শারীরিক কার্য্য, সন্তান প্রজনন, সন্তান পালন,—এ সকল কার্য্য ইতর জীবদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। পক্ষীদিগের স্বীয় গাত্র ধৌত করা এবং পক্ষ পরিষ্কার করা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কপোত কপোতী পরস্পরের প্রতি

যেরূপ দাম্পত্য প্রেম প্রকাশ করে, তাহাতে মনুষ্যদিগেরও কতক শিক্ষা লাভ হয়। পক্ষিগণ দূর হইতে আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক শাবকদিগের মুখে ধারণ করে। বানরীগণ তাহাদের নবজাত শিশু সন্তানকে কোলে লইয়া তাহাদের সহিত কত প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকে। অনেক পশু তাহাদের সন্তান রক্ষা বিষয়ে অসামান্য বুদ্ধি, যত্ন ও নৈপুণ্য প্রকাশ করে। ইহাদের অপেক্ষা মনুষ্য জাতি যে শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ কি? মনুষ্যগণও তো ঐ সকল পশুধর্ম্মে পরিচালিত। ঐ সকল পশুধর্ম্মের উপর মনুষ্যের এমন বিশেষ লক্ষণ কি আছে যে তাহাদিগকে ইতর জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া মনুষ্য জন্মের গৌরব করিব? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইতর জীবদিগের উৎকষাপকষের জ্ঞান নাই; যে সেরূপ সংস্কার প্রাপ্ত সে সেইরূপে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মনুষ্য আপনাকে উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া জানে; মনুষ্য আপনার গৌরব বুঝিতে পারে; এবং সেই উৎকৃষ্টতা ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাতেই মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠতা। বস্তুতঃ মনুষ্যের অন্তরে যে একটা মর্য্যাদা বোধ আছে, তাহা কোন ইতর জীবের নাই। এই গুণে সে অনন্ত উন্নতির অধিকারী। গৌরব স্পৃহা, মর্য্যাদা বোধ রমণী-হৃদয়ে অধিকতর প্রবল। নারীগণ তাহা রক্ষা করিবেন।

২৫। দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের মর্য্যাদার লক্ষণ আছে। স্ত্রী পুরুষের প্রথম সম্মিলন অবধি এই লক্ষণ চিরদিন স্ফুটতররূপে দৃষ্ট হয়। বিবাহ সভায় বরের আসন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। বরের পরিচ্ছদ রাজ-পরিচ্ছদ তুল্য। বরের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিয়ৎক্ষণ পরে যে পুরুষের হস্তে একটী স্ত্রী আত্মসমর্পণ করিবে, তাহার ঈদৃশ গৌরবান্বিত হওয়াই উচিত। স্ত্রীও মঙ্গলালঙ্কার-যুক্তা। বিবাহ-মন্ত্রে স্ত্রী

সাম্রাজ্ঞী শব্দে কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বথা বিবাহ সম্পর্ক এইরূপ সম্মানসূচক। পতি ও পত্নী পরস্পরের এই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন। যে স্ত্রী পরিবারের আর পাঁচ জনের নিকট উপেক্ষিত হয়, সেও স্বামীর নিকট হতমান হইলে তীব্রতর ক্লেশ অনুভব করে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর নিকট আপনাকে মর্য্যাদাবান্ প্রতিপন্ন করিতে প্রায় সকল পুরুষেরই চেষ্টা হয়। ইহা সুলক্ষণ। প্রণয়রসাভিসিক্ত, একাত্মভাব-সম্পন্ন দম্পতী যে দূর-সম্পর্কীয় ব্যক্তিবৎ পরস্পরের নিকট সগৌরব ও সাদর ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, ইহাতে বিধাতার এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অতি নিকটস্থ লোক হই-তেও আপনাপন গৌরব সাধন নিমিত্ত সর্ব্বদা সমুত্তেজিত হইবে। মানময়ী গৃহিণী আপন মর্য্যাদা পালন করিয়া এবং স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন, তাহাতে তিনিও প্রকৃত অর্থে "লক্ষ্মী" এবং তাঁহার ভর্ত্তা প্রকৃত অর্থে "স্বামী" শব্দের বাচ্য হইবেন।

২৬। কেহ নির্দ্ধন, কাহারও বা জ্ঞান অল্প ; কিন্তু তথাপি তাহা-দের অবমাননা উচিত হইবে না ; যেহেতু মনুষ্যত্বেরই এক মর্য্যাদা আছে। মনুষ্য পশুধর্ম্মযুক্ত হইলেও মর্য্যাদা বোধ ও মর্য্যাদা রক্ষা হেতু উহাকে দেবভাবসম্পন্ন বলা যায়। অতএব যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক থাকুক, কেহ নীচ পদে থাকুন, বা কেহ উচ্চ পদাধিরূঢ় হউন,—রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, পিতা পুত্র, শাশুড়ী পুত্রবধূ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বন্ধু বন্ধু, স্ত্রী স্বামী, ঋণী মহাজন, সকলে পরস্পরের নিকট সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। মর্য্যাদা পরস্পরাপেক্ষী। আপনার মর্য্যাদা আপনি পালন না করিলে অন্যের নিকট মর্য্যাদা পাওয়া যায় না ; অন্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলেও আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করান যায় না।

২৭। মনুষ্যদিগের অন্তরে তাহাদের গৌরবসূচক যে সকল ভাব আছে, তন্মধ্যে প্রেমভাব অতি উৎকৃষ্ট। প্রেম-রস পীযূষ তুল্য, সুমিষ্ট, তৃপ্তিকর, শান্তিপ্রদ। সকল বস্তুর আদান প্রদান অপেক্ষা প্রেমের আদান প্রদান অধিকতর সারবিশিষ্ট ও সুখাবহ। প্রেম ভাঙ্গাকে যোড়া দেয়, দূরকে নিকট করে, পরকে আপনার করে, নীরসকে সরস করে, শূন্যকে পূর্ণ করে। যখন সাংসারিক বস্তুর অসারতা অনুভব হয়, যখন পরিশ্রান্তি, ক্লান্তি বা রোগ হেতু সকলই বিরক্তিকর মনে হয়, তখনও প্রেমের মাহাত্ম্য প্রতীতি হইতে থাকে। স্বাভাবিক প্রেম কখন ক্ষীণ ও মলিন হয় না; কখন পুরাতন ও জীর্ণ হয় না; এই পিচ্ছিল সংসারের পলায়মান বিষয় সকলের সহিত সে পলায়ন করে না; প্রেমের যে গুণ ও গৌরব, তাহা সে কখন ত্যাগ করে না। প্রেম সকল দুঃখ সহ্য করে, সকল ভার বহন করে। পবিত্র প্রেম দেব-বাঞ্ছিত। স্ত্রী ও স্বামীর সম্পর্ক সেই প্রেমের আধারভূত। দম্পতীর মধ্যে যে প্রেম, তাহা উল্লিখিত লক্ষণান্বিত। কিন্তু যদি তাহার সহিত স্বার্থপরতা বিলাসিতা প্রভৃতি দোষ জড়িত হয়,—যদি অপবিত্র ইন্দ্রিয়-পরতা প্রভৃতি মৃত্তিকাতে প্রেমলতা বর্দ্ধিতা হয়—তাহা হইলে সে বিষ-লতা হইয়া উঠে। তখন সে মায়াবিনীর মায়া, ফেঁসোরার ফাঁসী বা নরকের রজ্জু স্বরূপ হয়। অতএব মনুষ্যের গৌরবের ভূমি, সুখের আকর ও মঙ্গলের গ্রন্থি স্বরূপ যে পবিত্র প্রেম, তাহার উপার্জ্জনে যত্নশীল হইবে; এবং তাহা যথার্থ ও পবিত্র প্রেম কি না, বিচার করিয়া লইবে। স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন-ভাববিশিষ্ট ও অন্তরিত অবস্থাতেও সেই প্রেমাদিগুণে আকৃষ্ট ও এক হইবেন, এবং মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকৃষ্ট জীবনের সুখ লাভ করিবেন।

২৮। মনুষ্যের মুখমণ্ডলের মধ্যে ওষ্ঠাধরের উপর যেমন একটী

নাসিকা আছে, তাহা দ্বারা সে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ অনুভব করে; সেইরূপ চিত্তবৃত্তি সকলের মধ্যেও এমন বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা মান অপমান, প্রেম অপ্রেম, পবিত্রতা অপবিত্রতা প্রভৃতির জ্ঞান জন্মে। যে দ্রব্য তুমি আহার করিতে যাও, তাহা সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ, যেমন নাসিকা তাহা অগ্রেই বলিয়া দেয়; সেইরূপ তুমি চিত্তবৃত্তিতে যাহা গ্রহণ কর, তাহা মান কি অপমান, প্রেম কি অপ্রেম, পবিত্র কি অপবিত্র, সেই নাসিকা তাহা অগ্রেই বলিয়া দেয়। তদনুসারে তুমি উত্তম দ্রব্য বাছিয়া উপভোগ কর; গলিত ঘৃণ্য কুৎসিত রসে আপনার অন্তরিন্দ্রিয়কে কলুষিত করিও না।

২৯। স্ত্রীরা যদি পুরুষদিগের নিকট মর্য্যাদা প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে যথাসম্ভব পুরুষদিগের হইতে দূরে থাকিবেন। অতি ঘনিষ্ঠতায় মর্য্যাদার হানি হয়। এজন্য কুটুম্ব লোকেরা সর্ব্বদা পরস্পরের দ্বারস্থ হয়েন না। তাঁহারা হয়ত সর্ব্বদা তত্ত্ব রাখেন, কিন্তু কালে কালে ও আবশ্যকমত পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কথিত আছে, যাহারা চন্দন বনে বাস করে, তাহারা চন্দনের ইন্ধন করিয়া থাকেন। অতিশয় ঘনিষ্ঠতার এইরূপ ফল। স্ত্রীদিগের অনেক ভাব ও কার্য্য পুরুষদিগের হইতে ভিন্ন; অতএব তাহাদের ভিন্ন ভাবই শোভা ও মর্য্যাদাজনক।

---

(৭) স্ত্রীদিগের অধিকার।

৩০। স্ত্রী ও পুরুষের ভাব ও শক্তিতে যে প্রভেদ আছে, তদনুসারে তাহাদের সাংসারিক কর্ম্ম দ্বিভাগ হইয়া কতকগুলি স্ত্রীদিগের বিশেষরূপে অধিকৃত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষগণ সম্ভবমত পরস্পর অন্তরে থাকিয়া আপনাপন অধিকারে পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিবেন। এরূপ

করিলে কার্য্যের সুবিধা হয়, এবং স্ত্রীকৃত ও পুরুষকৃত কার্য্যের যুগ্মতায় সংসারের শ্রী ও সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। এই রীতির বিপর্য্যয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিয়া সুখ-হানি ও শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে।

৩১। মস্তকের সহিত বক্ষের যেরূপ সম্বন্ধ, স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ অনেক অংশে তদ্রূপ। মস্তকের ভাগ—(১) অস্থি; (২) মস্তিষ্ক; (৩) বুদ্ধি। বক্ষের ভাগ—(১) পঞ্জর; (২) হৃৎপিণ্ড; (৩) ভাব।

(১) মস্তক—অনাবৃত; বহিঃস্থিত; স্বয়ং রক্ষিত; শীতবাতাদি সহন-সক্ষম।
বক্ষ—বসনাবৃত; মধ্যস্থিত; বাহুদ্বয়ের রক্ষণীয়; শীতবাতাদি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে অপেক্ষাকৃত ক্লিষ্ট ও বিকার-প্রবণ।

(২) মস্তিষ্ক—ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য মত কর্ম্ম করাইয়া লয়।
হৃদয়—ইন্দ্রিয়গণকে (রক্তদ্বারা) পোষণ করে।

(৩) বুদ্ধি—নানা দুর্গম ও দূরস্থ স্থান হইতে সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা জ্ঞান আনিয়া দেয়।
ভাব—জ্ঞান সহকারে যাহা আইসে, তন্মধ্যে ভাল মন্দ, প্রিয় অপ্রিয়, পবিত্র অপবিত্র ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া রুচি ও শক্তি মতে পোষণ করে।

এতদ্দারা জানা যাইবে যে, মস্তক পুরুষের এবং বক্ষ নারীর কার্য্য করে। মনুষ্য-জীবনের পক্ষে যেমন মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্ক ও বক্ষের মধ্যে হৃদয় সমান প্রয়োজনীয়, সংসারের পক্ষে স্ত্রী ও পুরুষও তদ্রূপ। স্ত্রীগণ আপনাদের উক্তরূপ প্রকৃতি-সঙ্গত কার্য্য করিবেন।

(৮) গৃহই নারীদিগের কার্য্যক্ষেত্র।

৩২। স্ত্রীদিগের যেসকল কার্য্য, তাহা শান্তির অবস্থা ব্যতীত সুসাধিত হয় না। অতএব স্ত্রীদিগের অবস্থিতি ও কর্ম্মের স্থানকে শান্তিময় করা হইয়াছে। সেই স্থান গৃহ। সেখানে কাহারও কোন উপদ্রব খাটিবে না। কোন বীরপুরুষ গৃহমধ্যে শূরত্ব দেখাইবেন না। কোন রাজপুরুষ গৃহাভ্যন্তরে রাজপ্রহরণ প্রদর্শন করিবেন না। গৃহমধ্যে শান্তির অবস্থায় স্ত্রীগণ সন্তান পালনাদি কর্ম্ম করিবেন।

৩৩। গৃহই নারীদিগের রাজ্য। সেখানে তাহারা ঈশ্বরীরূপে আপনাদের শাসন বিস্তার করিবেন। পুরুষেরা যিনি যেখানে থাকুন, তাঁহাদিগকে গৃহের ঈশ্বরীর কর যোগাইতে হয়। বাহিরে যিনি মন্দ আচরণ করেন, গৃহে তাঁহাকে সাধু হইতে হয়। "দরবারের" কত অন্যায় আচরণ অন্তঃপুর হইতে সংশোধিত হইয়া যায়। সমগ্র মনুষ্য জাতি নীতি-তন্ত্রের প্রথম আদর্শ গৃহাভ্যন্তরে মাতার ক্রোড় হইতে প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এক প্রকার বিবেচনায় নরপতিরাও নরসেবক; যেহেতু তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যের লোকগণের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিবিধ উপায়ে যোগাইতে হয়। সেইরূপ বিচারে স্ত্রীরাও দাসী; যেহেতু তাহাদিগকে আপনাপন পরিবার স্থিত পুরুষদিগের, স্ত্রীদিগের ও শিশুদিগের প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য দ্রব্য সকল যোগাইতে হয়।

৩৪। গৃহরাজ্যেশ্বরীগণ আপনাদের রাজ্যের (পরিবারের) নিয়ম সকল আপনারা স্থাপন করিবেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে পরিবারস্থ সকলের মতামত গ্রহণ করিবেন, যেহেতু রাজারাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। রাজগণ যাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদের বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে শাসন করেন, নতুবা তাঁহাদের শাসন স্থায়ী হয় না। স্ত্রীরাও তাহাই

করিবেন। পরস্পর অবাধ্য হইলে কাহারও সহিত কাহারও কর্ম্ম চলে না।

---

(৯) আত্ম-সংযম।

৩৫। আপনাকে শাসন করিতে না পারিলে অন্যকে শাসন করা যায় না। আপনাকে বশে রাখিতে না পারিলে অন্যকে বশে রাখিবার শক্তি থাকে না। আপনি ভাল না হইলে অন্যকে ভাল করা যায় না। অতএব যদি গৃহিণী এমন ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার পরিবারস্থ সকলে তাঁহার বশে থাকিবে, তবে তিনি আপনাকে আপনার সৎ চিন্তার বশীভূত করুন। সদ্বিবেচনায় সকলের মিল থাকিবে। অসদ্বিবেচনায় কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য হয় না। যথেচ্ছাচারীর বশে কেহ থাকিতে পারে না।

৩৬। অভ্যাস অতিশয় প্রবল। শরীরের যে সেবা যত কর, ততই তাহা আরও আবশ্যক হইয়া উঠে। মনে যাহার যত চিন্তা কর, ততই তাহাতে মন অভিরত হয়। অনাবশ্যক বিষয়ে ঐরূপ অভ্যাস হইলে তাহা বিশেষ দোষ রূপে গণ্য। যাহা সম্প্রতি আবশ্যক বা অনাবশ্যক, পরে তাহার অন্যথা হইতে পারে। আবশ্যক সীমার অতীত হইলে সৎও অসৎ হয় এবং হিতও অহিত হইয়া দাঁড়ায়। অতএব অভ্যাসদোষে শারীরিক কোন সেবার বা মনের কোন চিন্তার বশীভূত হইবে না। মনুষ্যের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে আবশ্যকমত মনঃসমাধান ও হস্তনিয়োগ করিতে পার, এবং সহজে কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে পার, এইরূপ অভ্যাস রাখিবে।

৩৭। আবশ্যক সীমার অতীত হইলে কাম ক্রোধ লোভাদিকে রিপু বলা যায়। অগ্নি দ্বারা যেমন হিত হয় এবং সর্ব্বনাশও হয়,

সেইরূপ উচিত ব্যবহার করিতে পারিলে ঐ সকল রিপু দ্বারাও হিত হয় ; উচিত ব্যবহার করিতে না পারিলে তদ্দ্বারা অনর্থ উৎপাদিত হয়।

৩৮। কোন বিষয়ে লিপ্সা না থাকিলে মনুষ্যের উন্নতি হয় না। কিন্তু যাহা তোমার প্রাপ্য নয়, তাহাতে লালসা জন্মিলে তাহাকে লোভ বলা যায়। লোভ মনুষ্যকে বহুল দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।

৩৯। অপরের উন্নতি দেখিলে আপনার উন্নতির নিমিত্ত মন যে উত্তেজিত হয়, তাহা শ্রেয়স্কর। কিন্তু পরের শ্রী দেখিলে যদি চিত্তে ব্যথা জন্মে, তাহাকে মাৎসর্য্য বলা যায়।

৪০। যদি সেইরূপ মাৎসর্য্য-ভরে কাহারও শ্রেয় বিনাশ করিতে যাই, তাহা হইলে হিংসা করা হইল।

৪১। সুন্দর ও মহৎ বিষয় দেখিলে বা শুনিলে মন যে প্রীত হয়, তাহা সদ্গুণ; সন্তানাদির প্রতি যে স্নেহ ও প্রেম,—ধনাগমে যে প্রয়াস, তাহাও জগতের হিতজনক মহৎগুণ; কিন্তু কেহ উহাতে বিহ্বল হইলে বা উহাদের বিনাশে একান্ত কাতর ও অধীর হইলে তাহাকে মোহগ্রস্ত বলা যায়।

৪২। আত্মমর্য্যাদা না থাকিলে লোক অসৎপথকে ঘৃণা করিয়া উন্নতির আকাঙ্ক্ষী হয় না। কিন্তু সেই আত্মমর্য্যাদা যখন মনুষ্যকে তাহার অপূর্ণতা ও ক্ষীণতা দেখিতে না দেয় এবং তাহাকে অভিমানে অন্ধ করে,—যখন সে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত পদবীতে অধিরোহণ করিতে যায়, সেই অবস্থায় সেই আত্মমর্য্যাদা "অহঙ্কার" শব্দে বাচ্য হয়।

৪৩। মনুষ্যের উপর যে অনিষ্টাপাত উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণ করিতে মনোমধ্যে এক প্রকার উষ্মা উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই উষ্মা যখন মনুষ্যের অন্তঃকরণকে উদ্বেল করিয়া তুলে এবং তাহাকে

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পাত্রাপাত্র ও কালাকাল বিচার করিতে না দেয়, তখন তাহাকে অশ্রেয়স্কর ক্রোধ কহা যায়।

৪৪। সন্তান উৎপাদন নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে একটী প্রবৃত্তি আছে, তাহা জীবপ্রবাহ রক্ষার হেতুভূত। সুসময়ের সুজাত সন্তান সংসার উজ্জ্বল করে। কিন্তু যদি মনুষ্য এই প্রবৃত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করে, তাহা হইলে এমন রোগ নাই যাহা তাহার শরীরকে আক্রমণ ও জর্জ্জরিত না করে। তখন সে শোক মোহে মরণাধিক যন্ত্রণা পায়।

---

(১০) পতি ও পত্নীর সম্বন্ধ।

৪৫। স্ত্রী ও পুরুষের সমযৌবনে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বয়ঃক্রম ছয় হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত অধিক হইবে। পুরুষের বয়সের এই আধিক্য এবং ঐ অধিক বয়সের উপার্জ্জিত জ্ঞান ও স্বাভাবিক বল ইত্যাদি হেতু বশতঃ স্বামী বিশেষ পক্ষে স্ত্রীর সম্মাননীয়। ইহাও অনায়াসে প্রতীতি হয় যে, স্ত্রীদিগের পক্ষে এই স্বামী-সম্মান নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক; এবং সকল সৎপ্রবৃত্তির পরিপোষক ও উন্নতির সহায়ভূত। যাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তিনি যে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও পূজার্হ হয়েন, ইহা গৌরবের বিষয় ও সুখের সম্বন্ধ সন্দেহ নাই। স্বামীকে সুখোপকরণ স্বরূপ ভাবিবে না। তাঁহার নিকট সকল প্রবৃত্তির বেগ প্রশমিত রাখিবে এবং নিস্পৃহা শুভকারিণীবৎ স্বামীর পরিচর্য্যা করিবে। এইরূপ স্বামীর প্রতি ভক্তি ও তাঁহার সেবা দ্বারা স্ত্রীর ত্রিবর্গ সাধন হয়।

৪৬। স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অভাব ও ক্ষীণতা এবং তাহার প্রতীকার যেমন তাহার স্বামীর গোচর, এরূপ আর কাহারো নহে।

আর তদ্বিষয়ে স্ত্রীর হিতের নিমিত্ত স্বামী যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন করিবেন—যেমন অস্বার্থপর ও অকপট ভাবে মন্ত্রণা দিবেন, এমন আর কেহ করিবে না। আর, বয়োধিক বিজ্ঞতর ও নিকটতম সহায় হওয়া হেতু স্বামী তাঁহার স্ত্রীর রক্ষণপালনাদিতে যেমন সক্ষম হইবেন, এমন আর কেহ হইবে না। এই সকল কারণে স্ত্রীর পক্ষে স্বামী মহৎ শিক্ষক ও মহা গুরু। স্ত্রী সেই ভাবে স্বামীর প্রতি ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ পালন করিবেন।

(১১) স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য।

৪৭। সর্ব্ব প্রযত্নে স্বামীর সেবা করিবে। স্বামীর আহার দ্রব্য আপনি দেখিয়া অথবা পাক করিয়া দিবে, যেন স্বামী তাহা স্বপাক দ্রব্যবৎ অসন্দিগ্ধ চিত্তে এবং তৃপ্তি পূর্ব্বক সেবন করিতে পারেন। স্বামীর শরীর মন সুস্থ রাখিতে কায়মনোবাক্যে যত্ন ও চেষ্টা করিবে।

৪৮। স্বামী তাঁহার স্ত্রীর মনোমত বস্ত্রালঙ্কারাদি দিতে অসমর্থ হইলে স্ত্রী ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার নিজের পক্ষে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তিনি তাঁহার স্বামীর কি কার্য্যে আসিতেছেন। কেবল শারীরিক ও মানসিক গুণে স্ত্রী হইতে স্বামীর যতদূর সন্তোষ সাধন ও সাহায্য হওয়া সম্ভব, তাহা করিতে যিনি না পারেন, তাঁহার স্বামীর প্রতি অর্থাদির নিমিত্ত অনুযোগ করা অসঙ্গত হয়।

৪৯। স্ত্রীর প্রকৃতি পুরুষের সম্যক্ বিদিত হইতে পারে না, এবং পুরুষের প্রকৃতি স্ত্রী সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের প্রাকৃতিক গুণ-বিতরণে এইরূপ কৌশল থাকাতে স্ত্রীগণ পুরুষদিগকে অনেক সময় নির্দ্দোষ দেবতাবৎ ভক্তি করিতে পারে এবং পুরুষেরাও কর্ম্মক্ষেত্রের জটিল কুটিল ভাব ত্যাগ করিয়া ভিন্ন-লোক-বাসী,

সরল-সুন্দর-মধুর-প্রকৃতি, প্রেম-প্রমোদী, পবিত্র-সত্ব জীববৎ স্ত্রীদিগের সংসর্গ-লাভার্থ ধাবমান হয়। *

৫০। স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয়ের ভাবগতি সম্পর্ক-বিশেষে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের অধিকতর পরিজ্ঞাত হইতে থাকে। কিন্তু যতই পরিজ্ঞাত হউক, তন্মধ্যে অপরিজ্ঞাত অংশও বিস্তর থাকিবে। গণিত শাস্ত্রের এক প্রকার রেখাদ্বয় যেমন চিরদিন পরস্পরের নিকট হইতে থাকিলেও কখন এক হইয়া যায় না, স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয়ের ভাবগতি সেইরূপ চিরদিন পরস্পরের পরিচিত হইতে থাকিলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইবে না। এই পার্থক্যে স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতি পরস্পরের নিকট মনোরম বোধ হয়। পতি ও পত্নী স্ত্রী ও পুরুষের এই ভাব-ভেদ রক্ষা করিয়া চলিবেন। তাঁহারা কখন পরস্পর সর্ব্ব প্রকারে "এক" হইতে চেষ্টা করিবেন না। প্রত্যুতঃ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরা-কর্ষণকারী যে সকল উৎকৃষ্ট ভিন্ন ভাব, তাহারই পোষণ ও উন্নতি করিতে থাকিবেন †

৫১। স্ত্রী ও পুরুষের শরীর ও স্বভাবে যে সমতা আছে, তাহা পরস্পরের সহানুভূতির নিমিত্ত। স্ত্রীদিগের যে সকল বিশেষ রোগ হয়, পুরুষদিগের তাহা না হইলেও তথাপি রোগ সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের এতখানি সমতা আছে যে, একের ক্লেশে অন্যে যথেষ্ট সহানুভূতি করিতে পারে। সেই সহানুভূতির ব্যবস্থায় স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের যতদূর সাধ্য সাহায্য করিবেন।

৫২। স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। স্ত্রী ও স্বামীকে পরস্পরের পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহারা পরস্পরকে কুপথ হইতে নিবর্ত্তিত ও সুপথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিবেন। কোন

* পুরুষদিগের কল্পনায় দয়া ক্ষমাদি বহুবিধ ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্ত্রীমূর্ত্তি।

পুণ্য কর্ম্ম যাহা, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে কাহারো দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমানরূপে সহানুভূতি ও সাহায্য করিলে, অন্যতর পক্ষেরও তাহা অনুষ্ঠান করা হইল। তথাপি স্বহস্তকৃত সৎকর্ম্মের অভ্যাসও একটী প্রার্থনীয় গুণ। অতএব স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েই সদাচরণ দ্বারা আপনাদের মন, বাক্য ও হস্তকে পবিত্র করিবেন।

৫৩। অসৎ কার্য্যের ফল স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সর্ব্বত্র সমান নহে। অতএব স্ত্রীগণ আপনাদিগকে পুরুষের তুল্য ভাবিয়া অসদ্বিষয়ে পুরুষের সমব্যবহার করিবেন না। যেহেতু তাহাতে স্ত্রীদিগের অধিকতর লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সম্ভব।

৫৪। পুরুষজাতি স্বভাবতঃ উগ্র-প্রকৃতি। তাহার উপর তাহার কর্ম্ম ও ব্যবসায় অধিক জটিল ও বহু চিন্তা সাপেক্ষ, এবং অনেক স্থলে তাহা বিরক্তিজনক। এজন্য পুরুষদিগের ভাবে ও ব্যবহারে কিছু উগ্রতা ও রুক্ষতা প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু স্বামী রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করেন বলিয়াই যে স্ত্রী তাহার প্রতি দর্পণ-প্রতিচ্ছায়াবৎ অনুরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা উচিত নহে। প্রত্যুত ধৈর্য্য ও বিনয় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বামীকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করাই স্ত্রীদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বামী তাঁহার স্ত্রীর অটল স্নেহে পরাজিত হইলে যেমন সংশোধিত ও শান্ত হয়েন, এমন আর কিছুতে হয়েন না।

৫৫। তুমি তোমার স্বামীর পক্ষে ফুলের তোড়া, বা গন্ধমাল্যাদিবৎ কেবল বিলাসবস্তু নহ; পরন্তু তুমি তাঁহার—

সন্তানের	...	...	জননী;
গৃহের	...	...	গৃহিণী;
ক্ষুধা তৃষ্ণায়	...	...	তৃপ্তিদায়িনী;
সুখালাপে	...	...	পরিতোষিণী;

মর্য্যাদা পালনে	...	...	কুটুম্বিনী ;
উপদেশে	...	...	অন্তেবাসিনী ;
সেবায়	...	...	আজ্ঞাকারিণী
বিষয় কর্ম্মে	...	...	মন্ত্রিণী ;
সৎকর্ম্মে	...	...	সহকারিণী ;
উৎপথগমনে	...	...	বন্ধনী ;
বিপদ তরঙ্গে	...	...	তরণী ;
শোক ব্যথায়	...	...	সন্তাপহারিণী ;
রোগ শয্যায়	...	...	স্বাস্থ্যরক্ষিণী ;
ক্লেশ পরম্পরায়	...	...	শান্তিবিধায়িনী ;
গুরু-পিতৃ-মহাজন সমীপে		...	ঋণশোধিনী ;
দেব গৃহে	...	...	শুভার্থিনী ; এবং
সমস্ত জীবন পথে	...	...	সহায়-রূপিণী।

ইহার কোন একটী বা কয়েকটী মাত্র গুণ অবলম্বন করিলেই চলিবে না। উক্ত সকল গুণে তোমাকে গুণান্বিতা হইতে হইবে। নতুবা তোমার প্রত্যবায় আছে।

৫৬। ধনতৃষ্ণায় বা অন্য কোন লোভে স্বামী যদি পরপীড়ন করেন, স্ত্রী নানা উপায়ে স্বামীকে তাদৃশ কার্য্যে বিরত করিবেন। যদি সঙ্কটে পড়িয়া স্বামী আপনাকে বাঁচাইতে অথবা আত্ম সম্পত্তি রক্ষা করিতে গিয়া অন্যের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন স্ত্রী স্বামীর সেই বিষম অবস্থায় সহানুভূতি করিবেন, কিন্তু তাঁহার সেই কার্য্যে সহকারিণী না হইয়া তদবস্থাতেও যাহাতে স্বামীর ধর্ম্মহানি না হয়, এবং যাহাতে তিনি অন্য উপায়ে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারেন, এরূপ চেষ্টা করিবেন।

৫৭। স্বামীকে গৌরবজনক বিবিধ মহৎ কার্য্যে উত্তেজিত ও প্রবৃত্ত করাতেই মর্য্যাদাবতী স্ত্রীদিগের গৌরব প্রকাশ পায়। স্ত্রীর নিকট উত্তেজনা ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে স্বামী তাঁহার অসাধ্য বিষয়ও সাধন করিতে পারেন। দ্রৌপদী স্বামীদিগের সন্তোষসাধন ও ক্লেশ নিবারণ নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে ও সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু পাপিষ্ঠ কৌরবদিগের সংহার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বেণীবন্ধন করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে শত্রু-বিনাশে উদ্যত রাখিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতার শুশ্রূষার নিমিত্ত বনবাসে গমন করিতে চাহিলে উর্ম্মিলা তাহাতে প্রতিবন্ধক হইলেন না। অশোক বন হইতে সীতাকে হনুমান গোপনে লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। সীতা সেই শত্রুময় রাক্ষসপুরীতে বিষম ক্লেশভোগ করিতেছিলেন; তেমন বিষম অবস্থা হইতে পতি-পার্শ্বগতা হইবার তাদৃশ সুযোগ হইলেও তিনি চৌরের ন্যায় পলাইয়া আসিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি বলিলেন, রঘুনাথ যেরূপে পারেন, লঙ্কায় আসিয়া রাবণ বধ করিয়া আমার উদ্ধার করুন; যেহেতু ইহাই তাঁহার সূর্য্যবংশের উপযুক্ত কার্য্য। গৌরী শিবের আকাঙ্ক্ষা-শূন্য বিবেকী ভাবের কত গৌরব করিতেন। কৈকেয়ী যুদ্ধাহত দশরথের অঙ্গের ক্ষত কেমন অসাধারণ নিষ্ঠা সহকারে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সাহায্য করিয়াছিলেন। ঋষিপত্নীগণ পর্ণ কুটীরে মৃৎপাত্র সম্বল লইয়া প্রসন্নচিত্তে স্বামীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এবং তপস্যাদির সাহায্য করিতেন, কদাপি তাঁহাদিগকে ধন ঐশ্বর্য্যের প্রয়াসী করিতে চেষ্টা করিতেন না। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই সকল নারীরত্ন চিরদিন স্ত্রীদিগের আদর্শ।

৫৮। গৃহিণীগণ বুদ্ধির দোষে বা স্বার্থপরতা বশতঃ অথবা স্বামীর ক্লেশ নিবারণ ইচ্ছার আবেগে স্বামীর সম্যক্ ধর্ম্ম পালনে প্রতিবন্ধক

স্বরূপ হইয়া পড়েন। কেহ বা স্বামীকে কেবল ভোজন-পান-পটু রা স্ত্রৈণ করিয়া ফেলেন। কেহ বা স্বামীকে কেবল অর্থোপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম দেখিলেই যথেষ্ট মনে করেন। কেহ বা স্বামীর জ্ঞানানুশীলনের তৎপরতায় ক্ষুব্ধ হয়েন। কোন ব্যক্তি কেবল স্বীয় পত্নীর প্রতাপে অপরের প্রাপ্য বস্তু তাহাকে দিতে পারে না। স্বামীকে এইরূপে পঙ্গুবৎ করিবার চেষ্টা করা স্ত্রীদিগের অতিশয় অপরাধ মধ্যে গণ্য।

৫৯। কতকগুলি স্ত্রীকে এমন দেখা যায় যে, তাহারা সংসারের ভারবহন, ক্লেশ সহন, কলহ নিবারণ এবং নিজের সন্তোষ সাধন প্রভৃতির জন্য স্বামীর সন্নিধি নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন। কিন্তু সর্ব্বদা স্বামীকে নিকটে রাখিতে কিরূপে পারিবে? গৃহস্থধর্ম্মে তাহা সম্ভব নয়। অন্য মহত্তর কার্য্যের কথা দূরে থাকুক, কেবল জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্তও পুরুষকে নানা স্থানে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হয়। অতএব স্বামীর সাহায্য ব্যতীত আপনি সংসারের কর্ম্ম সকল, যতদূর সম্ভব, সাধন করিতে পারিবে, এরূপ চেষ্টা কর।

৬০। স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাহা হইলে গৃহধর্ম্মের বড়ই ব্যাঘাত হয়। তেমন অবস্থায় লোকের অবস্থিতির ঠিকানা থাকে না; আয়-ব্যয়ের স্থিরতা থাকে না; পরস্পরের সাহায্য ও কুটুম্বিতা দুর্ঘট হইয়া পড়ে; ভাষা নিয়মহীন ও বিমিশ্র হইয়া যায়; সামাজিক শাসনের বল থাকে না; যথেচ্ছাচারিতা নিরঙ্কুশ হইয়া উঠে; স্ত্রীদিগের সন্তান পালনাদি কর্ম্মোপযোগী শান্তি লাভ হয় না এবং সন্তানদিগের দেশপ্রচলিত মাতৃভাষায় যে বিবিধ প্রকারে অল্প সময়ে বহু জ্ঞান শিক্ষা হইবে তাহার ব্যাঘাত ঘটে। যাহার গৃহ সচল, তাঁহার নিকট তাহার পূর্ব্ব-পুরুষের বা নিজের

পূর্ব্ব বয়সের স্মরণীয় কোন চিহ্ন বা পরিচয় পাইবার অল্পই সম্ভাবনা থাকে।

৬১। স্ত্রী ও স্বামীর একত্র অবস্থানই যদি সর্ব্বদা একান্ত প্রয়োজনীয় হইত এবং যদি তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারের মঙ্গল চেষ্টায় দূর দূরান্তরে প্রত্যেকে স্বশক্তিমত কার্য্য করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর মুখশ্রী যে পরিমাণে সুন্দর হইয়াছে, লোক সাধারণের যে পর্য্যন্ত মঙ্গল লাভ হইয়াছে, তাহার কতই ব্যাঘাত ঘটিয়া যাইত।

৬২। স্ত্রীগণ মঙ্গল-প্রতিষ্ঠাযুক্ত পুণ্যতরুর ন্যায় এক এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিবেন; এক একটী বংশ তদাশ্রয়ে সুখস্বচ্ছন্দে ও জ্ঞানধর্ম্মে বর্দ্ধিত হইবে। ইহাতে মনুষ্য—সাধারণের পরস্পর সাহায্যের ও মঙ্গলানুষ্ঠানের বিবিধ সুখকর পদ্ধতি অবধারিত হইতে পারিবে।

৬৩। স্বামী ও স্ত্রী এক। কিন্তু এই একতার জন্য তাহাদিগকে একত্রই থাকিতে হইবে, তাহা নহে। দাম্পত্য বন্ধনের ভাব বহু অর্থযুক্ত ও গূঢ়তর। দম্পতী পরস্পর চক্ষুর সমক্ষে থাকিলে যেমন, অন্তরে থাকিলেও তেমন। যাহার সহিত জীবনের অটুট সম্বন্ধ, স্থানের অন্তরালে তাহাদের সম্পর্ক ও সদ্ভাবের কিছুই ত্রুটি হইবে না।

৬৪। স্ত্রী ও স্বামী যখন একত্র থাকিবে তখন সৎ কথায়, সদ্গুণ ও সৎ চরিত্রের আলোচনায় এবং সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিবে। এইরূপে আপনাদের উৎকৃষ্ট স্বভাবের পরিবর্দ্ধন হইবে। যখন বিযুক্ত ও দূরে থাকিবে, তখনও পত্রাদি দ্বারা আপনাদের ঐরূপ উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিবে। তাহাতে উভয়ের মন আশ্বস্ত ও প্রীত থাকিবে।

---

(১২) ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

৬৫। পৃথিবীতে সুখের বসন্তসমীরণ চিরদিন প্রবাহিত হয় না। বসন্ত অল্প কাল থাকে, পরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র, বর্ষার প্রবল ঝঞ্ঝা, শীতের দারুণ পীড়ন সহ্য করিতে হয়। পৃথিবীতে মনুষ্যের সুখদুঃখের এইরূপ লক্ষণ জানিবে। এখানে যাহার নিকট যে প্রত্যাশা কর, তাই যে পাইবে, এমন নিশ্চয় নাই। হয়ত তাহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়া বসে। এখানে গুরুজনের অনুচিত শাসন, স্বজনের পরভাব, বন্ধুর ঔদাসীন্য বা শত্রুতা, উপকৃত ব্যক্তির কৃতঘ্নতা, এ সকল বিচিত্র নহে। এখানে আপনার কোন ক্লেশ হইবে না, এমন আশা করিয়া থাকা যাইতে পারে না। অতএব ক্লেশ নিবারণের বিবিধ উপায় ও প্রক্রিয়া জানা প্রয়োজনীয়। যে ক্লেশ নিবারণ করিতে না পারি, অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিব, এইরূপ সহিষ্ণুতা আবশ্যক। তাড়াতাড়ি করিলে অনেক কর্ম্ম সম্পাদনের ব্যাঘাত হয়। সকল বিষয়ের সিদ্ধি জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। যে কিছু বিষয় তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল, তাহা তখনই বিদূরিত হইবে,—যে কেহ তোমার বিরুদ্ধ আচরণ করে, অমনি তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে,—এ প্রবৃত্তি শ্রেয়স্কর নহে। ইহা বুঝিয়া রাখ যে, এ সংসার এমন রচিত যে এখানে মিথ্যার ফল হয় না; অত্যাচারীর জয় হয় না; বক্রপথে সিদ্ধিলাভ হয় না। যদি হয়; তাহা কিছু দিনের জন্য এবং অধিকতর শাস্তির জন্য। কালেতে সত্যেরই জয় হয়; সৎ ও সাধু ভাবেরই প্রতিষ্ঠা হয়। তুমি দেখ, যে ব্যক্তি লোকের অহিতাচারী—যে ব্যক্তি বক্র পথগামী, ইহারা কালেতে সংসার চক্রে আপনারাই সোজা হইয়া পড়িবে। যদি তুমি সেই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পার, তাহাতে তোমারই দোষ। এমন হইলে হয়ত তুমিই অপথে পদার্পণ করিবে। কিন্তু এ সকল স্থলে

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাতেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহারো প্রতি বিদ্রোহাচণ না করিয়া আপনার অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট সাধন চেষ্টা করিবে। তোমার যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমের উপর বিধাতা যখন যে ফল দিবেন, তাহাই গ্রহণ জন্য আপনার অন্তঃকরণকে প্রস্তুত রাখিবে। যে সংসারে মৃত্যুতে মানবলীলার অবসান, সেস্থলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সূত্রেই যে জীবনের মালা গ্রথিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

৬৬। যথার্থ নিন্দাস্পদ লোকেরাই আপনার নিন্দার বাতাস মাত্রে জ্বলিয়া উঠে। যদি কেহ তোমার নিন্দাবাদ করে, আর তাহাতে যদি লোকের বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে তোমারই দোষ দিব; যেহেতু তোমার এমন স্বভাব হইল না কেন যে, তোমার নিন্দাবাদ লোকের কর্ণে স্থানই পায় না। যদি তুমি ক্রোধ হিংসাদি রিপুর অধীন হইয়া সেই নিন্দাকারীর গুপ্ত দোষ প্রকাশ করিয়া দেও, অথবা অন্য প্রকারে হিংসার প্রতিহিংসা কর, তাহা হইলে তুমি সেই বিপক্ষ ব্যক্তিকে আরো বলবান করিলে; তাহাকে দমন করিতে পারিলে না। যেহেতু দেখ, সে এখন তোমাকে তাহারই সমান বা তাহা অপেক্ষা আরো অধম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে। কোন এক ব্যক্তি মদান্ধ হইয়া যদি তোমার অবমাননা করে, তাহাকে তুমি যদি, শাস্তি দিবার ক্ষমতা সত্ত্বে ক্ষমা কর, তোমার মান দ্বিগুণিত হইবে।

---

(১৩) অর্থ ব্যবহার।

৬৭। ধনের বা সময়ের বা অপর কোন দ্রব্যের ব্যবহারে যেমন আপনার প্রয়োজনটী বুঝিবে, তেমনি যাহাদের সহিত তোমার ব্যবহার, তাহাদেরও প্রয়োজন বুঝিবে। কেবল আপনার দিকে টানিলেই হইবে না। অন্যের প্রয়োজন যিনি না বুঝেন, তাহাকে অনেকের

সহিত বৃথা কলহ করিতে হয়। যে তোমাকে অর্থ দিবে, কিংবা অন্য কোন বিষয় দিবে, সে তাহা দেয় না বুঝিলে দিবে না। অতএব শান্তভাবে তুমি অন্যকে তাহার দেয় ও তোমার প্রাপ্য বুঝাইয়া দেও; অনর্থক বাগ্‌যুদ্ধ করিও না। যদি কেহ জিতে কাতর হইয়া বুঝিয়াও না বুঝিবার ছল করে, অথবা অসঙ্গত যুক্তি ও তর্ক অবলম্বন করে, তাহার সঙ্গেও বাগ্‌বিতণ্ডা নিরর্থক। যেহেতু নিদ্রার ভানকারী জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় সে তোমার কথা বুঝিয়াও বুঝিবে না। যদি তাহার নিকট তোমার প্রাপ্য পাইতেই হইবে এমন বিবেচনা হয়, তবে বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্য পথ অবলম্বন কর। বাগ্‌যুদ্ধ করা বা দুষ্ট ভাষা ব্যবহার করা ইতরের লক্ষণ; তাহা একান্ত ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। যদি তোমার বাক্য-যন্ত্রণাতে বা অন্যবিধ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কোন ব্যক্তি তাহার অদেয় জানিয়াও কোন বিষয় তোমাকে দেয়, তাহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না।

৬৮। সন্তোষেই সুখের মূল। বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা হইল, ইহাই যথেষ্ট, এইরূপ বিবেচনা না করিলে কে সুখী হইতে পারে? চিত্তকে যদি সন্তুষ্ট করিতে জান, অল্প বিষয়েই তাহা হইতে পারে। যাহার সামান্য ত্রুটি বিস্তর মনে হয়,—যাহার লালসা যত পূরণ হয়, তত আরো বৃদ্ধি পায়, এমন লোককে সুখী করা [illegible]

৬৯। আকাঙ্ক্ষা যত বাড়াও, ততই বাড়িবে। তদুপযোগী অধিক-তর আয়ের জন্য স্বামীকে বিরক্ত করা স্ত্রীর উচিত নহে। স্বামীকে দায়ী খাতকরূপে বিবেচনা করিবে না। পরন্তু অর্থোপার্জ্জনে তাঁহার কি ক্লেশ হয়, তাহা বুঝিয়া তাঁহার সেই ক্লেশে সহানুভূতি করিবে। স্বামীর আলস্যাদি দোষ থাকিলে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য।

৭০। এরূপ কখন মনে করিও না যে তোমাকে 'সুখী' করিবার জন্যই তোমার স্বামীর জীবন। কতকগুলি মহৎ কর্ম্ম সাধন করাতে মনুষ্যের জীবন সার্থক হয়। তোমার স্বামীর সেইরূপ কার্য্যে তুমি তাঁহার সহায়। অতএব কিসে তুমি স্বামীর মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন বিষয়ে সহকারিণী হইতে পার, এইরূপ অনুধ্যান করিবে। তোমার নিজের নিমিত্ত তোমার স্বামীর সময় শক্তি ও অর্থ যত অল্প ব্যয় হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিবে।

৭১। স্বামীর ধনে তোমার সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিলেও তুমি পরের ধনের ন্যায় তাহার হিসাব রাখিবে এবং আয় ব্যয় ও স্থিতি স্বামীর গোচর করিবে। কেবল স্ত্রীধন স্বরূপে যাহা পাও, তাহাতেই তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহাও যদি অতিব্যয়ে বা অপব্যয়ে নষ্ট কর, তুমি দোষভাগিনী হইবে।

৭২। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অর্থ ব্যয় করিবে। ব্যয়ের যে পদ্ধতি স্থির রাখিতে পারিবে, এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অর্থব্যয় করিবে না। উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে অর্থের প্রতি মায়া বশতঃ তাহা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যখন যাহা দিতে হইবে, সরলান্তঃকরণে ও পূর্ণ পাত্রে দান করিবে।

৭৩। আয় অনুসারে ব্যয় করিবে এবং সর্ব্ব অবস্থায় কিছু কিছু সঞ্চয় করিবে। যেহেতু এমন অবস্থা ঘটিতে পারে, যাহা এখনকার অপেক্ষা আরো মন্দ। তখন তোমার সঞ্চিত ধন, অল্প হইলেও, বহু উপকারে লাগিবে।

৭৪। সকল অবস্থায় কিছু কিছু সঞ্চয় করা একটী আবশ্যক গুণ। অল্প দ্রব্য অনেককে পরিবেশন করিতে পারা একটী প্রার্থনীয় গুণ; এবং অল্প বা সামান্য দ্রব্য দিয়া মিষ্ট বাক্য প্রভৃতিতে লোককে সন্তুষ্ট

করিতে পারা একটী যশস্কর গুণ। এই সকল গুণে যে গৃহিণী গুণান্বিতা, তাহার গৃহে প্রায়ই অভাব অনুভব হয় না। সে গুণভূষিতা নারী তাহার স্বামীর কেমন আরাম স্থল! এরূপ স্ত্রীর সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

"অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥"*

৭৫। সামান্য দ্রব্যও অনর্থক নষ্ট করিবে না। কখন্ কোনটী কি কার্য্যে লাগে, কে বলিতে পারে? সময়ক্রমে একটী স্থচির সাহায্যে শত মুদ্রা বাঁচিয়া যায়। সময়ক্রমে একটু রজ্জুর অভাবে দশ দিনের শ্রম বিফল হইয়া যায়।

৭৬। সঞ্চয়ের নিমিত্ত ক্ষুদ্র দৃষ্টি, হীন উপায় অবলম্বন বা আশা-যুক্ত দানের পাত্রকে বঞ্চিত করিলে আর এক প্রকার দোষ হয়। ইহাতে কেবল যে নিজের অন্তঃকরণ নীচ হয়, তাহা নয়; এরূপ ধনের উত্তরাধিকারী পুত্র কন্যাগণেরও চিত্তবৃত্তি ক্ষুদ্র ও কলুষিত হয়।

৭৭। গৃহের আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহিণীদিগের রাখা উচিত, যে হেতু তাঁহারাই ইহার বিশেষজ্ঞা হইতে পারেন। পুরুষদিগকে ঐ কার্য্য করিতে হইলে স্ত্রীদিগের নিকট তাহার তত্ত্ব লইতে হয়, তাহাতে উভয়ের সময় নষ্ট হয়। পুরুষেরা এ বিষয়ে অবকাশ পাইলে সেই অবকাশে অধিকতর আয়ের চেষ্টা করিতে পারেন।

---

(১৪) কর্ম্মানুষ্ঠান।

৭৮। যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা

---

* অন্নদামঙ্গল।

করিবে। ভগ্ন মনে কর্ম্ম করিলে অথবা কর্ম্মের শেষ পর্য্যন্ত যত্ন না করিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

৭৯। সহজে যে কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখিতেছ না, অনুরাগের সহিত একান্তমনে তত্ত্ব কর, সেই কার্য্য সিদ্ধির পথ প্রাপ্ত হইবে।

৮০। বহু আড়ম্বরে কর্ম্ম আরম্ভ করিলে বহু ত্রুটি সম্ভব, তাহাতে কেবল দায়িত্ব বৃদ্ধি হয়। বিনা আড়ম্বরে কার্য্য আরম্ভ কর; কোন ত্রুটি না রাখিয়া কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিলে, তবে যশের ভাগী হইবে।

৮১। কর্ম্মকে ভয় করিলে সে উত্তরোত্তর আরও ভয়ঙ্কর হইতে থাকে। শঙ্কাযুক্ত হইয়া কোন একটী গৃহ ত্যাগ করিলে আর তাহাতে বাস করিতে পারিবে না। অবশীভূতকে ছাড়িয়া দিলে সে আরও অবশীভূত হইবে। উৎসাহ পূর্ব্বক উদ্যত হস্তে কার্য্য করিলে, সাহস পূর্ব্বক ধরিলে, অনেক দুর্ব্যবহার্য্য বিষয়ও ব্যবহারে আনিতে পারা যায়।

৮২। যে কার্য্য আজি সম্পন্ন করিতে পার, কালিকার জন্য তাহা রাখিবে না। ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য কর্ম্ম তুলিয়া রাখা অভ্যাস হইলে সে সময় আর নিকটে আসিবে না। সে নিত্যই পরে ও দূরে থাকিবে। বর্ত্তমান কালই তোমার। ভাবী কাল যে কাহার জন্য রহিয়াছে, তাহার নিশ্চয় কে বলিতে পারে?

৮৩। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে। সকলের শেষে নিদ্রা যাইবে। যে গৃহিণী অলস ও কর্ম্মভীত, যে দীর্ঘসূত্রী, যে নিদ্রালু, যে সুখসেব্য-বস্তুপ্রিয়, যাহার কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, সে কখন গৃহিণী-যোগ্য নহে। শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বৃষ্টি হেতু, যিনি কর্ম্মে অগ্রসর হইতে না পারেন, তিনিও অতি অকর্ম্মণ্য। এরূপ লোকের নিকট কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভরসা থাকে না। যখন কর্ম্ম পড়িবে, দিন রাত্রি সমান বিবেচনা

করিয়া কর্ম্ম করিবে। শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি প্রভৃতিতে তোমার বিশেষ ক্লেশ না হয়, অথচ কার্য্যেরও ক্ষতি বা দোষ না হয়, এমন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম সুমাধা করিবে।

৮৪। যথা সময়ে কার্য্য করিবে; সময়কে বহিয়া যাইতে দিবে না। উপযুক্ত সময়ে কর্ম্ম ধরিলে সেই আরম্ভেই অর্দ্ধেক সিদ্ধিলাভ হয়। যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে মনের যে বল উদ্যম থাকা চাই, তাহাই সুস্থ ও সজীব মনুষ্যের লক্ষণ।

৮৫। কখন্ কর্ম্মে অবসর পাইবে, প্রথম অবধি ইহারই প্রত্যাশায় থাকিও না। কর্ম্মেতেই সুখ, নিরর্থক কালক্ষেপে সুখ নাই। তীর্থযাত্রীর গমনেতেই লাভ, পান্থশালায় পড়িয়া থাকাতে লাভ নাই। যখন পথিক বিশ্রাম লাভ করে, তখনও সে ভাবে, কতদূর আসিলাম, কতদূর যাইতে হইবে, কি সম্বল আনিয়াছিলাম, কত ব্যয় হইল, কত আছে, ভবিষ্যতে কিরূপ গতিতে চলা উচিত, ইত্যাদি। তোমার বিশ্রামকালে তুমি তোমার জীবনপথ সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার করিবে।

৮৬। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখ, তরঙ্গিণীর জলরাশি সমস্ত রাত্রি বহু পথ অতিবাহন করিয়া আসিয়াছে। সে আবার চলিল, তাহার বিশ্রাম নাই। রাত্রি থাকিতে থাকিতে আয়োজন করিয়া বৃক্ষ সকল পুষ্পের ডালা সাজাইয়া রাখিয়াছে। উষার সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গগণ মধুর স্বরে পরস্পরকে জাগাইয়া এখন দিগ্‌দেশে গমন করিতেছে। অয়ুখমালী রাত্রি শেষে আলোক বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন সে নির্দ্দিষ্ট-সময়ে সমুদিত হইয়া কর বিস্তার করিতে করিতে চলিল; উহার মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা নাই। এসময়ে তুমিও স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। তোমাকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু তুমি কি ঐ সকল অচেতন বা ইতর জীববৎ

কালি যাহা করিয়াছিলে আজিও তাহাই করিবে; তোমার কার্য্য সকল বহুসাধন সাপেক্ষ। তোমার উন্নতির বহু বিচার আছে। তোমাকে দিনে দিনে উত্তরোত্তর অধিকতর নিপুণতা ও উন্নততর জ্ঞান ও কর্ম্ম দেখাইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে তৎপ্রতি যত্নবান হও এবং সেই সাধনে সিদ্ধি লাভ কর।

---

(১৫) কর্ত্তব্য সাধন।

৮৭। যতখানি জ্ঞান ও গুণ জন্মিবে, যত খানি সক্ষমতা লাভ করিবে এবং যত পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য বল প্রাপ্ত হইবে, তদনুসারে কতকগুলি কর্ত্তব্য ভার তোমার প্রতি বর্ত্তিবে। ধন মান বিদ্যা প্রভৃতি অধিক উপার্জ্জিত না হইলে প্রত্যবায় নাই; কিন্তু যে কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি তুমি চেষ্টা করিলে সম্পাদন করিতে পার, তাহা না করিলে অপরাধী হইবে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা কর। গুরুজন, আত্মীয়গণ, স্বামী ও বন্ধু, পুত্র ও কন্যা, দাস ও দাসী, কুটুম্ব ও প্রতিবেশী, অতিথি ও ভিক্ষু, রোগী ও দুস্থ,—এইরূপ শতবিধ লোক তোমার উপরে কিছু কিছু কর্ত্তব্যের দাবী রাখিয়া তোমার যত্ন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের প্রত্যাশা বিফল করিও না।

৮৮। এই সংসারের মধ্যে সকলের কার্য্য একরূপ নয়। সকলেরই কার্য্যক্ষেত্র পরিমিত। যাহার যে প্রকার ও যত পরিমাণ কার্য্যক্ষেত্র, তাঁহাতেই তাহার দয়া দাক্ষিণ্য ধর্ম্মোৎসাহ—সকল সাধু ও মহৎ গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীগণ কেবল সন্তানের প্রসূতি নহেন, সকল সৎকার্য্যেরও প্রসূতি। তাঁহারা পরিবারের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত মহত্ত্ব ও সাধু লক্ষণ প্রকাশ

পায়। মাতৃ ক্রোড়স্থিত সন্তান তাহাই শিক্ষা করিয়া পরে এই সংসারে রহিয়ান হয়।

৮৯। যদি তোমার হৃদয়ে কোন বিশেষ উৎকৃষ্ট কর্ম্মের ভাব সমুদিত হয়; সম্যক্ বিচার-পূর্ব্বক সেই কর্ম্ম সাধন করিতে তুমি চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতে অন্য লোক দ্বারা বাধা পাও, তাহা হইলে আরও বিবেচনা করিবে যে, কেন লোকে তাহাতে তোমাকে বাধা দেয়। আপনার কর্ম্মে আপনি একান্ত মুগ্ধ হইয়া বিচারের পথ রুদ্ধ করিও না; পরন্তু আপনাকে পর জ্ঞান করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সেই কার্য্যের বিচার করিবে। তোমার কার্য্যের জন্য তুমি সকলের বিচারাধীন থাকিবে। অন্যে তোমার বিষয়ে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিবে, তাহাতে কাতর হইও না। এতদ্দ্বারা তোমার যে পরীক্ষা হইবে, তাহাতে তুমি যদি উত্তীর্ণ হও, সেই তোমার এক লাভ। এতদ্ভিন্ন তুমি আরও প্রশংসা যোগ্য হইবে এবং অন্যে তখন তোমার অনুকরণ করিবে।

---

(১৬) রন্ধন, অন্ন পরিবেশন।

৯০। স্ত্রীদিগের সামান্য সামান্য কার্য্যের গুরুত্ব কত! মনুষ্যের প্রাণধারণ কেবল স্ত্রীলোকের গর্ভে নয়, স্ত্রীলোকের হস্তে। স্ত্রীগণ আহার দিয়া মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা ও পোষণ করেন। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, স্ত্রীদিগের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা,—তাহাদের সংগৃহীত যে সামান্য গৃহোপকরণ বা আহার দ্রব্য, তাহাও বিশেষ গুণযুক্ত।

৯১। জন্মের পরক্ষণ হইতে শিশুকে ভোজন করাইতে করাইতে মনুষ্যের পোষ্যবর্গকে ভোজন করান স্ত্রীদিগেরই অধিকারে বর্ত্তিয়াছে। এবিষয়ে সম্পন্ন অসম্পন্ন অবস্থা হেতু ইতর বিশেষ নাই। যেমন ধনী

নির্ধন সকল স্ত্রীলোকই সন্তানকে স্তন্য পান করাইবেন, তেমনি সকল স্ত্রীলোক পরিজনবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিবেন।

৯২। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যেরাই দ্রব্য সকল অগ্নিতে পাক করিয়া আহার করে। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে যে পশুদুগ্ধ দিতে হয়, তাহাও অগ্নিতে পাক করিয়া দিতে হয়। স্ত্রীগণ যেমন দুগ্ধপায়ী শিশুকে পশুদুগ্ধ পাক করিয়া দিবেন, তেমনি অন্ন ভোজী-দিগকেও অন্ন পাক করিয়া দিবেন। ইহাতে স্ত্রীদিগের বিশেষ বিদ্যা, নৈপুণ্য ও মর্য্যাদা প্রকাশ পায়। বিধাতা সামান্য সামান্য দ্রব্যেও এমন গুণ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রণালী জানিয়া যত্ন পূর্ব্বক পাক করিলে সে সকল তুচ্ছ দ্রব্য অতি উপাদেয় হইয়া উঠে। পূর্ব্বাপর সুরুচিসম্পন্না সমৃদ্ধিশালিনী ভদ্র মহিলারা স্বহস্তে পাক করিয়া আসিতে-ছেন বলিয়াই আজি এরূপ বিবিধ রসযুক্ত সুপাক আহারীয় দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

৯৩। মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তন্মধ্যে আহার দ্রব্য প্রধান। আহারীয় দ্রব্য যত অসার অপক্ক বা অন্যান্য দোষযুক্ত হইবে, তত তাহা শরীরের ও জীব-নের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে; আর তাহা যত নির্দোষ হইবে, ততই শরীরের বল ও স্ফূর্ত্তি জন্মিবে। এজন্য বিধাতা এরূপ বিধান করিয়া-ছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার আহার দ্রব্য আপনি দেখিয়া ও বুঝিয়া লইতে হয়। আহার গ্রহণ পরের দ্বারা হয় না। যাঁহারা এই বিধানের বিশেষ তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, আপনার আহারীয় দ্রব্য আপনি পাক করিয়া লইবে। ফলেও দেখা যায়, স্বপাক দ্রব্য সকলেরই পক্ষে অতি উপাদেয় বোধ হয়। কিন্তু কার্য্যসৌকার্য্যার্থ যদি কেহ অন্যের হস্তে আপনার আহার দ্রব্য

পাকের ভারাপণ করেন, তাহার সেই পাক-কার্য্যে কত সাবধান হওয়া উচিত। আপনার হস্তের শুদ্ধপাক ও সুস্বাদ ভোজনদ্রব্য দ্বারা বহু লোককে তৃপ্তিদান করা স্ত্রীদিগের পরম সুখকর ও যশস্কর ধর্ম্ম।

৯৪। অন্যকে উত্তম আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিয়াই কৃতার্থ মনে করিও না। তোমার প্রদত্ত আহার দ্রব্যে যদি লোকের রোগোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তুমি অমঙ্গল করিলে। অতএব আহারাদির আমোদ স্থলেও শুভ কামনা করিবে। আহার দ্রব্যের ভোজনকারী রুচি হইল কি না, আহারান্তে তাহা জানিবে; এবং তাহাতে তাহার কোন অসুখ হইল কিনা, পরদিন তাহার তত্ত্ব লইবে।

৯৫। অশুচি ও পাপীলোকের হস্তের অন্নকে পাপান্ন বলা যায়। কদাচারী পাপী লোকদিগের সংসর্গে থাকিলে যদি অধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার হ্রাস হয়, তবে তাহাদের হস্তের অন্ন গ্রহণ করিলে যে চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? অতএব এমন ব্যবস্থা করিবে যেন পরিজনবর্গকে পাপান্ন-গ্রহণ করিতে না হয়।

৯৬। উপযুক্ত সময়ে লোককে আহার দিবে। ক্ষুধার সময়ের অন্ন সামান্য উপকরণ সহযোগে যেমন তৃপ্তিকর হয়, ক্ষুধার সময় অতীত হইলে বহু উপকরণ সংযোগেও তাহা তেমন তৃপ্তিকর হয় না। নিত্য বা নৈমিত্তিক ব্যবহারে এবং ভোজন কালে যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, তাহা সময় থাকিতে আনাইবে। কর্ম্মের মাথায় এবং পরিবেশনের সময় যেন দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে না হয়। গৃহিণীর দক্ষতা তাহাতেই বুঝা যায়, যদি তাঁহার আহরিত দ্রব্য প্রয়োজনের অধিক অতিরিক্ত না হয়, খাটও না পড়ে।

(১৭) আহার ও নিদ্রা।

৯৭। সকলের ভোজনের শেষে গৃহিণীর ভোজন করা বিহিত। যতক্ষণ অন্ততঃ তোমার ভাগের অন্ন আছে, ততক্ষণ অপর কোন ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া তোমার বাটীতে আসিলেই আহার পাইতে পারিবেন। এই নিমিত্ত মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদী অরণ্য-বাস কালে যে পর্য্যন্ত আপনি আহার না করিতেন, সে পর্য্যন্ত তিনি আশ্রমাগত অতিথি মাত্রকে অন্ন দিতে পারিতেন।

৯৮। নিজের আহার পরিচ্ছদের বাহুল্য করিবে না। মনুষ্য-জীবনের সাহায্য জন্য আহার ও পরিচ্ছদের প্রয়োজন; আহার পরিচ্ছ-দের জন্য মনুষ্য-জীবন নহে। আহারের নিমিত্ত তোমার একটী মুখ। কিন্তু কর্ম্মের জন্য দুইটী হস্ত। অতএব কর্ম্মের জন্যই অধিক চেষ্টা করিবে। ইহাই বিধান।

৯৯। তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করা একরূপ; আর উদরে যত ধরে তত ভক্ষণ করা একরূপ। শেষোক্ত প্রকারের আহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না বরং ভঙ্গ হয়। অতি-ভোজন রোগের মূল। প্রতিবারের আহারে উদরের কিয়ৎ মাত্রা অপূর্ণ রাখিবে। যিনি, পরে আবার আহার করিবেন, এমন আশয় না রাখিয়া ভোজন করেন, তাঁহাকে শীঘ্র ভোজনাধিকারে বঞ্চিত হইতে হয়।

১০০। সকল সময়ে নিদ্রা যাওয়া যায় না; নিদ্রালু ব্যক্তির সুনিদ্রা হয় না। কতক সময় একান্ত মনে পরিশ্রম করিলে অপর সময়ে গাঢ় নিদ্রায় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইরূপ সকল সময়ে মুহুর্মুহুঃ আহার করা যায় না; করিলেও তাহাতে তৃপ্তি অনুভব হয় না। আহারের তৃপ্তির নিমিত্ত যে পরিমাণে ক্ষুধা আবশ্যক, তাহা কিয়ৎকাল ব্যবধানে উদ্দীপ্ত হয়। অতএব প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুইবার কিম্বা

তিনবার আহার গ্রহণ করিবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিদ্রা যাইবে। যখন তখন নিদ্রা যাওয়া এবং মুহুর্মুহুঃ আহারের চেষ্টা করা বড় কুলক্ষণ। অতিভোজনে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়; এবং নিদ্রার ব্যাঘাতেও আহার জীর্ণ হয় না। অতএব এ দুই পরিহার্য্য।

১০১। নিদ্রার প্রকৃত সময় রাত্রি। দিবা কেবল কার্য্যের সময়। দিবাতে নিদ্রাগত হইলে রাত্রিতে নিদ্রা ভাল হয় না। তাহাতে দিবসের কার্য্য ধ্বংস হয়; রাত্রিতে চিন্তা ও স্বপ্নাদি ঘটে এবং কাক নিদ্রা বা নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য নাশ করে।

---

(১৮) মিতাচার।

১০২। দিবা ও রাত্রির মধ্যে ঊষা, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এবং অন্ধকার ও জ্যোৎস্না—এ সকলের ভাব ভিন্ন ভিন্ন; এক সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন কাল-সঙ্গত ভিন্ন ভিন্ন রাগ; এক মনুষ্যের বাল্য যৌবনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে, বিচিত্র-রচনা এই সৃষ্টিতে সকল বিষয়েরই এক একটী সময় ও পরিমাণ আছে। সকল সময়ে এক বস্তু ভাল লাগে না। চন্দ্রমা যদি নিরন্তর উদিত থাকিত, কোকিল-কূজন যদি সর্ব্বকাল ও সর্ব্বক্ষণ শুনিতে হইত, তাহা হইলে তাহা এত ভাল লাগিত না। সন্তান সর্ব্বদা মাতার কোলে থাকিলে মাতারও বিরক্তি জন্মে। গুড়, দুগ্ধ কালান্তরে তিক্ত ও অম্ল রস প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ আবার মাত্রাধিক্যে হিত দ্রব্য অহিত হইয়া যায়। লবণ, চূণ, কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্য পরিমাণে কিছু অধিক হইলে কত কটু হইয়া উঠে। অধিক চিনি মিশ্রিত ক্ষীর কাহার রুচিজনক হয়? রোগশান্তিকর ঔষধ দ্রব্যও মাত্রাধিক্যে বিষবৎ শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। এই

বুঝিয়া সকলের উপযুক্ত ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারিলে, বস্তুর মূল্য হয় না; হিতও অহিত হয়।

১০৩। আকাশে মেঘ সঞ্চরণ করিতে থাকে; কোন অবলম্বন নাই, তথাপি মেঘের জল সকল একেবারে পড়িয়া যায় না। বিধাতার এমন কৌশল যে কালে কালে আবশ্যকতা দেখিয়া বৃষ্টি হয়। ইহাতে দেখ, যিনি সর্ব্বেশ্বর, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, দানের সীমা নাই, তিনিও প্রয়োজন ও পরিমাণ মত দান করেন্। অতএব তুমিও প্রয়োজন ও পরিমাণ মত তাঁহার দত্ত বস্তুর ব্যবহার করিবে। জল বায়ু প্রভৃতি যাহাতে মনুষ্যের নিতান্ত ও সর্ব্বদা প্রয়োজন, তাহা পৃথিবীর বক্ষে প্রচুর পরিমাণে আছে। তা' বলিয়া তুমি ঐ সমস্ত বস্তু সর্ব্ব সময়ে যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না; করিলে রোগোৎপত্তি হইবে। চন্দ্রমা অতি মনোহর; কবিতা রসের আলয়; সঙ্গীত অত্যন্ত মধুর; তা বলিয়া তুমি ঐ সকল মোহন বস্তুতে মজিয়া আর সকল বিষয় ভুলিয়া থাকিলে গর্হিত হইবে। সকল বস্তুরই প্রয়োজন মত ও পরিমাণ মত ব্যবহার করিতে হয়।

---

(১৯) বস্তুর ও কর্ম্মের গুণ।

১০৪। মণিমুক্তাদি রত্ন পৃথিবীর গর্ভে লুকায়িত ভাবে থাকে। তাহা কেহ পায়, কেহ পায় না। কিন্তু শস্যাদি সামগ্রী বৃক্ষের মস্তকে সকলের দৃশ্য ও লভনীয়রূপে থাকে। রত্নাদি দ্রব্য চিরদিন একই ভাবে বর্ত্তমান; তাহার যে ভোগ, তাহা মনুষ্যের কেবল কল্পনাতে বিদিত হয়; কিন্তু ফলশস্যাদি প্রকৃত অর্থে ভোগে আইসে। স্বর্ণ প্রবালাদি দ্রব্য যদি যথার্থ মনুষ্যের হিতে আনিতে চাও, তাহাদিগকে

ভস্ম কর, তখন ঔষধরূপে তাহা মনুষ্যের হিত করিতে পারিবে। কিন্তু ফল-শস্যাদি সাক্ষাৎ জীবনসহায়। অতএব

'প্রজা-পশু-গৃহ-ক্ষেত্র-যব-গোধূমশালিনঃ'

গৃহস্থের এই লক্ষণ ধারণ করিতে সর্ব্ব প্রকারে চেষ্টা করিবে।

১০৫। গায়কের সুকণ্ঠ স্বরলহরী মনোহরণ করে। চিত্রকরের সুচিত্র দর্শনে চিত্তরঞ্জন হয়। শিল্পীগণের রচনা-কৌশল দেখিলে ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু ইহ জগতে বহুপরিশ্রমকারী সেই সকল গুণী লোক অপেক্ষা জ্ঞানী ধনী ও ধার্ম্মিক লোকদিগের মর্য্যাদা অধিক কেন? তাহার কারণ এই যে, জ্ঞান, ধন ও ধর্ম্ম, এতদ্দারা লোকসমাজ রক্ষিত হয়। যদি কোন দেশে গীত বাদ্য ও শিল্পের চর্চ্চা রহিত হয়, সে দেশ বরং স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জ্ঞান, ধন ও ধর্ম্ম নাই, এমন দেশ তিষ্ঠিতে পারিবে না। যাহাতে লোকসমাজের রক্ষা ও মঙ্গল হয়, তাহারই প্রতি সাধারণের বিশেষ মনোযোগ থাকে; সে পক্ষে যাহার যতদূর ক্ষমতা ও যোগ্যতা, সে ততদূর মর্য্যাদা লাভ করে। অন্যান্য গুণ এবং সূক্ষ্ম শিল্প প্রভৃতি দ্রব্যও লোকমণ্ডলীর যত হিতসাধক, ততই তাহা মর্য্যাদাযুক্ত, এবং সেই পরিমাণে তাহা সমাদৃত ও পরিগৃহীত হয়। যদি তুমি চিত্তরঞ্জক মাত্র হও, বাসী ফুলের ন্যায় দ্বিতীয় দিনে তোমার আর আদর থাকিবে না। কিন্তু যদি লোকের উপকারিণী ও সৎকর্ম্মশালিনী হও, তাহা হইলে কেবল তুমি কেন, তোমার উপলক্ষে তোমার বংশের লোকেরাও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবে।

---

(২০) বস্ত্রের ব্যবহার।

১০৬। পৃথিবী হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্যই পুনরায় পৃথিবীতে লীন হইবে, ইহার জন্য নানা ব্যবস্থা আছে। উই, ঘুণ, মূষিকাদি জীব

নানাবিধ বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃত্তিকাসাৎ করে। ইহার মধ্যে যে দ্রব্য মনুষ্যের বহু দিনের ব্যবহারোপযোগী, তাহাকে তেমনি-যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। ইহার নিমিত্ত মনুষ্যকে যে সকল উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিতে হয়,—সাবধানতার সহিত যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে তাহার বুদ্ধি বলাদির উন্নতি হইয়া থাকে। এবিষয়ে ঔদাস্য বা অবহেলা করিলে ক্ষতি অপরিহার্য্য। যে সকল দ্রব্য তুমি তত্ত্বাবধান না কর, তাহা নিরর্থক পড়িয়া থাকা তো ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, এই জন্যই যেন উঁই, ঘুণ, ইন্দুর প্রভৃতি জীবেরা তাহা পুনরায় মৃত্তিকাগত করিতে চেষ্টা করে।

১০৭। গৃহ সামগ্রী অল্প বা অধিক হউক, তাহা শ্রেণী ক্রমে ও সমান্তরালে এবং যে যাহার উপযুক্ত ভাবে ও উপযুক্ত স্থলে সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে। গৃহসজ্জার পারিপাট্যে ও শৃঙ্খলায় গৃহিণীর সুরুচি প্রকাশ পায়। যেমন জল নিকাশের ও আবর্জ্জনা দূর করিবার উপায় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তেমনি সহজে গৃহ দ্রব্য গুলি তুলিয়া পাড়িয়া পরিষ্কার করিতে পার, এমন পথ রাখিয়া দ্রব্য সাজাইতে হয়। যেইটীতে যখন প্রয়োজন, অবিলম্বে সেইটী তখন পাইতে পার, এইরূপে সামগ্রী সাজাইলে তাহাতে কার্য্যের সময় নষ্ট হয় না; দ্রব্যও ভাঙ্গ ভগ্ন হয় না।

১০৮। পরিষ্কার-প্রিয়তা একটী দেব-লক্ষণ। গৃহগুলির সকল ভাগ ও চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমি, শয্যা, আসন, তৈজস, বসন, ভূষণ ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি সকল দ্রব্য পরিষ্কার হওয়া উচিত। পরিষ্কার থাকিলে, শরীরের ও মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে এবং দ্রব্য সকল সর্ব্বক্ষণ সুখ-গ্রাহ্য ও কর্ম্ম-যোগ্য হয়।

(২১) সৌন্দর্য্য, অলঙ্কার।

স্ত্রীদিগের সহজ অঙ্গ-সংস্থান এবং মসৃণ চর্ম্মের উপর সু-বর্ণ এবং সৌষ্ঠব, লালিত্য ও লাবণ্য থাকে, এই সকল লইয়া রূপ হয়। অলঙ্কারাদিতে সেই রূপ-সমৃদ্ধির আরো বৃদ্ধি হয়। রূপের প্রধান স্থান মুখ। কিন্তু বিধাতা মনুষ্যকে আপনার মুখ সহজে দেখিতে দেন নাই। ইহাতে জানা যায় যে, নারীদিগের যে রূপসমৃদ্ধি, তাহাতে তাহার নিজের ভোগের কিছু নাই ; তিনি তাহা উপযুক্ত রূপে রক্ষা করিবেন, এই পর্য্যন্ত। রূপ-রক্ষার নানা বিচার আছে। যেমন উত্তম দ্রব্য সকল যেখানে সেখানে স্থাপন করা উচিত নয়, তেমনি রূপও যে-সে লোকের নিকট ছড়া ছড়ি করা উচিত হয় না। তাহা করিলে রূপ কুরূপ হইয়া পড়ে। রূপকে যদি উপযুক্ত মর্য্যাদায় রাখ, তাহা হইলে উহা সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজক, মনোহর, শান্তিপ্রদ, উত্তম পদার্থ হয়। তখন উহাকে দেবস্পৃহণীয় বলিতে পারি। আর যদি উহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মর্য্যাদাশূন্য ও মদজনক হয়, তাহা হইলে উহা অতি অধম পদার্থ হইয়া পড়ে। তখন উহাকে কুকুর ও শৃগাল ভোগ্য বিবেচনা হয়।

১১২। স্ত্রীরা আপনারাই পরস্পরের রূপের বিচার করেন। তাহা ভাল। পুরুষেরা মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীদিগের রূপের সম্যক্ বিচারে অক্ষম হইতে পারে। স্ত্রীরা রূপের সকল লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিবেন। রূপেতে মঙ্গল হয়। সুন্দর বলিলে মঙ্গলও বুঝায়। যাহা অমঙ্গলজনক তাহা সুন্দর নহে। যে শরীর রুগ্ন, কৃশ, দুর্ব্বল, তাহার বর্ণ গৌর হইলেও তাহাকে কেহ সুন্দর বলিবে না। অঙ্গ সকল অবিকৃত ও সর্ব্বশরীর সমপরিমাণ হওয়া সৌন্দর্য্যের প্রথম লক্ষণ। শরীর হৃষ্ট পুষ্ট সবল ও স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট না হইলে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয়

না। যে সৌন্দর্য্য কৃত্রিম উপায়ে রচিত, তাহা সৌন্দর্য্যের বিচারে ধর্ত্তব্যই নহে। যে ব্যক্তি অহিত ও কুৎসিত কর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্মের মালিন্য তাহার রূপকে আচ্ছন্ন করে।

১১১। কোন কোন সময়ে রূপের পরিপাট্য বিশেষ নিন্দনীয় হয়।—

(১) কাহারো রোগ শোকাদির সময় তাহার সান্ত্বনার বা সহানুভূতির নিমিত্ত যিনি তাহার বাড়ীতে গমন করেন, অথবা তাহার কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহার রূপ ও অলঙ্কারাদি, যত প্রকারে হয়, প্রচ্ছন্ন করাই বিধেয়।

(২) স্বামী বিদেশে গমন করিলে স্ত্রীর সামান্ত বেশে থাকাই বিহিত। তখন তাহার রূপের ছটা বাহির করা নিন্দনীয় হয়।

(৩) মহাগুরুর মৃত্যুর পর কিছুদিন রূপের পারিপাট্য বা সজ্জা করা ভাল দেখায় না।

(৪) দেশসাধারণের কোন অমঙ্গলের সময়ও স্ত্রীদিগের বিনা সজ্জায় থাকা উচিত।

(৫) মনুষ্য-শরীর যৌবনসীমা অতিক্রম করিলে ক্রমশঃ বিকৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং রূপ চিরদিন থাকে না। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত রূপকে সমান রাখিতে সাধাসাধি করিয়া, এবং তজ্জন্য বিবিধ উপকরণের ব্যবহার করিয়া গৃহিণীগণ নব যুবতীদিগের কেবল হাস্যাস্পদ হয়েন।

১১২। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে রেখা ও বিন্দু আকারে অলঙ্কার থাকিলে ভাল দেখায়। কিন্তু অলঙ্কারই রূপ নহে। স্বভাবতঃ মনুষ্য-শরীর রূপ-বিশিষ্ট। মনুষ্যত্বই উৎকৃষ্ট রূপ। যাহার স্বাভাবিক রূপ আছে, তাহার অলঙ্কার না থাকিলেও ক্ষতি নাই; তেমনি যাহার

মনুষ্যত্ব আছে; তাহার রূপ না থাকিলেও ক্ষতি নাই। যে নারী অত্যধিক অলঙ্কার দেখাইতে যায়, সে স্বাভাবিক রূপকে বিরূপ করিয়া ফেলে। তেমনি যে অত্যধিক রূপ দেখাইতে যায়, তাহারও মনুষ্যত্ব বিকৃত দৃষ্ট হয়।

১১৩। বয়স যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, মনুষ্যত্ব যত পরিস্ফুট ও পরিপক্ক হইতে থাকে, অলঙ্কার তত কম পরিধান হয়। তবেই অলঙ্কার মনুষ্যত্বের উপযোগী হইল না। তবে কিরূপ অলঙ্কার স্ত্রীদিগের উপযুক্ত, তাহার বিচার করা উচিত। অলঙ্কার কেবল রূপের শোভা বর্দ্ধক না হইয়া মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক হইলে তাহা সর্ব্বথা শোভনীয় হইতে পারে। স্বর্ণাভরণকে অধিক সুন্দর করিবার জন্য তাহার উপরে হীরা কাটা বা হীরক বসান হয়। কিন্তু যে অলঙ্কার কুলকামিনীর মর্য্যাদা জন্য দেওয়া হয়, যে অলঙ্কার গুরুজনের আশীর্ব্বাদ সূচক, অথবা যে অলঙ্কার কেহ কোন সদ্গুণ দেখিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক প্রদান করেন, সে অলঙ্কারের শোভার ইয়ত্তা থাকে না; তাহাকে আরো অধিক সুন্দর করিবার উপকরণ কিছু নাই।

১১৪। স্ত্রীদিগের অলঙ্কার নানাবিধ। শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর স্বাভাবিক অলঙ্কারও আছে। নয়নের বিনম্র দৃষ্টি, হস্ত পদের মৃদু সঞ্চালন, বসনের সম্বরণ, এ গুলির দ্বারা অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য সাধন হয়। বিনয়-সংযুক্ত সুস্বর সুমিষ্ট কথায় স্ত্রী-প্রকৃতি লোকের দ্বিগুণ প্রিয় বোধ হইয়া থাকে। পুত্তলিবৎ যখন তুমি দাঁড়াইয়া থাকিবে, তখনই তোমাকে সুন্দর দেখা যাইবে, এমন হইলে মানুষের গুণ কি হইল? যখন চাহিবে, কথা কহিবে, চলিবে, কর্ম্ম করিবে, সে সকলেতেও যেন তোমার সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হয়।

---

(২২) পরিচ্ছদ ও পর্দ্দা।

১১৫। স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্য সাধনের ও মর্য্যাদা রক্ষার এক প্রধান উপকরণ বস্ত্র। এই জন্য বিবাহ কালাবধি বস্ত্রাচ্ছাদনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কাহারো অলঙ্কার না থাকিলে তাহাকে একান্ত মন্দ দেখায় না, কিন্তু বস্ত্র খাট হইলে কদর্য্য দেখায়। অলঙ্কার-হীন অবস্থায় অন্য স্থানে যাইতে ক্ষতি নাই; কিন্তু খাট বা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের সাক্ষাতে বাহির হইলে মানহানি ঘটে। শাস্ত্রে বিধি আছে, স্ত্রীদিগের বস্ত্র গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিবে এবং অঙ্গের বস্ত্র দ্বিগুণিত থাকিবে। দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করিলেও তাহা কখন কখন শ্লথ হইবার সম্ভাবনা। মর্য্যাদাবতী স্ত্রীরা এরূপ সতর্ক হইবেন, যেন তাঁহাদের কোন অঙ্গ অনাবৃত হইয়া না পড়ে, অথবা বস্ত্রাচ্ছাদন ছলে কোন অঙ্গ আরও পরিপুষ্ট রূপে প্রদর্শন করা না হয়।

১১৬। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীদিগের বস্ত্র ব্যবহারের অধিক প্রয়োজন। অসভ্যাবস্থায় যখন শরীরাচ্ছাদনের উপক্রম হয়, তখন স্ত্রীরাই প্রথমতঃ লতা পাতা দ্বারা অঙ্গাবরণ করে। দরিদ্র লোকদিগের গৃহেও পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীদিগের বস্ত্রাধিক্যের লক্ষণ থাকিবে।

১১৭। যেমন বিনয়াবরণে সদ্‌গুণ ভাল দেখায়, তেমনি অঙ্গাবরণে ও পর্দ্দা প্রভৃতিতে স্ত্রীদিগের রূপ আরো সুন্দর দেখায়। ঘোমটা একটী পর্দ্দা বিশেষ। আরো অনেক প্রকার পর্দ্দা আছে। ব্যবহার গুণে বিনা পর্দ্দাতেও পর্দ্দার কার্য্য হয়; আর, উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারিলে পর্দ্দা সত্ত্বেও স্ত্রীদিগকে বেপর্দ্দা দেখা যায়। পর্দ্দা ও বেপর্দ্দায় স্ত্রীদিগের সুরুচি ও কুরুচি প্রকাশ পায় এবং তদনুসারে তাহাদের মর্য্যাদার তারতম্য হয়। মর্য্যাদার ব্যতিক্রম হইলে নারী-প্রকৃতির যে রমণীয়তা ও সার্থকতা তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

(২৩) বিনয় ও লজ্জা।

১১৮। কোমল বস্তুর রক্ষার নিমিত্ত কোমল আবরণ থাকে। কোমল চক্ষুর উপরে কোমল পাতা আছে, তাহা চক্ষুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মত ও চঞ্চল। স্ত্রীদিগের লজ্জাও তদ্বিধ। লজ্জার সহিত চক্ষুর পাতার নিকট সম্বন্ধ। লজ্জার মৃতুস্পর্শে স্ত্রীরা আপনা-দিগকে সহজে আবৃত করিয়া ফেলে। তাহাতে তাহারা বিবিধ প্রকারে সুরক্ষিত হয়। লজ্জাহীনা ব্যাপিকা স্ত্রীর পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

১১৯। লজ্জার মূল বিনয়। লজ্জার লক্ষণ আত্মগোপন। লজ্জা দ্বিবিধ—অভ্যুদয় প্রকাশে একরূপ লজ্জা হয়; মানহানি বা অপযশে আর একরূপ লজ্জা হয়। প্রথমটী সুখপ্রদ; দ্বিতীয়টী যন্ত্রণাদায়ক।

১২০। যৌবন ধন সমৃদ্ধি ইত্যাদির অভ্যুদয়ে এক প্রকার লজ্জা আবির্ভূত হয়। তাহা সুখপ্রদ। তাহার গুণ এই:—লজ্জার সহ-যোগে অভ্যুদয়ের জন্য উগ্রতা ও উষ্ণতা প্রশমিত থাকে। এজন্য উহা প্রার্থনীয়। যেমন পথ্য দ্রব্য প্রায়ই সুস্বাদ হয়, তেমনি এই মঙ্গলকর গুণ মনের সুখদায়ক হইয়া থাকে। স্ত্রীদিগের লজ্জা অতি রমণীয় গুণ। লজ্জাবতী ললনা যেমন শুভদর্শনা তেমনি শোভন-দর্শনা। লজ্জা স্ত্রীদিগের রূপ বৃদ্ধি করে। লজ্জা স্ত্রীদিগের ভূষণ।

১২১। মানহানি বা অপযশে যে লজ্জা হয়, তাহা যন্ত্রণাকর। স্ত্রীরা যেমন স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তেমনি সেই দৌর্ব্বল্য-দোষের প্রতিকারের সহজ পথ এই আছে যে, তাহাদের মানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। মানের হানি বা অপযশ হইলে স্ত্রীরা মনস্তাপে ম্রিয়মান হয়। তদবস্থায় অন্যের নিকট মুখ দেখাইতে বা আত্ম প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাও শ্রেয়স্কর, যেহেতু এই লজ্জার কর্কশ দংশনে প্রপীড়িত হইলে স্ত্রীরা আর তেমন নিন্দার কার্য্যে হস্তার্পণ করে না। অনেকে এই লজ্জায়

ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই মানহানির বা অপযশের কার্য্য হইতে বিরত হয়। মৃদুস্বভাবা স্ত্রীদিগের পক্ষে এই লজ্জার শাসনে কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই বিহিত। লজ্জা যাহাকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারে, তাহার পক্ষে অন্য অন্য তীব্র দণ্ড ব্যবহৃত হয়।

১২২। যিনি আপনি আপনাকে লজ্জা দেন, অন্যকে তাহাকে লজ্জা দিতে হয় না। যিনি আপনি লজ্জায় নত হয়েন, অন্যে তাহাকে লজ্জা না দিয়া বরঞ্চ তাহার দোষ ক্ষালন চেষ্টা করে। যিনি আপনি আপনার লজ্জা রক্ষা করিয়া চলেন, তিনি তেজ, বল, আয়ু, সুখ, শান্তি লাভ করেন। তিনি সাধ্বী, তিনি সংযমিনী, তিনি বিশ্বসনীয়া। তিনি লোক-মঙ্গল সমাধানে সক্ষমা। তিনি এই সকল গুণে সকলের নিকট ধন্যা হয়েন।

---

(২৪) সতীত্ব।

১২৩। পতি ও পত্নী পরস্পরের প্রতি অব্যভিচারী হইবে, ইহা বিবাহের মুখ্য মন্ত্র। ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষ যথার্থরূপে এক হয়; তাহাদের সন্তান একের সন্তান হয়; তাহারা পরস্পরের ও তাহাদের সন্তানদের সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বাসভাজন হয়। এই নীতি সর্ব্ব নীতির প্রধান। ইহা সংসারের মঙ্গলের নিদান। এই নীতি পালন করিলে স্ত্রী সতী ও পুরুষ সাধু শব্দে বাচ্য হয়েন।

১২৪। পত্নী বিশ্বাসিনী হইলে তবে বিবাহ মধুময় হয়; নতুবা বিবাহ দ্বারা পুরুষের পক্ষে এক কাল-সর্পকে গৃহে আনা হয়। বিষের বিপরীত অমৃত। অবিশ্বাসিনী স্ত্রী যেমন বিষলতা স্বরূপ, বিশ্বাসিনী স্ত্রী সেইরূপ অমৃতময়ী। আমার স্ত্রী অব্যভিচারিণী, এইরূপ প্রত্যয় থাকিলে তবে পুরুষের স্বস্তি লাভ হয়। আমার স্ত্রী মদগত-প্রাণা,

এইরূপ চিন্তাতে সর্ব্বশূন্য ব্যক্তিরও পরম সুখ জন্মে। কেবল মাত্র নীতি কত সুখের আকর, এই সম্পর্কে তাহা বুঝা যায়।

১২৫। যিনি সতী শব্দে বাচ্য, তাঁহার অন্তঃকরণের সকল ভাব সৎ হইবে; বাক্য সত্য হইবে; কর্ম্ম সাধু হইবে; এবং তিনি সংসারের মঙ্গল অনুধ্যান করিবেন। তিনি কোন প্রকার কপটতাচরণ বা কৃত্রিম ব্যবহার করিবেন না; প্রবঞ্চনা বিষবৎ ত্যাগ করিবেন; সরল ও সত্যনিষ্ঠ হইবেন। তিনি পাপের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবেন। তাঁহার চরিত্র এরূপ হইবে যে, কেহ তাহাতে কলঙ্কারোপ করিবার কোন সূত্র পাইবে না। সতী স্ত্রীর সতীত্ব ধর্ম্ম প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর; তাহার রক্ষার নিমিত্ত তিনি সকল ত্যাগ-স্বীকার করিবেন।

---

(২৫) শুচিতা।

১২৬। স্ত্রী-প্রকৃতিতে যে সকল ভাব পরিস্ফুট হয়, তন্মধ্যে তাহার অন্তঃকরণের পবিত্রতা সর্ব্বোপরি স্পৃহণীয়। 'মাতা' এই ভাব পবিত্রতার নামান্তর বিশেষ। 'কন্যা' এই ভাবও পবিত্রতাময়। পত্নী ভাবের মধ্যে পবিত্রতাই সার ও গৌরব। পুরুষের মধ্যে যিনি সাধু হউন বা অসাধু হউন, সকলেই নিজ নিজ মাতা, কন্যা ও পুত্রবধূকে পবিত্রতার মূর্ত্তি স্বরূপ দেখিতে চাহেন। পূতচরিত্রা পত্নী নয়নের উৎসব ও অঙ্গের চন্দন-রস স্বরূপ। সকলেই পবিত্রমতি স্ত্রীদিগের যশোগীত গান করিয়া থাকেন। স্ত্রীদিগের এই পবিত্রতার ভাবে মুগ্ধ হইয়া শাস্ত্রকারগণ "কুমারী" পূজার বিধান দিয়াছেন। এই ভাব হেতু বিবাহোৎসব প্রভৃতিতে এয়ো স্ত্রীগণের আশীর্ব্বাদ মঙ্গলদায়ক বিবেচনা হইয়া থাকে। কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, গিরিরাজ-গৃহিণী মেনকা ভগবতী গৌরীকেও বিবাহোৎসবে সতী

স্ত্রীদিগের পাদস্পর্শ করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ বিবিধ প্রকারে দেখাইয়াছেন যে, সতী স্ত্রীদিগের পবিত্রতার রক্ষা ও পবিত্র কামনার সিদ্ধির নিমিত্ত দেবতারা ব্যগ্র হইয়া থাকেন। স্ত্রীগণ আপনাদিগের অন্তরের এই পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে প্রাণ সমর্পণ করিবেন। ভারতেতিহাসে স্ত্রীদিগের বিশুদ্ধির লক্ষণ ও উদাহরণ অসংখ্য রহিয়াছে। এখনো হিন্দু স্ত্রীসাধারণের মধ্যে সেই পবিত্রতা যে পরিমাণে রক্ষিত হয়, তাহা পৃথিবীতে অতুল্য।

১২৭। স্ত্রীদিগের শরীর, প্রাণ ও চরিত্রের রক্ষার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার পরিখা আছে। স্ত্রীরা দম্ভভরে সেই পরিখা-বিহীন হইয়া থাকিবেন না; অসহায় অবস্থায় দেশভ্রমণ করিবেন না; উত্তমরূপে শরীরাচ্ছাদন না করিয়া বাহিরে আসিবেন না; এবং যা'র তা'র সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইবেন না। বাহিরে আসিতে হইলেও যাহাতে—

"চণ্ডাল চোয়াড় চাসা গোমূর্খ গোঁয়ার।
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তাঁর॥"

সতী স্ত্রীরা এইরূপ প্রভাব প্রদর্শন করিয়া চলিবেন; কাহারো কৌতুক ও পরিহাসের বিষয় হইবেন না। অসৎ পুরুষেরা সতী-স্ত্রীদিগকে জলদগ্নিবৎ দর্শন করিবেন।

১২৮। অতি কৌতূহল বিষমাবস্থা আনয়ন করে। অতিশয় কৌতূহল বশতঃ স্ত্রীগণ সঙ্কটপূর্ণ অগম্য স্থলেও গমন করেন, অথবা রক্ষক-পরিহীন অবস্থায় উপস্থিত হয়েন। তখন তাহাদের আত্মরক্ষা বা সন্তানরক্ষা ভার হইয়া উঠে। তাহাতে অপর লোকদিগকেও উত্তেজিত হইতে হয়। রামচন্দ্রকে যে বিষম লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইতে হইল, সীতার স্বর্ণ-মৃগের প্রতি অতি কৌতূহল তাহার মূল।

১২৯। স্ত্রীদিগের শরীর, প্রাণ ও চরিত্র রক্ষার যে সকল পরিখা

আছে, তন্মধ্যে পরপুরুষ অস্পর্শ একটী পরিপ্রথা বিশেষ। যিনি পর-পুরুষ স্পর্শ করেন না, তিনি পরপুরুষ হইতে দূরে থাকিবেন। তাহার অন্যদীয় হস্তে লাঞ্ছনা-ভোগ বিস্তর দূরের কথা। পরন্তু এই ধর্ম্মভাব যেমন পবিত্রতা সূচক, তেমনি উচ্চ ও মহৎ। ইঁহা সহস্র কৌস্তভ মণি অপেক্ষা মনোহর ও মূল্যবান। আমাদের দেশের বৃহৎ মণি কোহিনুর দেশান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীগণ ঐ মহামূল্য ধর্ম্মভাব সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করুন, আমরা কোহিনুরের জন্য খেদ করিব না। বাল্মীকি লিখিয়াছেন,—হনুমান অশোক বনে সীতার উদ্দেশ পাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'মা! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এখনি আপনাকে রাম-সন্নিধানে লইয়া যাই।' অনেক উত্তর প্রত্যুত্তরের পর সীতা পরিশেষে বলিলেন, দেখ, তুমি পুরুষ, আমি কিরূপে পরপুরুষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিব? আমি স্বেচ্ছাক্রমে পর পুরুষের গাত্র স্পর্শ করিতে পারি না।* হনুমান ইহাতে নিরুত্তর হইলেন। সীতার ন্যায় সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থাতেও যদি স্ত্রীরা স্বেচ্ছাকৃত পর-পুরুষ-স্পর্শ-দোষ পরিহার করিয়া চলিতে পারেন, তবে নারীগণের এই পবিত্রতা কেনই না সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে?

১৩০। যেমন আপনার চিত্তবৃত্তির পবিত্রতা, তেমনি কি স্বামী, কি পুত্রকন্যা, কি পরিবারস্থ অপর লোকদিগের—সকলেরই চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রহরীর ন্যায় রক্ষা করিবে।

১৩১। যিনি প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান, তিনি যদি চোরের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে থাকেন, তাহা যেমন বিসদৃশ ও দূষণীয়, সতী স্ত্রীর অসতীদিগের সহিত আহ্লাদ আমোদ বা অশ্লীল রসালাপ তেমনি বিসদৃশ ও দূষণীয় হয়। তাহার ফলও তদ্রূপ ফলে; অর্থাৎ

* রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ৩৭।৬২

চোরের দ্বারা প্রহরী প্রবঞ্চিত হয়েন। লোকের বন্ধুর চরিত্র দ্বারা তাহার নিজের চরিত্র সংক্রামিত হইয়া থাকে, এবং সচরাচর অধো-গমনের দিকেই মনুষ্যের ত্বরিত গতি হয়। কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রী আত্ম-শক্তি-প্রভাবে কুসংসর্গের বিষ নিজে পরিহার করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে বিষময় কুসংসর্গে দেখিয়া তাঁহার পুত্র কন্যা-গণের প্রবৃত্তি কলুষিত হইতে পারে। অতএব কুসংসর্গ ও অসদালাপ সর্ব্বদা পরিহার করিবে।

১৩২। বাল্যাবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের ভাব ও কার্য্য প্রায়ই সমান থাকে। সে সময়ে তাহাদের শরীর সম্বন্ধেও অধিক বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় না। পরে যখন তাহারা যৌবন সীমায় পদার্পণ করে, তখন তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতির ভিন্ন ভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তখন যেমন তাহারা পরস্পরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহাদের দ্বারা পরস্পরের অনিষ্ট ঘটিবারও সম্ভাবনা হয়। এই জন্য বিধাতা এরূপ বিধান করিয়াছেন যে, যৌবন কালে স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক লক্ষণ সকল এমন পরিস্ফুট হয় যে, স্ত্রী ও পুরুষ চিনিতে কিছুমাত্র বিলম্ব বা আয়াস করিতে হয় না। অন্ধকারময় স্থলেও স্বর দ্বারা এবং অল্প আলোকেও শ্মশ্রুলতা ও শুশ্রুবিহীনতা দ্বারা স্ত্রী-পুরু-ষের প্রভেদ বিদিত হইয়া থাকে। এই জন্য স্ত্রী ও পুরুষের আত্ম-গোপন করার পথ এক প্রকার রুদ্ধ। যদি বহু আয়াসে কেহ এই রুদ্ধ বা নিষিদ্ধ পথে গমন করে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষবেশ অথবা পুরুষ স্ত্রীবেশ অবলম্বন করে, তাহা হইলে, সত্য মিথ্যা অথবা মিথ্যা সত্য হই-বার যে দোষ, তাহাই হয়। ইহাতে বহু অশুচিতা ঘটে। বেশ ও পরি-চ্ছদবিষয়ে ইহা সদা মনে রাখিবে। সীমন্তিনীগণ পুরুষদিগের হইতে আপনাদের বেশ ও পরিচ্ছদ যতখানি ভিন্নরূপ করিলে চলে, তাহা

করিবেন ; যেন স্ত্রী কি পুরুষ চিনিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব না হয় । বালিকাদিগকেও বালকদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ দিবে না, যেহেতু তাহাতে রুচি-দোষ ও অভ্যাস-দোষ জন্মিতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ, ইহারা আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে যেমন সুন্দর দেখে, তদপেক্ষা অন্য অন্য দৃষ্টিতে পরস্পরকে অধিকতর সুন্দর দেখে । ইহারা ভিন্ন পরিচ্ছদে ও ভিন্ন বেশে থাকিলে বিধাতার ঐ রচনা-বৈদগ্ধ্য সার্থক হইবে।

১৩৩। স্ত্রী ও পুরুষ, ইহাদের একের পরিহিত বস্ত্র অপরে পরিধান করিলে নানা দোষ জন্মে। এই জন্য এদেশে পুরুষদিগের ধুতি ও স্ত্রীদিগের সাড়ীতে অনেক প্রভেদ থাকে। কোন কোন প্রদেশে স্ত্রী ও পুরুষের বস্ত্র এক আন্‌লাতেও রাখা হয় না। এই সকল সাবধানতার তাৎপর্য্য এই যে, যেন ভ্রম ক্রমেও স্ত্রীর বস্ত্র পুরুষে অথবা পুরুষের বস্ত্র স্ত্রীতে পরিধান না করে।

১৩৪। অন্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ যেমন অশুচিকর, অন্যের পরিহিত বস্ত্র পরিধানও তেমনি দোষজনক। তেমনি আবার অন্যের ব্যবহৃত শয্যাতে শয়ন করাতেও দোষ দৃষ্ট হয়। তবে কোন কোন স্থলে কোন কোন গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ পায়। অন্যের পরিহিত বস্ত্র ধৌত করিয়া লইলে দোষ পরিহার হইতে পারে। অন্যের ব্যবহৃত শয্যা সম্ভব মত ঝাড়িয়া, পুছিয়া, রৌদ্রে দিয়া এবং ভিন্ন রূপে পাতিয়া লইলে তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমতী স্ত্রীগণ এই সকল বিবেচনা করিয়া চলিবেন।

---

(২৬) জননী ও সন্তান।

১৩৫। পুষ্পের সাধারণ উদ্দেশ্য ফলপ্রসব। যৌবন-কুসুম-শোভিতা

নারীদিগেরও সেই উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। সন্তান জাত না হইলে স্ত্রীদিগের অনেক অঙ্গ বিফল হয়।

১৩৬। সন্তান তাহার যৌবনাবস্থ পিতা মাতার সুখ দ্বিগুণিত করে; আর বৃদ্ধাবস্থায় যখন তাঁহাদের শরীর ও মন অবসাদ প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাঁহারা সন্তানের বলে বলী ও সন্তানের সুখে সুখী হইয়া থাকেন। স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের যশোঘোষণায় জননী যেরূপ কৃতার্থ হয়েন, আর কোন সাংসারিক লাভে তেমন হয় না; যেহেতু তদবস্থায় তাহার অন্তঃসার অভিলক্ষিত হয়; তিনি রত্নগর্ভা নাম প্রাপ্ত হয়েন।

১৩৭। একটী কথা আছে, 'যে বৃক্ষ ফল প্রসব করে, তাহা ওজন দরে বিক্রয় হয় না।' তেমনি যে নারীর গর্ভে সন্তানোৎপত্তি হয়, তাহার কেবল শরীর ও মনের গুণে মর্য্যাদা হয় না। তাহা হইতে কুলোজ্জ্বল সৎপুরুষের উদয় হইবে, সুতরাং তাহার মূল্য কে নির্ণয় করিতে পারে? সেইরূপ, অফলা বৃক্ষের ন্যায় বন্ধ্যা স্ত্রীরা লোকের আনন্দদায়িনী হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে এরূপ ব্যবহার ছিল যে, ভিখারীরা বন্ধ্যা স্ত্রীর হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিত না। এ বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে, স্ত্রীরা এই অমাঙ্গল্য মোচনের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবেন। মাতা ধরিত্রী যেমন এতগুলি মনুষ্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, তাহারই অনুকৃতি স্বরূপ নারীগণ যখন সন্তান কোলে করিয়া থাকেন, তত্তুল্য তাহাদের শোভন-দৃশ্য আর নাই। আর সন্তান পালনাদিতে জননী-হৃদয়ের যে চমৎকৃতিজনক স্নেহ-লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, তাহাতে মনুষ্যশক্তির ও নারী জীবনের সকল উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

১৩৮। সন্তান জাত না হইলে কেবল তোমার স্বামী, অথবা তুমি

পরিশ্রম দ্বারা যাহাদের হিত সাধন কর, তাহারা তোমার উপর প্রীত থাকিতে পারেন। কিন্তু তোমার স্বামীর বংশের লোকেরা তোমার গর্ভ ফলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন; যেহেতু প্রকৃত পক্ষে তুমি তাহাদের কেহই নও, তোমার সন্তান তাহাদের মধ্যে একজন।

১৩৯। তুমি আপনার জীবনে যেমন সংসার-ভার ধারণ ও বিবিধ সৎকার্য্য সাধন করিলে, উত্তর কালের সেইরূপ কর্ম্মের জন্য উপযুক্ত সন্তান রাখিয়া যাইতে পারিলে তবে তোমার পার্থিব জীবনের কর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়। তোমাকে এ সংসারে রাখিয়া যাইতে তোমার পূর্ব্ব পুরুষদিগকে যে আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, তুমি সেইরূপ আয়াসে তোমার উত্তরাধিকারী সন্তান রাখিয়া যাইতে পারিলে, তবে তুমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট অঋণী হইবে।

১৪০। সন্তান দোষযুক্ত না হয়, এজন্য পুরুষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্দোষ সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবে। কিন্তু ক্ষীণ ও রুগ্ন শরীরে এবং অকালে সন্তান জাত না হয়, এজন্য সাবধান হওয়া স্ত্রীদিগের অধিক আয়ত্ত। অতএব স্ত্রীরা ইহার বিবেচনা ও নিয়ম পালন করিবেন। স্ত্রী-পশু ও পক্ষিণীদিগের স্বভাবেও এই লক্ষণ দেখা যায়।

১৪১। ধর্ম্ম-পত্নী ধর্ম্মেতে সন্তান লাভ করেন এবং ধর্ম্মেতে সন্তান রক্ষা ও পালন করেন। ইহাতে তাঁহার কর্ম্ম ও তাঁহার সন্তানের জন্ম পবিত্র হয়। নির্ম্মল আকাশে যেমন অগণ্য জ্যোতিষ্ক দীপ্তি পায়, সেইরূপ জন্মশুদ্ধিতে সন্তানের চরিত্রে বহুল গুণ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

---

(২৭) সন্তান পালন।

১৪২। বালক ও বয়স্থ পুরুষ, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্ত্রী। স্ত্রীস্বভাবে

বালকের চপলতা ও ক্রীড়াশীলতা, এবং পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও কর্ম্মকুশলতা, দুই মিশ্রিত আছে। এজন্য স্ত্রীগণ যেমন বালকদিগের, তেমনি পুরুষদিগের প্রিয় হইয়া থাকেন; এবং তাঁহারা যেমন বালকদিগের, তেমনি পুরুষদিগের ব্যবহারে সহকারিতা করিতে পারেন। এতন্মধ্যে পুরুষেরা বরঞ্চ আপনাদের অভাব স্ত্রীদিগের সাহায্য ব্যতীত আপনারাই পূর্ণ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু বালকদিগের ভাবস্ফূর্ত্তি ও পরিপোষণ পক্ষে স্ত্রীদিগের সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব স্ত্রীরা পুরুষদিগের সহযোগে বল ও বুদ্ধি নিষ্পাদ্য যে সকল কার্য্য করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহাদের সন্তানদিগের শিক্ষা ও পালন অধিক আবশ্যক। পুরুষদের ন্যায় সংসার ভার ধারণে সক্ষম, অথচ বালকের ন্যায় সরল, বিশ্বাসশীল, মিষ্টভাষী, বশগ, স্নেহবিনোদী, কবিতাপ্রিয়, নিসর্গ-শোভন, এই লক্ষণে স্ত্রী-প্রকৃতি বালক ও পুরুষদিগের এত মনোহারিণী ও তদুভয়ের কল্যাণকারিণী হয়।

১৪৩। স্ত্রী-পশু এবং পক্ষিণীগণ সন্তানের রক্ষা ও পালন জন্য বিবিধ কৌশল ও উপায় অবলম্বন করে। সামান্য ও অন্ধ সংস্কার বশতঃ উক্ত জীবগণ সন্তানের প্রতি যেরূপ যত্ন করে, জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মনুষ্য দ্বারা তদপেক্ষা বহু গুণে অধিক যত্ন প্রত্যাশা করা যায়। সন্তানের রক্ষণ, পরিপোষণ ও তাহার জ্ঞান ও ভাব বর্দ্ধন পক্ষে নারীগণ পশু পক্ষী অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করিবেন এবং তদনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করিবেন।

---

(২৮) কুল-ধর্ম্ম পালন।

১৪৪। স্ত্রীদিগের শরীর ও মন সন্তান-পালনের বিশেষ উপযোগী।

সন্তান-পালন না করিলে স্ত্রী স্বভাবের অনেক ক্রিয়া পরিস্ফুট ও সার্থক হয় না। অতএব স্ত্রীগণ সর্ব্বদা সন্তানদিগের সহিত অবস্থিতি ও সন্তান-পালন কার্য্য করিতে অনুরক্ত ও সচেষ্ট থাকিবেন। এক এক পরিবারে এমন বৈষম্য ঘটে যে, কোন স্ত্রীর সন্তান নাই, আর কেহবা অনেকগুলি সন্তানের জননী হইয়া তাহাদের প্রতিপালনে বিব্রত। এমন অবস্থায় সেই নিরপত্যা স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে তিনি সেই বহু-সন্তান-প্রসবিনীর কোন কোন শিশুকে আপনি পালন করেন। ইহাতে তাঁহার অবকাশ কাল সুখে অতিবাহিত হয় এবং তাঁহার নারী জন্মেরও চরিতার্থতা সাধন হয়। যে সকল শিশু মাতৃহীন, নিরপত্যা স্ত্রীগণ যেন তাহাদেরই জন্য, অথবা সেই শিশুগণ যেন এই সকল নিঃসন্তান স্ত্রীদিগের জন্য জাত, এমন বিবেচনা হয়। স্নেহগুণে অনেক শিশু তাহার মাতা অপেক্ষা পিতৃব্য-পত্নী, পিতৃস্বসা, প্রভৃতির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। পিতামহীকে পাইলে শিশুগণ প্রায় আর কাহাকেই চায় না। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে, বিধাতার এমন বিধান আছে যে সন্তান-বৎসলা স্ত্রীদিকের ক্রোড় সন্তানহীন হইবে না, এবং শিশুগণ নারী-হৃদয়ের সুখদ ও শুভদ স্নেহরসে বঞ্চিত হইবে না। পরন্তু অত্যধিক অপত্য-কামনায় পরের সন্তানকে পালনচ্ছলে একবারে আপনার পূর্ণায়ত্ত করিয়া লওয়া উচিত নহে। যেহেতু ইহাতে তাহার মাতা পিতার ও সেই সন্তানের প্রতি স্বভাব-বিরুদ্ধ ও অন্যায় ব্যবহার করা হয়।

১৪৫। স্ত্রীগণ যেমন অপোগণ্ড সন্তান পালন করেন, তেমান বর্ষীয়ান্ পিতা, শ্বশুর, মাতুল ও মামা শ্বশুর, ইহাদের পারিবারিক ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষা করেন। ইহাতে এক এক কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। কুলধর্ম্মে এক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে জন্ম অবধি মরণ এবং তাহার পর

তাহার শ্রাদ্ধতর্পণ পর্য্যন্ত বিবিধ সংস্কার ও ক্রিয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ আছে এবং আহার ব্যবহার, কুটুম্বিতা, বন্ধুতা ও দান প্রভৃতিরও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। চারি কুলেরই এই সমস্ত বিষয়ের রীতি পদ্ধতি জানা প্রয়োজনীয়। যেহেতু ঘটনা বশতঃ এমন আবশ্যক হইতে পারে যে, এক স্ত্রীকে পিতৃ, শ্বশুর, মাতুল ও মামা শ্বশুর, এই চারি কুলেরই তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। যে কুলের যে রীতি নীতি তাহা সুদৃঢ় থাকিবে, তবেই তাহা কুল শব্দের বাচ্য। কুলধর্ম্ম প্রাণপণে পালন করেন বলিয়া কুলকামিনী নাম ধন্য হয়। কুল রক্ষায় স্ত্রীরাও সুরক্ষিত হয়।

১৪৬। কুলধর্ম্মে একটী স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লোকের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন।

১। বাৎসল্য ভাব। যে ভাবে স্ত্রীগণ পক্ষিণীদিগের ন্যায় বাহুরূপ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক অন্যের রক্ষা ও পালন করেন, তাহাই বাৎসল্য ভাব। সন্তান শ্রেণীর লোকগণ চিরদিন স্ত্রীদিগের মুখমণ্ডলে সেই বাৎসল্য ভাব দর্শন করিবেন।

২। স্নেহ ভাব। যে ভাবে স্ত্রীগণ যাহার যে স্বত্ব তাহা রক্ষা করিয়া অন্যের হিতার্থে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ও বহুবিধ যত্নের সহিত প্রাণ মনে চেষ্টা করেন, তাঁহা স্নেহভাব। ভ্রাতৃ শ্রেণীর লোকগণ স্ত্রীদিগের মুখে সেই স্নেহভাব দর্শন করেন।

৩। প্রেম ভাব। যে ভাবে স্ত্রী তাহার সর্ব্ব স্বত্ব ও সর্ব্বান্তঃ-করণের সহিত আত্ম-সমর্পণ করেন, তাহা প্রেমভাব। পতি তাঁহার পত্নীর মুখে সেই প্রেমভাব দর্শন করেন।

৪। সখি ভাব। যে ভাবে স্ত্রী অন্যের মনোগত ভাব ইঙ্গিতে বুঝিয়া সরস মধুর বাক্যে তাহার উত্তর দিয়া থাকেন, অথবা তাহার

প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহা সখি ভাব। সখিগণ স্ত্রীদিগের মুখে সেই হৃদয়গ্রাহী সখি ভাব দর্শন করেন।

৫। ভক্তি ভাব। যে ভাবে স্ত্রীগণ বিনয়-প্রণোদিত সশঙ্কভাবে আপনাদের বসনের, শরীরের, অন্তঃকরণের ও ক্রিয়োপকরণ বস্তু সকলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া লোকের হিত ও তুষ্টির নিমিত্ত কর্ম্ম করেন, তাহা ভক্তিভাব। পিতৃপুরুষ, অতিথি, দেশান্তর বাসী লোকেরা স্ত্রীদিগের সেই ভক্তি ভাব দর্শন করেন।

স্ত্রী প্রকৃতিতে এই সকল ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। স্ত্রীরা কদাচ ইহার ভাবান্তর ঘটাইবেন না, অর্থাৎ কোন এক শ্রেণীর লোকের নিকট তাহার উপযুক্ত ভাব ভিন্ন অন্য ভাব প্রকাশ করিবেন না।

১৪৭। "কুলঞ্চ কামিনীমূলং।" স্ত্রীদিগের ব্যবহারেই কুল রক্ষা হয়। এক এক কুলের সন্তানদিগের জন্ম-শুদ্ধি স্ত্রীদিগের আয়ত্ত। কুলের রীতি নীতি সকলও স্ত্রীগের বিশেষ বিদিত; এবং স্ত্রীরাই তৎপ্রতিপালনে যথেষ্ট অবকাশ পাইতে পারেন। পুরুষেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন ও বিবিধ জাতীয় লোকের সহিত ব্যবহার করা হেতু কুল-প্রথা সকল পালন করিতে অসমর্থ হইতে পারেন। এজন্য স্ত্রীদিগের প্রতি কুল-ধর্ম্ম রক্ষার ভার বিশেষ রূপে বর্ত্তিয়া থাকে।

১৪৮। পিতা দেন জ্ঞান; মাতা দেন সুজন্ম। পিতার সত্ত্বে উন্নতি লাভ হয়, মাতার সত্ত্বে চরিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। শৈশব বয়সে যখন স্থূল দৃষ্টি মাত্র থাকে, তখন অবধি মাতার গাত্রাবরণ, নিষিদ্ধ স্থানে না যাওয়া, পর পুরুষ হইতে দূরে থাকা, নিষিদ্ধ লোকের সহিত কথা না কহা, নিষিদ্ধ আহার বর্জ্জন, কষ্ট সহন, দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্য সাধন, কার্য্যভার বহন, ব্রত উপবাসাদির নিয়ম প্রতিপালন প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া বালকেরা ধর্ম্মশাসন, ভক্তি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা অতি সহজে শিক্ষা

করে। তাহাতে তাহাদের স্বীয় চরিত্র রক্ষার প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং উত্তরকালে তাহারা কুলধর্ম্ম পালনে তৎপর হয়। শেষ বয়স পর্য্যন্ত লোক আপনার মাতার চরিত্রের গৌরবে আপনাকে এবং আপনার কুলকে গৌরবান্বিত মনে করে।

১৪৯। মাতা কুলধর্ম্ম পালন করিলে সেই মাতা দ্বারা সন্তান একবারে বহু পূর্ব্বপুরুষের প্রদত্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। দুর্দ্দৈববশাৎ যদি মাতা অপোগণ্ড অনাথ শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন, তাঁহার সেই সন্তান বহু-লোক-বিদিত তাঁহার কুল প্রথার বিবরণ শ্রবণ দ্বারা তাঁহার চরিতাদর্শ বুঝিতে ও তাহার অনুসরণ করিতে শিক্ষিত হইতে পারে। পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত যে সদাচার, তাহার অতি আকর্ষণ; তাহার অন্যথা করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না।

১৫০। কুলের বিশুদ্ধি রক্ষার প্রতি সর্ব্বদা অবহিত দৃষ্টি রাখিবে। পরিবারস্থ সকলের রীতি চরিত্র সূক্ষ্মরূপে দেখিবে। যে যে প্রকারে কুলের কলঙ্ক হয়, তাহা দূর হইতে বর্জ্জন করিবে। যিনি কুল নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া যাইতে পারেন, তিনি পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ-কারিণী, যেহেতু নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক স্পর্শ সহজে ঘটে না।

১৫১। বর্ষপাল যে সকল শস্য উৎপাদন করেন, তাহা এক সময়ে লাভ হয় না। এক যে ধান্য; সে কতক ভাদ্র মাসে, কতক কার্ত্তিক মাসে, কতক পৌষ মাসে ফলে। উদ্যানের এক জাতীয় বৃক্ষরাজি, কিন্তু কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাতে ফলপ্রসব করিয়া থাকে। সেইরূপ এক মাতার পাঁচটী সন্তান; কেহ অগ্রে কেহ পরে কর্ম্মক্ষম হয়। এমন অবস্থায় জ্যেষ্ঠের উচিত যে, কনিষ্ঠের অযোগ্যতার কালে আপনি সংসারের সমস্ত ভার যথাসাধ্য বহন করেন। সেইরূপ আবার কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য যে, তিনি উপযুক্ত হইলে জ্যেষ্ঠকে যথাবিহিত বিরাম উপভোগ করিতে

বেন। ইহাকে এক প্রকার আপদ্ধর্ম্ম বলিতে হইবে। কিন্তু বৃক্ষাদির ফল প্রসবের উল্লিখিত পদ্ধতি বিবেচনা করিলে ইহাকে সংসারের সাধারণ লক্ষণ রূপে গণ্য করিতে হয়। স্ত্রীগণ এই ধর্ম্ম পালন করিবেন। আবশ্যক হইলে তাঁহাকে নিজের স্তনদুগ্ধ দিয়া দেবরকে পালন করিতে হইবে এবং পুত্রের ন্যায় তাহাকে সংসারের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। কুলকন্যা ও কুলপুরুষদিগের পরস্পর রক্ষার এই এক নিয়ম।

১৫২। স্ত্রীদিগের আপৎকালের নিমিত্ত যে সকল ধর্ম্ম কথিত হয়, তন্মধ্যে বৈধব্য ধর্ম্ম গুরুতর। স্বামীর মৃত্যু স্ত্রীদিগের সকল বিপদের চূড়ান্ত। কিন্তু ঐ ঘটনা অদৃষ্টচর নহে। উহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। এজন্য তৎকালের এমন সকল ধর্ম্ম নিরূপণ হইয়াছে যে, তদাচরণে স্ত্রীদিগের সেই দগ্ধ দশাতেও মঙ্গল লাভ হয়। আজীবন একমাত্র পতির প্রতি আত্মসমর্পণ করা যে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পতির মৃত্যুর পর সংযমশীলা ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন; শৌচাচারযুক্ত হইয়া ব্রত নিয়মে কাল যাপন করিবেন। স্বামীর জীবদ্দশায় যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেইরূপ সম্বন্ধ পালন করিবেন। স্বামীর মৃত্যুতে আপনাকে শৃঙ্খলচ্যুত অনধীন মনে করিবেন না। পরন্তু আপনাকে সকল সুনিয়মের অধীন বিবেচনা করিবেন। আপনার বিষয়ে অধিক ভারাক্রান্ত না থাকাতে বিধবা স্ত্রীর সেই অবস্থার এই ফল হইবে যে, তিনি সকল লোকের মঙ্গল চিন্তায় ও শুভ সাধনে তৎপর হইবেন। এরূপ হইলে বিধবা স্ত্রী সর্ব্ব লোকের রক্ষণীয়া ও সমাদরণীয়া হইবেন; তাঁহার শোকময় জীবন পুণ্যময় হইবে।

১৫৩। বিধবা স্ত্রী তাঁহার স্বামীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া, যতদূর সাধ্য, তাঁহার ধর্ম্ম পালন করিবেন। যদি তখন তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী

বর্ত্তমান থাকেন, তিনি তাঁহাদের শোক অপনোদনের চেষ্টা করিবেন। বিধবা স্ত্রীর যদি সন্তান থাকে; তাহাকে তিনি তাহার পিতৃধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন এবং বংশ মর্য্যাদার ও সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতি সাধনে সমুদ্যত করিবেন। সন্তানের যে পরিবারের সহিত জন্ম-গত সম্বন্ধ, মাতার সে পরিবারের সহিত তেমন জন্ম-গত সম্বন্ধ নহে। অতএব ভর্ত্তৃপরিবারের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া অনেক সময় বিধবা স্ত্রী তাঁহার সন্তানকে তাহার পিতৃপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করেন, এবং সেই পরিবারের সহিত তাহার সামান্য কারণে বিবাদ জন্মাইয়া দেন। আপনার কিছু ক্লেশ বা সন্তানের কিছু স্বার্থের নিমিত্ত তাহার গৃহ-শত্রুর সৃষ্টি করা কোন মতে শ্রেয়স্কর নহে।

১৫৪। তোমার পিতা, শ্বশুর, মাতুল ও মামা শ্বশুর, ইহাদের নিজের বা ইহাদের পুত্র কন্যাদের কাহারো কুল যদি অপত্যশূন্য হয়, তুমি সেই কুলের ধর্ম্ম, যতদূর পার, বজায় রাখিবে। ইহাদের মধ্যে কাহারো বংশধর যদি কেহ কোথাও থাকে, তাহার প্রতিপালন করিয়া তাহাকে তাহার কুলের রীতিনীতি শিক্ষা দিবে। তোমার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ, অধস্তন তিন পুরুষ এবং আপনি, এই সপ্ত পুরুষের ধর্ম্ম-রক্ষা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, এমন বিবেচনা করিবে।

১৫৫। আপদ্ধর্ম্মে কুলবতীর কর্ত্তব্য যে, যদি তিনি নিজে অনপত্যা (অবীরা) হয়েন, তবে শ্বশুরের বংশের কাহারো আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। তদভাবে পিতৃবংশের আশ্রয় লইবেন। তদভাবে মাতুল বা মামা শ্বশুরের বা ভগিনীর পুত্রাদি আত্মীয় জনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। নিঃসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির গৃহে অবস্থিতি করিবেন না। একাকিনীও থাকিবেন না।

১৫৬। নারী যে কুল আশ্রয় করিবেন, সে কুলের মঙ্গলার্থ

সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন ও পরিশ্রম করিবেন। সেখানেও কুলরক্ষার সমস্ত নীতি প্রতিপালন করিবেন। শ্রমশীলা বিশ্বাসিনী কুল-কামিনীর গৃহিণী-কার্য্যে দক্ষতা থাকিলে পিতা মাতুল বা মামা শ্বশুরাদির গৃহেও গৃহিণী-পদাধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই গৃহিণীপদে অধিক মমত্ব স্থাপন করিবে না। যত শীঘ্র এই ভার সেই কুলের উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।

১৫৭। ঘটনা ক্রমে যদি তোমাকে শ্বশুরের গৃহ ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে বা অপর আত্মীয় জনের গৃহে অবস্থিতি করিতে হয়, সেখানেও তোমার পতির গৃহ-দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, ভাবিয়া, তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। তোমার শ্বশুরের বাস্তুতে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাও কুলদেবতার অর্চ্চনা করাইবে। অপরাপর কুলধর্ম্মেরও এইরূপে অনুষ্ঠান করিবে।

১৫৮। কোন স্ত্রীর নানা কারণে স্বীয় পরিবার বা আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিয়া স্বামী বা পুত্রের সহিত অপর স্থানে গিয়া বাস করিবার প্রয়োজন ঘটিতে পারে। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ এই উচিত যে, স্ত্রী কোন পরিবারের দুঃখের সময় সেই পরিবারকে ত্যাগ করিবে না। একত্র থাকিলে যদি দুঃখের লাঘব হয়, সেই চেষ্টা করিবে। সকলের সুখের সময়,—শক্তি-সামর্থ্যের সময়,—সুখ-সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি বা ক্লেশ হ্রাসের নিমিত্ত যদি কোন পরিবারস্থ লোকেরা পৃথক্ হয়, তাহাতে দোষ হয় না।

---

(২৯) পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য।

১৫৯। যত দিন তোমার শাশুড়ী বর্ত্তমান, তত দিন গৃহিণী শব্দে তোমার অধিকার নাই। যদি তোমার শাশুড়ী অতি বৃদ্ধা হইয়া কর্ম্মে

অসমর্থ হইয়া থাকেন, তখনো তুমি সকল কার্য্যে তাঁহার অনুমতি ও উপদেশ প্রার্থনা করিবে। কোন মতে শাশুড়ীর মানের খর্ব্বতা করিবে না।

১৬০। তোমার মতে তুমি উচিত কার্য্য করিলে, কিন্তু তোমার শাশুড়ী তাহাতে ক্ষুণ্ণমনা হইলেন এবং আপনার মানহানি বিবেচনা করিলেন, এমন অবস্থায় তুমি ঠিক কার্য্য করিয়াছি বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পার না। সবিনয়ে ও সর্ব্বপ্রকারে তোমার শাশুড়ীকে বুঝাইবার চেষ্টা কর যে, তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ নাই। অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁহার প্রসন্নতা সাধন করিবে, যেহেতু তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে তোমার সংসারের একটী অমঙ্গল রহিয়া গেল।

১৬১। চিরদিন দেবতার ন্যায় শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিবে। সর্ব্বদা তাঁহাদের বিষয়ে মনোযোগ রাখিবে। বৃদ্ধাবস্থায় লোক শিশু-দিগের ন্যায় হয়। তখন তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য হয় না; অল্পেতে ক্রোধ হয়; ঘন ঘন বিস্মৃতি ঘটে। এই সকল বুঝিয়া শিশুদিগের অপেক্ষা অধিক স্নেহে এবং ভক্তির সহিত তোমার শ্বশুর শাশুড়ীর আহার পানীয় এবং শয্যা ও ঔষধাদি সেবা-দ্রব্য যোগাইবে। তাঁহা-দের দুঃখ-শোকে সান্ত্বনা করিবে। রোগ-বার্দ্ধক্যাদি হেতু তাঁহাদের নিয়মিত শৌচাচার বা দেবারাধনাদির যে ত্রুটি হয়, তাহা আপনি পূরণ করিয়া দিবে এবং সাধ্যমত তাঁহাদের নূতনবিধ পরমার্থ চেষ্টায় সহায়তা করিবে। এইরূপ হইলে স্ত্রীগণ তাহাদের বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর মাতা স্বরূপ হয়েন। এইরূপ হইলে বধূর প্রথম আগমনাবধি শ্বশুর শাশুড়ীর "বৌ মা" সম্বোধন করা সার্থক হয়। মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী মৃত্যুকালে যখন বধূর প্রতি প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করেন, তখনই বধূর সকল সৌভাগ্য লাভ হয়।

১৬২। যেরূপে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করা উচিত, সেইরূপে পিতা মাতার সেবা করা বিহিত। পরন্তু স্ত্রীগণ শ্বশুর-গৃহে সমর্পিতা, এজন্ত তাঁহারা শ্বশুরগৃহের নিমিত্ত বিশেষ দায়ী। তুমি শ্বশুরগৃহের সমুদায় বজায় রাখিয়া পিতা মাতার সেবা ও তাঁহাদের পরিবারের হিতানুষ্ঠান যতদূর করিতে পার, তাহাতে ত্রুটি করিবে না। শ্বশুর শাশুড়ী এবং পিতামাতা, ইহাঁরা প্রথম দেবতা। ইহাঁদিগকে সন্তুষ্ট না করিয়া তুমি আর কোন দেবতার প্রসন্নতা পাইবে না।

১৬৩। সকল বৃদ্ধলোক গুরুতুল্য। যিনি শিক্ষা দিয়াছেন ও পালন করিয়াছেন, তিনিও পিতৃবৎ পূজনীয়। তুমি যাহার কন্থার সমবয়সী এমন যে তোমার ভগিনী বা ভ্রাতৃজায়া বা ভাশুরপত্নী, তাহারাও তোমার মাতার ন্যায় মাননীয়া। সাধারণতঃ তোমার ভাশুর ও ভাশুর-পত্নীর সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীবৎ এবং দেবর ও দেবর-পত্নীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীবৎ ব্যবহার করিবে। সাধারণ সম্পর্কে তোমার ভাশুর পর্য্যায়ের ব্যক্তিগণ পিতৃপর্য্যায়ে এবং দেবর-পর্য্যায়ের ব্যক্তিগণ সন্তান পর্য্যায়ে গণ্য।

১৬৪। স্নেহ নিম্নগামী; ভক্তি ঊর্দ্ধগামী। নিম্ন গতি সহজে হয়; ঊর্দ্ধগতিতে সাধন আবশ্যক হয়। এই জন্য কনিষ্ঠের প্রতি, সন্তানাদির প্রতি স্নেহ সহজে হয় এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি, পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি করাতে বিশেষ গুণ প্রকাশ পায়। স্নেহের প্রকরণ পশু পক্ষীতেও অবগত; ভক্তির প্রকরণ শিক্ষা করিতে হয়। গুরুজনের নিকট বাক্য-সংযম, হস্ত পদের অচঞ্চলতা, গ্রীবা নমন, বসিবার ও দাঁড়াইবার কালে দূরতা রক্ষা প্রভৃতিতে ভক্তি অভিব্যক্ত হয়। ভক্তির পাত্রকে বিশিষ্টরূপে ভক্তি করিলে ভক্তিকারীর গুণ ও মর্য্যাদা প্রকাশ পায়, এবং তাহার উপর আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল বর্ষিত হয়।

(৩০) অতিথি সৎকার।

১৬৫। যখন পূজার আস্পদ শ্বশুর শাশুড়ী বা স্নেহের আস্পদ সন্তানাদি না থাকে, তখনও এক অতিথিরেবা দ্বারা গৃহী ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম সার্থক হইতে পারে। তুমি যখন চারি চাল্ বাঁধিয়া তাহার ছায়াতে বসিয়া আছ, তখন রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতিতে যাহারা কষ্ট পাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে তুমি অবশ্যই বাধ্য। অতিথি সমাগত হইলে গৃহী ব্যক্তি তাহাকে অন্ন পানাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিবেন। যদি তাহা না দিতে পারেন, অন্ততঃ আসন, জল ও মিষ্ট-বাক্য দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন। গৃহিণী জল আসনাদি দ্বারা সচরাচর অন্যের যে প্রকার সেবা না করেন, অতিথির নিমিত্ত তাহা হয়ত করিতে হইবে। যেহেতু "সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ।" সকলের পক্ষে অতিথি গুরু তুল্য। অতিথিকে কোন প্রকারে অবজ্ঞা করিবে না ও কোন কষ্ট দিবে না; সর্ব্বথা সুখী করিবার চেষ্টা করিবে।

---

(৩১) প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য।

১৬৬। সকল জীব দলে দলে—পালে পালে বিচরণ করে। কোন লোক অপর কোন্ স্থানে গমন কালে যদি ক্রয়েক পদ মাত্র অন্যকে সঙ্গী পাইবার আশা পায়, তবে তাহার জন্য অপেক্ষা করে। তোমার গৃহের কর্ম্ম সমাধার পর অবকাশ পাইলে তুমি প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া থাক। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, লোক সকল পরস্পরের সংসর্গ অতিশয় ভাল বাসে। বিধাতা মনুষ্যের মনে যে এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, সুখ দুঃখে পরস্পরের সাহায্য লাভ হইতে পারিবে। উপাদেয় দ্রব্য দশ জনকে না দিয়া ভোগ করিলে

ভোগের সুখ হয় না; পরকে আপনার করিতে না পারিলে স্নেহের উৎসব হয় না। এই বিষয়ের পাত্র প্রতিবেশী। পর, অথচ তাহাকে কখন ভুলিব না, এমন জন প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সুখের সময় ও উৎসবের কার্য্যে তুমি তাহার একজন সহকারী হইবে। সেই-রূপ আবার প্রতিবেশীর দুঃখ-শোকে ভয়-বিপদে তোমার যতদূর সাধ্য তাহার সাহায্য করিবে। তন্নিমিত্ত যদি তোমার অবকাশ না থাকে, তোমাকে অবকাশ করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে ছোট বড়, প্রিয় অপ্রিয়, দূর নিকট বিচার করিবে না। প্রতিবেশী মাত্রেরই সুখ দুঃখের সময়, যে যে প্রকারে পার, তাহার সহানুভূতি ও সাহায্য করিবে।

---

(৩২) স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য।

১৬৭। কুকুর ও শৃগালাদি জন্তু একের রবে শত শত প্রতিরব পায়। একটী কাক উৎপীড়িত হইলে শত শত কাক আসিয়া চীৎকার করিতে থাকে। বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হইলেও এক জাতীয় পশু পরস্পরকে চিনে। ইতর জীবদিগের মধ্যেও যদি স্বজাতির প্রতি এত মমতা আছে, তবে মনুষ্য সাধারণের মধ্যে একরূপ মমতা কত অধিক থাকা উচিত? জলসংস্থান ও কৃষিকার্য্যের অপরাপর সুবিধার নিমিত্ত যেমন এক এক চকের ভূমি পৃথক্কৃত থাকে এবং কোন ভূমি নিম্ন দেশে, কোন ভূমি উচ্চ দেশে থাকে, সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ভাগ অর্থাৎ জাতি আছে। পরস্পরের সুবিধার নিমিত্ত এবং উৎকর্ষ বর্দ্ধন জন্য এই জাতিভেদ রাখিয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি হয় না। সকলে স্ব স্ব জাতির উন্নতির চেষ্টা করিলে সহজে সিদ্ধি লাভ হয়। মনুষ্যের

মধ্যে স্ত্রী-জাতি ও পুরুষ-জাতিতেও এইরূপ পার্থক্য আছে। স্ত্রীরা পুরুষজাতির প্রতি দ্বেষ ভাবাপন্ন না হইয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির নিমিত্তই অধিক চেষ্টা করিবেন এবং সুখ দুঃখে স্ত্রীজাতির সহিত যোগ ও সহানুভূতি প্রদান করিবেন। পুরুষদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ স্থলে স্ত্রীরা ঐ সকল পুরুষের পত্নীগণের নামে তাহা করিবেন; তাহাতে ঐ পুরুষদিগের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও তাঁহাদের নম্রতা ও বিনয় গুণ অভিব্যক্ত হইবে।

লঙ্কাবিজয়ের পর রামচন্দ্র স্বদেশে প্রতিগমন সময়ে অযোধ্যাতে বিজয়োৎসব ও অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত লঙ্কা-সমর-সহায় বানর-সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষ বানরগণের আমোদোৎসবে সীতার যথেষ্ট সহানুভূতি হইবে না, এজন্য তিনি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে সেই বানর-সৈন্যগণের পত্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মহামতি গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীপদে অধিরূঢ় হইলে তাঁহার মতাবলম্বী পুরুষদিগের পত্নী ও অন্য স্ত্রীলোকেরা গ্লাডষ্টোনের পত্নীর নামে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তুর্কীদিগের সহিত গ্রীকদিগের যুদ্ধের সময় আমেরিকাবাসিনী স্ত্রীগণ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গ্রীকদিগের ক্লেশে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের নিমিত্ত স্বহস্তরচিত বিবিধ দ্রব্যে প্রপূরিত এক জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহারা গ্রীক রমণীদিগের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

---

(৩৩) ইতর জীবের প্রতি কর্ত্তব্য।

১৬৮। বালক বালিকারা পশুপক্ষীদিগের সহিত ক্রীড়া করিবা

থাকে। তাহাদের ন্যায় স্ত্রীরাও পশু পক্ষীদিগকে ভাল বাসে। সু-কুমারমতি কামিনীগণ মাতৃস্নেহে নানা প্রকার পশুপক্ষীর প্রতিপালন করিয়া থাকেন। প্রতিপালন গুণে সেই পশুপক্ষীরাও বশীভূত ও ইঙ্গিতজ্ঞ হয়। পরন্তু তাহাদের যতই গুণ বা উপকারিতা থাকুক, তবু তাহারা ইতর জীব, তাহাদের যে নিকৃষ্ট ইতর-জীব-ধর্ম্ম, তজ্জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত দূরে রাখিবে। সাধারণতঃ সকল পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীব জন্তুর উপর স্নেহ থাকিবে এবং তাহাদের দুঃখ ক্লেশ দেখিলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করিবে; তাহা হইলে স্নেহপূর্ণ রমণী-হৃদয়ের যথোচিত কার্য্য হইবে। শাস্ত্রে ইতর জীবের উদ্দেশে প্রত্যহ অন্ন (বলি) প্রদানের নিয়ম আছে। তাহা পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে একটী যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত।

---

(৩৪) রোগী ও দুঃখীর ক্লেশ মোচন।

১৬৯। রোগগ্রস্ত লোকের পক্ষে স্ত্রীলোককৃত শুশ্রূষাই এক ঔষধ স্বরূপ। যে স্ত্রী রোগীর সেবা করিতে না জানেন, রোগীর শুশ্রূষা জন্য রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য কষ্ট স্বীকার করিতে না পারেন, তাঁহার এই দোষ কোনরূপে ক্ষমার যোগ্য নহে। সেঁক দেওয়া, প্রলেপ দেওয়া, পটি বাঁধা, রোগীকে ঔষধ খাওয়ান এবং সর্ব্বাবস্থায় রোগীর ক্লেশে সান্ত্বনা করা, এই সকল কর্ম্ম যে স্ত্রী না জানেন, তাঁহার নিকট ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তে অন্য গুণ ও কর্ম্ম চাহি না। অন্য গুণপণায় তাহার ঐ ত্রুটির পূরণ হইবে না।

১৭০। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, ভয়ার্ত্তকে অভয় এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিবে। অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি নিরুপায়

রোকদের উপায় স্বরূপ হইবে। যিনি লোকের এক দিনের দুঃখ দূর করিয়া থাকেন,—যিনি শোকার্ত্ত জনের এক বিন্দু অশ্রুজল-মুছিয়া থাকেন, তাঁহাকেও ধন্য বলা যায়। দগ্ধভাগ্যা বিধবা স্ত্রীর প্রতি স্নেহ, মমতা, দয়া; সহানুভূতি প্রদর্শন করা সধবা স্ত্রীদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য।

---

(৩৫) সাধারণ কর্ত্তব্য।

১১১। গুরুজনের প্রতি ভক্তি, স্বামীর প্রতি প্রেম, স্বজনের প্রতি মর্য্যাদাক্ষিণ্য, পোষ্যবর্গের পোষণ, সন্তানের পালন, রোগীর শুশ্রূষা, অতিথির সেবা, আর্ত্তজনের সান্ত্বনা—এই গুলি নারী জাতির প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারে না, সে পশু; যেহেতু পশুরা গুরু ভক্তির কিছুই জানে না। স্বামীর প্রতি যাহার যথেষ্ট প্রেম নাই, সে ইতর জীব হইতেও অধম; যেহেতু কোন কোন ইতর জীবও ভর্তৃপ্রেম প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে স্বজনের প্রতি মমতাশূন্য—যে স্বপরিবারস্থ ব্যক্তিদের পোষণ করে না, সে জীবধর্ম্মবিহীন বৃক্ষাদি তুল্য; যেহেতু বৃক্ষসকলও কেবল আপনাপন অঙ্গের পুষ্টিসাধন করে, গাত্রসংলগ্ন লতাদিরও পোষণ করে না। যে গৃহে ক্রীড়াশীল বালক বালিকার আনন্দস্ফূর্ত্ত মধুর রব শ্রবণ করা যায় না, তাহা নিষ্পত্র ও বিশাখ বৃক্ষের ন্যায় শূন্যময়। যেখানে রোগীর শুশ্রূষা হয় না, তাহা বধ্যভূমি তুল্য। যে গৃহে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত পথিক শ্রান্তিলাভ করিতে পায় না, তাঁহা মরু-ভূমি সমান। যে নারী আর্ত্ত লোকের সান্ত্বনা করিতে জানে না, তাহার গৃহে লোকহিতার্থী দেবতারা পদার্পণ করিবেন না। ঈশ্বরের প্রতি যাহার ভক্তি নাই, তাহার হৃদয় পাষাণ-সদৃশ; সে ভয়ঙ্করী।

---

(৩৬) বৃদ্ধাবস্থার কার্য্য।

১৭২। নারী জাতির যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইল, এই সকল ধর্ম্ম-কার্য্য সমাধা করিয়া যিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েন, তিনি সকলের সম্মানার্হ হয়েন। তখন তিনি সংসারের কার্য্যে অশক্ত এবং তাঁহার মন ক্ষীণ ও শরীর জরাজীর্ণ ও রোগযুক্ত হইলে আর সকল লোক তাঁহার সাহায্য ও সেবা শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি তখন আর কিছু কঠিন কর্ম্ম করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তিনি এই সংসার পথের নূতন পথিকদিগকে যে পথের বার্ত্তা বলিয়া দেন, এবং তাঁহার সময়ের বিবিধ ইতিহাস কথা ব্যক্ত করেন, তাহাতে তাহাদের ও সংসারের মহোপকার করা হয়।

---

(৩৭) ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর।

১৭৩। ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ। তাঁহার আদেশে ধর্ম্ম ধর্ম্মত্ব পাইয়াছে। ধর্ম্মের সাধন পক্ষেও ঈশ্বরের কৃপা মূল। আমরা জড় পিণ্ডাকারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম; আমরা যে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হই, তাহা কেবল ঈশ্বরের প্রসাদে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা ঈশ্বরের দয়ার অধীন। অতএব জীবন ও মঙ্গলের নিমিত্ত, জ্ঞান ও ধর্ম্মের নিমিত্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবে। ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিবে। তিনি কৃপা করিলে তবে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা ও উন্নতি লাভ হইবে।

১৭৪। বণিকেরা যেমন লাভের প্রত্যাশায় দ্রব্যের আদান প্রদান করে, সেইরূপ ফলের প্রত্যাশায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে না। ঈশ্বরের আদেশ—এই ভাবিয়া, ধর্ম্ম পালন কর; ফল যাহা হইবে, তাহা ঈশ্বরের গোচর থাকিবে।

১৭৫। যে কার্য্য করিবে, তাঁহা ঈশ্বরের আদেশে, ঈশ্বরের উদ্দেশে করা হইতেছে—এমন জ্ঞান স্থির রাখিবে। সর্ব্বথা তোমার কার্য্যে ঈশ্বর প্রসন্ন থাকুন, তাহা হইলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ।

বিশেষ নীতি।

সন্তান পালন।

১০। যতদিন সন্তান গর্ভাশয়ে থাকে এবং যতদিন স্তনদুগ্ধে পরিপোষিত হয়, তত্তাবৎকাল সে মাতার শরীরের এক অংশ স্বরূপ। সে সময়ে মাতার স্বাস্থ্যের অনুসারে সন্তানেরও স্বাস্থ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। সেইরূপ মাতার মানসিক ভাবও সন্তানের মনে সঞ্চারিত হয়। অতএব সন্তানের সুপালনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রসূতির আপনারই সুপালন আবশ্যক।

২। প্রসূতিকে এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।—

গর্ভিণী অবস্থায় স্ত্রী—

(১) যথাকালে আহার করিবেন।

(২) যথাকালে নিদ্রা যাইবেন।

(৩) আলস্য ত্যাগ করিয়া যথোচিত পরিশ্রম করিবেন।

(৪) সাধ যায় বলিয়া দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার করিবেন না এবং উৎকট পরিশ্রম করিবেন না।

(৫) উৎকট ভয় ও চিন্তা ত্যাগ করিবেন।

(৬) সর্ব্বদা সচ্ছন্দ অবস্থায় থাকিবেন।

(৭) ক্রোধ, হিংসা, গর্ব্ব, অভিমান প্রভৃতি মানসিক দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে শান্ত করিবেন।

৩। প্রসবের পর শরীরে রস উদ্ভব হয়। তজ্জন্য এদেশে আগুনের তাপ দিবার রীতি আছে। কিন্তু কেবল ঔষধের গুণে শরীরের কোন রোগই নিবারিত হয় না। শরীরের প্রকৃতিতে একটী আরোগ্যকর গুণ বা স্বতঃপ্রতীকার শক্তি আছে, তদ্দ্বারাই শরীরের ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য ঔষধের বা তাপ দিবার প্রয়োজন হয়। অতএব ঔষধ ও তাপ যত অল্প সেবন করিলে চলে, তত অল্প সেবন করিবে। কেহ কেহ রসপাকের উদ্দেশে প্রসূতিকে মদ্যপান করাইয়া থাকে। তাহা বিগর্হিত।

৪। সন্তানের কি কি প্রয়োজন, একবারে তাহার সমুদায় কেহ জানিতে পারে না। তন্নিমিত্ত চিন্তা করা, পরীক্ষা কবা, গ্রন্থ পাঠ করা এবং উপদেশ শ্রবণ করা আবশ্যক। একে একে তাবৎ জানা যাইবে।

৫। ত্রস্ত হইয়া কোন পন্থা অবলম্বন করিবে না; বিদ্বেষবশতঃ কোন পন্থা ত্যাগও করিবে না। সুবিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে। যিনি সকল হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনিই কুশল লাভ করেন।

৬। কিছু দিন শিশুর প্রার্থনা সকল তাহার ক্রন্দন ও হস্তপদাদি চালনা দ্বারা বুঝিতে হয়। তন্নিমিত্ত অবহিত থাকিবে। সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও উদ্যম সহকারে তাহার প্রয়োজন সাধন করিবে।

৭। সন্তানকে সুপথ্য দ্রব্য আহার দিবে, ক্ষুধার মত আহার দিবে, অতি ভোজন করাইবে না।

৮। সন্তানকে মোটা করিবার জন্য কেহ কেহ অধিক করিয়া আহার দেন, তাহাতে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কেহ কেহ উত্তম জাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না। পচা হইলেও তাহা স্নেহ পূর্ব্বক ছেলেকে খাইতে দেন। দ্রব্যের প্রতি বা সন্তানের প্রতি ঈদৃশ স্নেহ অনুচিত।

৯। সন্তানকে অব্যাঘাতে নিদ্রা যাইতে দিবে; যাহাতে সুনিদ্রা হয়, এমন ব্যবস্থা করিবে। প্রথমে শিশুর নিদ্রাতেই উপকার হয়।

১০। সন্তানকে স্বীয় স্তন্য পান করাইবে। আপনি স্বহস্তে সন্তানের সকল কর্ম্ম করিবে; দাসী বা ধাইর প্রতি নির্ভর করিবে না। শিশুর নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে করিতে শিশুর প্রয়োজন সকল বিশেষ জানা যায়।

১১। শিশু যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়। সাবধান, যেন বিষাক্ত বা অস্বাস্থ্যকর কোন দ্রব্য সে না পায়।

১২। বড় হইলে সন্তানকে প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করাইবে।

১৩। প্রত্যহ সন্তানের শরীর পরিষ্কার ও ধৌত করিবে।

১৪। সন্তানকে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরাইবে। বস্ত্র অত্যন্ত কসিয়া পরাইবে না। যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চালনের ও বায়ু সঞ্চরণের ব্যাঘাত না হয়, এমন করিয়া বস্ত্র পরাইবে। তাহাকে উলঙ্গ থাকিতে দিবে না।

১৫। যথাকালে আহার, যথাকালে নিদ্রা, যথাকালে স্তন্য পান, যথাকালে বস্ত্র পরিবর্ত্তন, যথাকালে গাত্র ধৌত এবং যথাকালে বায়ু সেবন আবশ্যক। এ সকল বিষয়ে কালের সমতা রক্ষা করা মাতা ও সন্তান উভয়েরই পক্ষে উপকারী। তাহাতে সন্তানের শরীর ভাল থাকিবে, মাতাও অন্য কর্ম্মের অবকাশ পাইবেন।

১৬। সন্তানকে সর্ব্বদা বুকের উপর শুয়াইবে না, গায়ে পা তুলিয়া শুইতে দিবে না; অন্ধকার না হইলে ঘুম হয় না, কিম্বা আলো না থাকিলে ঘুম হয় না। সেই অভ্যস্ত বিছানাটী না হইলে ঘুম হয় না; এরূপ অভ্যাস-দোষ জন্মিতে দিবে না।

১৭। বালক বালিকাদিগকে বহু প্রকার ভয় বিভীষিকা দেখান

হয়। তাহাতে তাহারা সাহসহীন হইয়া পড়ে। এমনকি, কেহ কেহ অন্ধকারে যাইতে অত্যন্ত ভীত হয়। অতএব উক্ত্য অনুচিত।

১৮। সন্তানের ক্রীড়াশীল হওয়া, বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া, চলিতে শিক্ষা করা, মিষ্টভাষী হওয়া, কর্ম্মশীল হওয়া, এ সকলই মাতার সাহায্য অপেক্ষা করে। নাচান, দোলান, প্রভৃতি দ্বারা তাহার ক্রীড়াশীলতা বৃদ্ধি পায়, শব্দ সকলের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা তাহার মুখে অর্দ্ধস্ফুট কথাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হয়; পা পা করিয়া চলাইতে হয়; মিষ্ট কথা শুনিলে তবে সন্তান মিষ্ট কথা বলে; অল্প অল্প করিয়া কর্ম্ম অভ্যাস করাইলে তবে সে কর্ম্মশীল হয়। এ সকলেতে স্নেহময়ী মাতার স্নেহ আবশ্যক। স্নেহ ভিন্ন এ সকল কার্য্য সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। শিশু সন্তানকে যেমন মাতার স্তন-দুগ্ধে ঔষধ বাটিয়া দেওয়া হয়, তেমনি তাহার সকল প্রথম শিক্ষাই মাতৃস্নেহ-রস দ্বারা প্রযুক্ত হইলে শীঘ্র কার্য্যকর হয়। স্নেহে প্রমোদিত না হইয়া শিশু সন্তান প্রায় কোন কার্য্যই করিতে চায় না।

১৯। জন্মের পরক্ষণ অবধি সন্তানের শিক্ষা লাভ হইতে থাকে। যেমন সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে,—যেমন সে অবহিত হইয়া এক একটী শব্দ নিঃসারণ করে, অমনি তাহার এক একটী নূতন জ্ঞান লাভ হইতে থাকে। অতএব বিবিধ বিষয় তাহার দর্শন ও শ্রবণ পথে আনয়ন করিবে।

২০। ছেলে মানুষ শিখিতে পারিবে না, ইহা মনে করিও না। কত ছোট বয়সে শিশুর কেমন শিক্ষার অধিকার জন্মিতে পারে, ঠিক জানা কঠিন। অতএব সুশিক্ষার সকল বিষয় তাহার সম্মুখে ধরিবে। শিশুকে অজ্ঞান ভাবিয়া তাহার সম্মুখে কোন কুকথা বলিবে না,— কোন অযোগ্য কর্ম্ম করিবে না।

২১। ছেলের মা অবশ্যই অপেক্ষাকৃত প্রবীণ। সন্তানের প্রতি তাহার প্রবীণাবৎ আচরণ করা কর্ত্তব্য।

২২। সন্তানের কু-নাম রাখিবে না। অথবা তাহার নাম বিকৃত করিয়া ডাকিবে না।

২৩। সন্তানের এখন কেবল শিখিবার সময়। অতএব সে মাতাকে সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এবং শিখিতে কিছু বিলম্ব হইলে এক প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে। তাহার ঠিক উত্তর ও স্পষ্ট উত্তর দেওয়া উচিত। যাহা না জান, তাহা পুস্তকাদিতে দেখিয়া অথবা অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিবে। না জানিয়া হতগজ করিয়া উত্তর দেওয়া অনুচিত। প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াও অনুচিত। যদি দেখা যায় যে, সন্তান অনর্থক বা অসঙ্গত প্রশ্ন করে, অথবা কদর্য্য বিষয়ে প্রশ্ন করে, তবে সন্তানের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে না—ক্রোধও করিবে না; শান্ত ভাবে তাহার সেরূপ প্রশ্ন করা নিবারিত করিবে।

২৪। যাহা কিছু করিতে বলিবে, তাহার কর্ত্তব্যতা, যতদূর সম্ভব, বুঝাইয়া দিবে। পিতা মাতার হয়ত একটী শিক্ষা দিবার ত্রুটিতে সন্তানের বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

২৫। মাতা আবার সন্তানকে বিবিধ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অবিরক্ত ভাবে ও পরিমিত কথায় ঠিক উত্তর ও স্পষ্ট উত্তর দিতে শিক্ষা দিবেন; যেন সন্তান মূক অথবা বাচাল না হয়।

২৬। সমবয়স্কের ভাব সহজে গ্রহণ করা যায়। বালক অন্য বালকের ভাব বিলক্ষণ গ্রহণ করে। অতএব সন্তানকে তাহার সমবয়স্ক ও কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে দিবে। তাহাতে তাহার জ্ঞান ও ভাব বর্দ্ধিত হইবে।

২৭। সাবধান, যেন সে অসৎ সংসর্গে অসৎ বিষয় শিক্ষা না করে। সন্তান কোথায় যায়, কাহার সহিত কি বিষয়ে আলোচনা করে, কি পড়ে, কি খেলা খেলে, বা কি আমোদ করে, তাহার সমুদায় তত্ত্ব লইবে এবং তাহাকে দৃষ্টির মধ্যে রাখিবে।

২৮। অসৎসঙ্গ সর্ব্বনাশের মূল। বাল্যকালে কু-সঙ্গসূত্রে যে পাপ-কীট জীব-কুসুমে প্রবেশ করে, তাহা দূর করা দুঃসাধ্য। অনেক লোক বহুকাল পর্য্যন্ত সেই কীট-দংশনে অল্প বা অধিক কষ্ট পায়; কেহ কেহ জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়।

২৯। যদি সন্তানের কোন দোষ দেখা যায়, তাহা এক দিনে জন্মায় নাই; সুতরাং এক দিনেই তাহার সংশোধন হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব যে পথ দিয়া তাহার অন্তরে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সেই পথ রুদ্ধ করিয়া প্রযত্ন সহকারে ক্রমে ক্রমে তাহাকে সুপথে লইয়া যাইবে।

৩০। মানুষের প্রকৃতির যে ভেদ, তাহা বাল্যাবস্থা হইতেই দেখা যায়। সকল শিশু একই খেলায় অনুরক্ত হয় না, একই ভাবে উন্নত হয় না, একই প্রকারে শিক্ষাগ্রহণ করে না, একই প্রকার দণ্ডভয়ে ভীত হয় না। যাহাকে যে উপায়ে বর্দ্ধিত, শোধিত ও উন্নত করিতে পারা যায়, সেই উপায় তাহার প্রতি নিয়োগ করিবে।

৩১। সন্তানের প্রফুল্লতায়, বিশুদ্ধ আমোদে, নৃত্য, ক্রীড়া বা কোন ফলদায়ক কার্য্যে অনর্থক ব্যাঘাত দিবে না। সর্ব্বদা তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাকে হতপ্রভ করিবে না।

৩২। তুমি অন্যের যে দোষ সংশোধন করিতে চাও; তুমি নিজে সে দোষশূন্য হও; ইহা না হইলে তোমার কথা কেহ শুনিবে না। বিশেষতঃ দেখা যায়, মাতার যদি কোন দোষ থাকে, সেই দোষ ঢাকাই-

বার নিমিত্ত সন্তানকে সেই দোষাশ্রিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়। সরলচিত্ত শিশু মাতার দোষের বিষয় ব্যক্ত করিবে, এই আশঙ্কায় মাতা তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতেও শিক্ষা দেন। ইহা অত্যন্ত অনুচিত।

৩৩। সন্তান যদি জানে যে, তুমি নির্দ্দোষ; তুমি অস্থিরমতি নও; তুমি অযুক্তিযুক্ত কথা বল না; তুমি যাহা বল, তাহা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই বল; তোমার কথা না শুনিলে তাহার নিশ্চয়ই অনিষ্ট হইবে—এইরূপ প্রত্যয় থাকিলে সন্তান তোমার বাধ্য হইবে এবং বাধ্য হওয়াতে সুখানুভব করিবে।

৩৪। অবাধ্য বালকবালিকার ন্যায় আচরণ না করিলেই সন্তানকে বাধ্য বলা যায় না। সন্তান মনে মনে যথার্থ বাধ্য থাকিলে, তবে তাহাকে বাধ্য বলা যায়। মাতা যাহা বলিবেন, বাধ্য সন্তান সন্তুষ্টচিত্তে তাহা করিবে।

৩৫। কোন স্থানে ব্যথা পাইয়া সন্তান ক্রন্দন করিলে, মাতা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া কতকগুলি অন্যায় কর্ম্ম করেন। যেমন, কোন স্থানে সন্তান পতিত হইলে সেই স্থানে লাথি মারা; সন্তানকে কেহ গালি দিলে, কোন্ পক্ষ দোষী তাহা বিচার না করিয়া, অমনি যে গালি দিয়াছে, তাহাকে গালি দেওয়া। ইহাতে সন্তানের প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রবল হয়। তাহার যে দোষ থাকে, তাহা আরো বৃদ্ধি পায়।

৩৬। কোন অবস্থায় সন্তানের যথার্থ ক্লেশ হইতেছে কি না, তাহার বিবেচনা করিবে। বালক অনেক সময় ছল করিয়া ক্লেশ প্রকাশ করে, তাহাতে মাতার প্রশ্রয় পাইলে, সে আরো ছল করে।

৩৭। ন্যায্য রূপে সন্তানের যাহা পাওয়া উচিত, তাহা তাহাকে

দিবে। তাহা না পাইলে সন্তানের যে ক্ষোভ হয়, তাহা তাহার মনকে বক্র ও মাতার প্রতি বীতরাগ করে।

৩৮। সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের আকাঙ্ক্ষা সন্তান অধিক করে। স্নেহের সহিত অল্প দ্রব্য দিলেও সে সন্তুষ্ট হয়। স্নেহের সহিত ঘুম পাড়ান, স্নেহের সহিত গাত্র মার্জ্জনা, স্নেহের সহিত আহার দেওয়া, ইহাতে ছেলে আয়ত্ত হইয়া ঐ সকল স্নেহের সেবা গ্রহণ করে।

৩৯। স্নেহ-যুক্ত প্রবোধ বাক্যে শিশুর অনেক ক্ষোভ শান্তি হয়। উপর্য্যুপরি স্নেহ দেখাইলে অবাধ্য সন্তানও বশীভূত হয়।

৪০। আবার, সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং। অতি-আদরে সন্তানের সকল দুর্ব্বৃত্ততা জন্মিতে পারে। অত্যন্ত আদর প্রাপ্ত সন্তান মাতা পিতার নিতান্ত অবাধ্য হইয়া রোগের সময় কুপথ্য হেতু, অথবা ক্রীড়োন্মত্ততা হেতু, শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকে।

৪১। অতিশয় তাড়নাতেও সুফল হয় না। তাহাতে সন্তান স্ফূর্ত্তি-হীন জড়প্রায় হয়, অথবা আরো বিগ্‌ড়াইয়া যায়।

৪২। যাহা সন্তানকে দেওয়া উচিত নহে, তাহা কোন ক্রমেই তাহাকে দিবে না। ক্রন্দন করিলেই যদি সন্তান তাহার প্রার্থিত দ্রব্য পায়, তাহা হইলে তাহার সকল কুদ্রব্য পাইবার পথ রহিল। তাহার ক্রন্দন নিবারণও দুঃসাধ্য হইবে।

৪৩। লোভ, ক্রোধ, মিথ্যা কথা, গর্ব্ব, দ্বেষ, হিংসা, খলতা, প্রবঞ্চনা এবং ঐ সকল দোষ প্রযুক্ত গালাগালি ও মারামারি বালকদের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। এই সকল দোষের সংশোধন আবশ্যক।

৪৪। সন্তানের দোষ সংশোধন জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এক উপায়ে সকল সময়ে সকল কার্য্য সাধিত হয় না।

৪৫। সন্তান দোষ করিলে তাহাকে দোষ বুঝাইয়া দিবে; দোষী

ব্যক্তির যে ক্লেশ ঘটে, তাহার উদাহরণ দেখাইবে; সৎ লোকদিগের গুণ দেখাইবে ও তাহাকে তাঁহাদের সংসর্গে রাখিবে। তাহাতেও তাহার দোষ সংশোধন না হইলে তাহাকে দণ্ড দিবে।

৪৬। কেবল দণ্ডের ভয়মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত হইবে না। দণ্ড দিবার যোগ্য হইলে অবশ্যই দণ্ড দিবে। সন্তানের যেন এমন প্রত্যয় না হয় যে, দণ্ডের যোগ্য হইলেও হয়ত দণ্ড পাইব, হয়ত পাইব না।

৪৭। কখন বা দোষী সন্তানকে সাহস দিয়া কৃত দোষ স্বীকার করাইবে। দোষ স্বীকার করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবে। কিন্তু ইহা দেখা উচিত, যেন কেবল ক্ষমা পাইবার লোভে সে দোষ স্বীকার না করে।

৪৮। মাতার বিরাগই সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড। সন্তান দোষ-ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত যদি মাতার স্নেহের মিষ্টতা টুকু না পায়, মাতার প্রসন্ন মুখ বিষণ্ণ দেখে, তাঁহাতেই অনেক সন্তান শুধরিয়া যাইতে পারে। অস্নেহের চিহ্ন স্বরূপ কখন কখন তাহার প্রতি স্নেহপ্রদত্ত বস্তু কাড়িয়া লওয়া যায়। তাহার প্রিয় বয়স্যদিগের হইতে তাহাকে দূরে রাখা একবিধ দণ্ড। কতকক্ষণ বসাইয়া, দাঁড় করাইয়া বা গৃহবদ্ধ করিয়া রাখাও এক এক প্রকার দণ্ড। প্রহার অতি নিষ্ঠুর দণ্ড। কখন কখন ত্বরায় সন্তানকে বশে আনিতে বল প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু প্রহার-দণ্ড সকল দণ্ডের শেষ দণ্ড হওয়া উচিত।

৪৯। প্রহারের পর সময় বুঝিয়া সন্তানের প্রতি এমন স্নেহ প্রকাশ করিবে যেন সে তদুভয়ের তারতম্য দেখিয়া স্নেহ লাভের জন্য চেষ্টা করে। প্রহার সহ্য হইয়া গেলে তাহাকে বশ করা অসাধ্য হইবে।

৫০। যাহা উত্তম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা দণ্ডস্বরূপ করিতে দেওয়া অনুচিত; যেমন, দশ তা কাগজ লিখিতে দেওয়া; কোন পুস্তকের

কতকখানি মুখস্থ করিতে দেওয়া; কোন মান্য ব্যক্তিকে অধিক বার প্রণাম করা, ইত্যাদি। এরূপ করিলে ভাল কর্ম্মের প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হয়।

৫১। লঘু পাপে যেন গুরু দণ্ড না হয়। কাহারো কোন প্রিয় বস্তু অথবা বহু যত্নে সমাহৃত কোন বস্তু তাহার সন্তান নষ্ট করিয়া ফেলিলে মাতা সেই দ্রব্য-নাশ-নিবন্ধন যেমন নিদারুণ মনোব্যথা প্রাপ্ত হয়েন, সন্তানকে তেমনি নিদারুণ শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু সন্তান কি সে দ্রব্যের তেমন মূল্য বুঝিয়াছে? অতএব সন্তানের দোষের ফল না ধরিয়া তাহার অনবধান ইত্যাদি মনের দোষ অনুসারে দণ্ড দেওয়া উচিত।

৫২। সন্তানকে গোপনে দণ্ড দিবে। অন্যের নিকট তাহার দোষ কীর্ত্তন করিবে না; তাহাতে তাহার দুষ্কর্ম্ম জন্য লজ্জা খর্ব্ব হইয়া যাইতে পারে। প্রকাশ্য ভাবে দণ্ড দেওয়া যেন আর একটী গুরুতর দণ্ডরূপে বিবেচিত হয়।

৫৩। দোষী সন্তানের কোন নিন্দাবাচক নাম বা বিশেষণ দিবে না।

৫৪। অন্যের নিকট সন্তানের কেবল গুণকীর্ত্তন করিবে না, তাহাতে তাহার গর্ব্ব জন্মিতে পারে।

৫৫। তাহার যে গুণ আছে, একবারে তাহার অপলাপও করিবে না। যথার্থ গুণের অপলাপ করিলে তাহার মন চটিয়া যাইতে পারে, এবং তাহার উৎসাহভঙ্গে দমিয়া যাওয়া দোষ ঘটিতে পারে।

৫৬। সন্তানকে পুরস্কার দিতে হইলে এমন দ্রব্য পুরস্কার দিবে, যাহাতে তাহার জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির পক্ষে সাহায্য হয়।

৫৭। দুই তিন সন্তানের মধ্যে একের প্রতি মাতা পক্ষপাতী

হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়। "এক-চোখী" মা হইতে সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রথমাবধি সর্ব্ব প্রকারে পক্ষপাতীত্ব দোষ বর্জ্জন করিবে।

৫৮। সন্তান সত্য কথা বলিবে; দীন দুঃখীর প্রতি দয়া করিবে; ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিবে; স্নেহের পাত্রকে স্নেহ করিবে; মনুষ্য মাত্রকে প্রীতি করিবে; পরের দ্রব্য পাইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে; লোভপ্রযুক্ত অন্যের আহারের সময় তাহার বাড়ীতে যাইবে না; কাহারো আহারের দিকে তাকাইয়া থাকিবে না; অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবে না; কদর্য্য ভাষায় গালি দিবে না;—এই গুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৫৯। সৎ অন্তঃকরণের ও সৎ কর্ম্মের গুণ ও গৌরব সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিবে। সেইরূপ মন ভাল হয় এবং চরিত্র ভাল হয়, ইহার প্রতি সন্তানের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত করিবে।

৬০। খেলনা, পয়সা, সুমিষ্ট দ্রব্য বা অন্যান্য পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সৎকর্ম্ম করান উচিত নহে। তাহাতে সন্তানের প্রকৃতরূপে সৎকর্ম্ম শিক্ষা হয় না। মাতার হাস্যমুখ এবং শিরশ্চুম্বনই যেন সন্তানের যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান হয়।

৬১। যাহাতে সন্তানের স্মৃতি, অনুমান, অবধান, সুরুচি, বুদ্ধি, বল, সাহস, উদ্যম, শ্রম-প্রিয়তা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা বর্দ্ধিত হয়, এমন উপায় বিধান করিবে।

৬২। উপযুক্ত সময়ে সৎ বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে দিবে। যে ক্রীড়াতে বল, কৌশল-জ্ঞান, সাহস প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়, তাহাই উত্তম ক্রীড়া। প্রথম প্রথম ক্রীড়ার সময় হয় ত মাতার সাহায্য বা সন্নিধান আবশ্যক হয়।

৬৩। উত্তম বস্ত্র ও উত্তম খেলনা দিয়া সেই গুলি অতি যত্নে রক্ষা করিতে যদি সন্তানকে পীড়াপীড়ি করা হয়, তাহা হইলে সন্তানের চিত্ত সঙ্কুচিত হয়। তদপেক্ষা মোটা বস্ত্র ও শক্ত খেলনা দিয়া স্বচ্ছন্দ মনে খেলিতে দেওয়া ভাল।

৬৪। কিন্তু ক্রীড়া উপলক্ষে সন্তান যেন কাহারও কোন দ্রব্য বা উদ্যানের ফল পুষ্প প্রভৃতি নষ্ট না করে।

৬৫। লম্ফন, ঝম্পন, ধাবন, সন্তরণ, এই সকল ব্যায়াম অতি আবশ্যক। তাহাতে (১) অবয়বের পুষ্টি ও বল সাধন হইবে; (২) নানা স্থলে সে অভ্যাস কাজে আসিবে।

৬৬। কন্যা ও পুত্রকে তাহাদের ভিন্ন স্বভাবের উপযোগী ভিন্ন প্রকার খেলা খেলিতে দিবে। যেমন, কন্যার পক্ষে পুতুলের লালন; পুত্রের পক্ষে ভাটার প্রক্ষেপ ইত্যাদি।

৬৭। সন্তানকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ দিবে এবং সেই পরিচ্ছদ পরিধান করা ঠিক হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৬৮। পাঠের উপযোগী দ্রব্য ও গৃহোপকরণ সামগ্রী এবং অস্ত্র শস্ত্র যান বাহনাদির সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিবে।

৬৯। পরিষ্কারপ্রিয়তা, শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ও সামঞ্জস্যপ্রিয়তা, এই গুণগুলি সন্তানের মনে উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত করিবে।

৭০। শিশু সন্তানগণকে তাহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণের হস্তে স্থাপন করিবে। তাহাতে ঐ কন্যাগণ বালিকা বয়স হইতেই সন্তান-পালন প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে থাকিবে।

৭১। ভবিষ্যতে কন্যার সাংসারিক অবস্থা যেমন হউক, সে যেন আপনাকে সচ্ছন্দে চালাইয়া লইতে পারে, এজন্য কন্যাকে সমস্ত গৃহ-কার্য্যের শিক্ষা দিবে।

৭২। যত্নপূর্ব্বক রোগীকে ঔষধ ও পথ্যাদি প্রদান করিতে হয়। রোগীর নানাবিধ সেবাতে বিশেষ সহিষ্ণুতা আবশ্যক হয়। শিক্ষিত হইলে বালিকারাও ঐ সকল গুণের অনেক পরিচয় দিয়া থাকে।

৭৩। যে সকল দাস দাসী অসদাচারী এবং সর্ব্বদা অপরাধ করিয়া দণ্ড ভোগ করে, তাহাদের হস্তে সন্তানকে ন্যস্ত করিবে না। কারণ, তাহারা অলক্ষ্যরূপে সন্তানের মনে ঐ সকল অসদাচরণের বীজ প্রক্ষেপ করিবে।

৭৪। কুটুম্ব বন্ধু বা আগন্তুক অতিথিদিগের নিকটে অথবা অপরের বাড়ীতে গিয়া সন্তান সদ্ব্যবহার করে, এমন উপদেশ ও শিক্ষা দিবে।

৭৫। চঞ্চল বালকদিগকে সচরাচর বেঙ, ফড়িঙ্গ প্রভৃতি ইতর জন্তুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে দেখা যায়; তাহা নিবারণ করিবে।

৭৬। সন্তানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও ন্যায়, সত্য ও দয়ার আচরণ শিক্ষা করাইবে। তোমার পক্ষে যাহা ক্ষুদ্র, তোমার সন্তানের পক্ষে তাহা ক্ষুদ্র না হইতে পারে।

৭৭। তোমার সন্তানকে আর সকলেই ত্যাগ করিতে পারে—তাহার পিতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু তোমার ত্যাগ করিবার যো নাই। যদি সে দোষী হয় বা রোগী হয়, তোমাকে তাহার সহিত ভুক্তভোগী হইতে হইবে। যেহেতু সে তোমার শরীরের এক অংশ। আজীবন তোমাকে সন্তানের শুভ চেষ্টা করিতে হইবে।

৭৮। তোমার সাংসারিক যে ক্লেশ ও চিন্তা থাকে, তাহা সন্তানের নিকট যথাসাধ্য গোপন করিবে। কারণ, তোমার দীর্ঘ জীবনের

ও বৃহৎ সংসারের গুরু চিন্তা তাহার বালহৃদয়কে পর্য্যাকুলিত ও তাহার উদয়োন্মুখ প্রতিভাকে বিধ্বস্ত করিতে পারে।

৭৯। শিক্ষার উপযুক্ত সময়ে তাহাকে যে শিক্ষা না দিবে, তাহা বহুকালে তাঁহার শিক্ষিত হইবে না।

৮০। যাহাতে মনের সকল সৎপ্রবৃত্তি সর্ব্বসামঞ্জস্য রূপে বৃদ্ধি পায়, এমন শিক্ষা দিবে।

৮১। এমন কোন শিক্ষাই সন্তানকে দিবে না, যাহা তাহার কিছু দিন পরে ভুলিয়া যাওয়া আবশ্যক হইবে।

৮২। সন্তানকে এমন শিক্ষা দিবে যে, মনুষ্যের জীবন কেবল আপনার সুখ সাধনের জন্য নয়, পরন্তু সাধারণের সুখ বর্দ্ধনের জন্য। প্রত্যেকে স্বপরিবারস্থ ও স্বদেশস্থ সকলের সুখের জন্য চেষ্টা করিবে এবং তন্নির্ব্বাহের জন্য আপনাকে রক্ষা করিবে। ভ্রাতা ও ভগিনীগণ পরস্পর "ভাগ-বৈরী" নয়, পরন্তু অন্যোন্যের হিতৈষণার পাত্র।

৮৩। যে উন্নতির বীজ তোমার সন্তানের মনে রোপিত হইবে, তাহা যদি সদ্য অঙ্কুরিত না হয়, অপেক্ষা কর, যথাসময়ে তাহা অবশ্যই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইবে।

৮৪। স্বভাবের কি বিচিত্র শোভা ও মহত্ত্ব; মানব জীবনের কত উচ্চ অধিকার; মনুষ্যের শিক্ষার কত অনন্ত বিষয় আছে; তাহার যথাসম্ভব জ্ঞান বালকের মনে প্রবিষ্ট করিয়া দেও, তাহা হইলে সে চিরদিন তাহার শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে থাকিবে এবং সুখে বর্দ্ধিত হইবে।

কন্যা ও পুত্রবধূর পালন।

১। পুত্র ও কন্যা এক স্থানে জাত ও একত্র প্রতিপালিত বটে,

কিন্তু যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ কৃত হইবে। তখন অপরের এক পুত্রকে জামাতা পদে বরণ করিয়া কন্যাকে তাহার গৃহে প্রেরণ করিতে হইবে এবং অপরের এক কন্যাকে বধূরূপে স্বগৃহে আনয়ন করিতে হইবে। এমন অবস্থায় যে সম্বন্ধ-বিপর্যায় ঘটে, তাহা হইতে মঙ্গল লাভ কিরূপে সম্ভব হয়? সেই অবস্থার উপযোগী যে কতকগুলি নীতি আছে, তাহা পালন করিলে তবে সেই দুই সম্বন্ধ সুখের কারণ হয়; নতুবা ঐ সম্বন্ধ-বিপর্য্যয়ে সুখ শান্তিরও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

২। যাঁহার পুত্র না থাকে, অথবা যিনি অন্য কোন কারণে কন্যাকে জামাতৃগৃহে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার চেষ্টা হয় যে, জামাতা চিরদিন তাঁহার গৃহে বাস করে। ইহা নানা অনিষ্টের কারণ হয়। পুরুষের অবলম্বনে—পুরুষের আশ্রয়ে স্ত্রী অবস্থিতি করিবে, ইহাই যদি স্বাভাবিক হয়, তবে পুরুষের স্বগৃহে স্বপদে দৃঢ় হইয়া থাকাই উচিত। ইহার অন্যথা ঘটাইলে কন্যা ও জামাতা কাহারই সমুচিত মর্য্যাদা থাকিবে না, এবং তাঁহাদের কেহই যথোচিতরূপে সুখী হইবে না।

৩। স্ত্রীদিগের জামাতা ও পুত্রবধূ ঘটিত যে সকল অভিলাষ স্বার্থপরতা-মূলক, তাহা বড়ই অনিষ্টকর। জামাতা যদি কন্যার প্রতি অতি আসক্ত ও পক্ষপাতী হয়, তাহাতে কন্যা-জননী প্রায়ই সুবিধা ও সুখ বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহার মনে করা উচিত যে, তাহার পুত্র ঐ রূপ স্ত্রী-আসক্ত হইলে তাহা তাহার কেমন লাগিত।

৪। সাধারণতঃ এই নিয়ম বলা যাইতে পারে যে, তোমার পুত্রবধূ পিতৃগৃহে ও তোমার গৃহে যেরূপ ব্যবহার করিলে তুমি সুখী হও, তোমার কন্যাকে তাহার স্বামী গৃহে ও তোমার গৃহে সেইরূপ ব্যবহার

করিতে দেও। সাধারণের নিকট যে সকল বিষয় দোষ বলিয়া গণ্য, তাহা যদি তুমি অত্যাদর বশতঃ তোমার কন্যা ও পুত্রবধূ উভয়েতে ঘটাইতে চাও, তাহা কোন পক্ষেই শ্রেয়স্কর নহে।

৫। কোন কোন স্ত্রী আপনার আলস্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, বা আমোদ-প্রিয়তাদি দোষহেতু স্বীয় শাশুড়ীর নিকট বরাবর তিরস্কৃত হইয়া আসিয়াছেন, তিনি হয়ত মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার যদি পুত্রবধূ হয়, তিনি তাঁহার সেই "ননীর পুতুলকে" তাঁহার নিজের উপভুক্ত ক্লেশ স্পর্শ করিতে দিবেন না। কিন্তু তাঁহার সেই আদরের বধূ বাস্তবিক ননীর পুতুল নহে; তাহাকে পরে সংসারের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হইবে। প্রথম বয়স হইতে তাহার উপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। প্রথমে কন্যা বা পুত্রবধূকে স্বেচ্ছাবিহারিণী করিয়া দিলে চিরদিনের মত তাহাদের অনিষ্ট করা হয় এবং জামাতা বা পুত্রের ক্লেশের কারণ সৃষ্টি করা হয়।

৬। বৈবাহিক কুটুম্বগণ (বেহাই ও বেহান) পরস্পর কেহ কাহারো উপরে কোন নির্ভর রাখেন না। এজন্য তাঁহারা সামান্য কারণে অথবা আরো নিঃসম্পর্কীয় লোকদের খলতায় পরস্পর বিবাদ করিয়া বসেন। কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ অথবা কন্যা ও জামাতা স্বীয় স্বীয় শ্বশুরালয়ের প্রতি বীতরাগ হইলে, সেই দম্পতীর মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য জন্মিয়া কত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে, তাহা ঐ ক্রোধাহঙ্কার-পরতন্ত্র বৈবাহিকদিগের চিন্তা করা উচিত। পিতৃপক্ষের প্রতি জামাতা ও পুত্রবধূর যে স্বাভাবিক মমতা থাকে, তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।

৭। শৌচাচার, রন্ধন, ভোজন প্রভৃতি সামান্য সামান্য ব্যবহারের পদ্ধতি সর্ব্ব পরিবারে সমান নহে। এবিষয়ে শুচিতা ও

সৌষ্ঠবের বিচার কর; কিন্তু তোমার কন্যার বা পুত্রের শ্বশুর গৃহে তেমনটী নাই বলিয়া অনর্থ তুলিও না। এ বিষয়ে সাধারণতঃ তোমার কন্যা ও পুত্রবধূ উভয়কেই স্বীয় স্বীয় নূতন গৃহের রীতি মানিয়া চলিতে শিক্ষা দিবে।

৮। তোমার কন্যার ও পুত্রবধূর পিতৃগৃহের শিক্ষিত রীতি নীতি ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহা তাহাদের নূতন গৃহের পরিজনবর্গের বিপরীত বা অনুপযুক্ত বোধ হইতে পারে। তজ্জন্য সহসা অসহিষ্ণু হইয়া কোন পক্ষের মনোব্যথা জন্মাইও না। ক্রমে কার্য্যের চক্রে নীচোচ্চ সমান হইয়া যাইবে; রুচি ও আচার পরিষ্কৃত হইতে থাকিবে।

৯। কন্যার শ্বশুর গৃহে গমন কালে মাতা তাহার সহিত কতক কতক গৃহ সামগ্রী প্রেরণ করেন। তাহার শ্বশুরের প্রতিবেশিনীরা আসিয়া দেখে যে, বধূ কেবল একাকিনী আসিয়াছেন, এমন নহে; ধন সম্পত্তি সঙ্গে আনিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা মাতার প্রদত্ত শিক্ষা ও আশীর্ব্বাদের নিদর্শন স্বরূপ। মাতা কন্যাকে এমন সকল গুণে বিভূষিতা করিয়া পাঠাইবেন এবং ঈশ্বরের নিকট এমনি প্রার্থনা করিবেন যেন কন্যার গমনাবধি তাঁহার জামাতৃ গৃহের ধন-সম্পদ শ্রী ও যশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

১০। কন্যা যদি তাহার পতিগৃহের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া সকল দিক রক্ষা করেন এবং তাহার সৎকার্য্যের যশ চারি দিকে বিস্তারিত হয়, তাহাতে মাতার মুখ উজ্জ্বল হয় এবং তাঁহার কন্যা-জনন সার্থক হয়।

১১। শাশুড়ী জামাতৃ-গৃহে গমন করিলে স্বভাবতঃ তাহার কন্যার পক্ষপাতী হইয়া পড়িবেন, এই জন্য শাশুড়ীর জামাতৃ-গৃহে গমন এ দেশে এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। দৌহিত্রাদির জন্ম দ্বারা আত্মজ-

সম্পর্ক বদ্ধমূল না হইলে জামাতৃ গৃহের ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে। এজন্য পুরুষের পক্ষে নিষেধ এই যে, দৌহিত্র জন্ম না হইলে তিনি জামাতৃগৃহে অন্ন গ্রহণ করিবেন না অর্থাৎ তথায় অবস্থিতি করিবেন না। ফল এই, কেহ জামাতৃগৃহের ধন সম্পত্তির উপর কোন প্রকার লোভ করিবে না।

১২। বৃদ্ধাবস্থায় তোমার সেবা ও সাহায্য করিবার আর কেহ না থাকিলে তুমি হয়ত তোমার কন্যার প্রতি বিশেষ আশা করিবে। কিন্তু তোমার দেখা উচিত যে, তুমি তাহাকে যে গৃহে সমর্পণ করিয়াছ, সেই গৃহের দাবী তাহার পক্ষে সর্ব্বোপরি প্রবল। শ্বশুর-ভবনের সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া যদি সে তোমার সেবাশুশ্রূষাদি করিতে পারে, ভালই। তাহা না হইলে তুমি তাহাকে কর্ত্তব্যপরবশা ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইবে; তাহার প্রতি কোন অনুযোগ করিতে পারিবে না।

১৩। কন্যা শ্বশুর-ভবনে গমন করিলে তাহার প্রতি মাতার কর্ত্তব্য আর অল্পই থাকে। পরন্তু অপরের কন্যা বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া পুত্রবধূ রূপে স্বগৃহে আনীত হইলে তাহার প্রতি আজীবনের কর্ত্তব্য উপস্থিত হয়।

১৪। বিধাতার নির্ব্বন্ধানুসারে যে বালিকা পিতা মাতার স্নেহের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তোমার পুত্রের হস্ত ধরিয়া তোমার গৃহে উপনীত হইয়াছে, তাহার প্রতি তোমার কত স্নেহ হওয়া উচিত। গর্ভ-ভার বহন না করিয়াও তোমার এক কন্যা লাভ হইল। বোধ হয়, বিধাতা যেন মানুষের স্নেহের সীমা কত, তাহা দেখাইবার জন্যই এই-রূপে স্নেহের কারবার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। বিধাতার এই নির্দেশ বুঝিয়া কার্য্য কর। পরের সন্তানকে কত ভাল বাসিতে পার, পুত্র-বধূতে তাহা দেখাইয়া দেও।

১৫। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি বিষয়ে স্ত্রীদিগের "বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।" ইহা যে কেবল স্বামীর নিকট, তাহা নহে; কেবল যে স্বামী-গৃহের লোকদের নিকট, তাহাও নহে; পিতা মাতার নিকটেও লজ্জাবতী ও অভিমানিনী বালিকা ঐ সকল বিষয়ে আত্মগোপন করে। রোগ ও দুঃখের সময় ঐরূপ অভিমানজনিত আত্মগোপন প্রায় সকলে করিয়া থাকে। কিন্তু স্নেহময়ী মাতার নিকট তাহা অগোচর থাকে না। তিনি সময় বুঝিয়া অথবা সন্তানের মুখ দেখিয়াই তাহার অন্তরের ভাব টের পান। মাতার ন্যায় অবহিতা হইলে শাশুড়ীও পুত্রবধূর মনের ভাব জানিতে সমর্থা হইবেন। যে শাশুড়ী এইরূপে পুত্রবধূর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সকল স্বয়ং বুঝিয়া যথাকালে তাহার পূরণ করিয়া দেন, তাঁহার বধূ তাঁহার একান্ত বশীভূত হয়; তাহাতে বধূ ও শাশুড়ী উভয়েই সুখী হইতে পারেন।

১৬। বধূর রীতি নীতির যে সকল দোষ আছে, অল্পে অল্পে তাহার সংশোধন করিবে। যে সকল গৃহকর্ম্ম তাহার অভ্যস্ত নহে, তাহা অভ্যাস করাইবে। তোমার নিকট তাহার যে সকল ত্রুটি ও অপরাধ হয়, তজ্জন্য সেই স্বল্পবুদ্ধি স্নেহের পাত্রী বধূর উপর আড়ি করিয়া না থাকিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে এবং প্রকারান্তরে কৌশলক্রমে তাহাকে তোমার প্রতি যথোচিত সম্মানাদি করিতে শিক্ষা দিবে।

১৭। যিনি উপরোক্ত প্রকারে বধূর আকাঙ্ক্ষা সকল পূরাইয়া দেন; যিনি বধূর ত্রুটি সকল আপনার গৃহ মধ্যেই সংশোধন করিয়া লয়েন, তাহার বৃত্তান্ত বাহিরে প্রচার হইতে দেন না; প্রত্যুত যিনি বধূর সৎকর্ম্মের যশ প্রচার করেন, তাঁহার বৌ'পালনের সুখ্যাতি হয়। যিনি তাহা না করেন, তাঁহার বধূ-কণ্টকী (বৌ-কাঁটকী) নাম হয়। এই দুর্নাম সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

১৮। এদেশে আর একটা কথা চলিত আছে—"ঝিকে মেরে বৌকে শেখান।" তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বধূর কোন দোষ দর্শন করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া, যদি পার, তদনুরূপ দোষী অন্য কোন আত্মীয় জনকে শাসন করিয়া তদ্দ্বারা বধূকে শিক্ষা দিবে। ইহা বধূ-শাসনের নিপুণতার পরিচয় বলিতে হইবে। অপরের কন্যার প্রতি একবারে কঠিন না হইয়া কৌশল পূর্ব্বক তাহার দোষ সংশোধন করা বিহিত।

১৯। যে সকল কর্ম্ম তুমি স্বয়ং করিয়া থাক, তাহার সম্পাদনে তোমার বধূকে সহকারিণী করিবে। তাহাকে তোমার শ্বশুরের ও পিতার বংশের প্রাচীন বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করাইবে এবং কুলপ্রথা প্রতিপালনে সুশিক্ষিত করিবে। যেমন তাহার যোগ্যতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তেমনি অল্পে অল্পে সংসারের ভার তাহার উপর দিয়া আপনি অবসর লইবে।

২০। মনুষ্য জীবনের অনেক সাধ; মনুষ্যের বিবিধ চেষ্টা ও অশেষ আকাঙ্ক্ষা। মনুষ্যকে সুপথ দেখাইয়া দেও এবং শক্তি মতে সেই পথে স্বাধীন ভাবে চলিতে দেও। ক্রমে ক্রমে তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার স্ফূর্ত্তি হইবে। তবে সে সুপথে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার যশ ও শ্রী স্থায়ী হইবে। আর, যদি তুমি মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মুখ বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিতে চাও, সে অন্তরে অন্তরে প্রবল হইয়া তোমার বিদ্রোহে উত্থিত হইবে। এই বুঝিয়া তুমি তোমার পুত্রবধূকে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তি সম্পন্ন যথার্থ "মানুষ করিয়া" দেও, যেন সে নারী-স্বভাবের সকল অংশে পরিপুষ্ট হইয়া তোমার সংসারভার ধারণে সমর্থ হয়।

২১। শাশুড়ী যদি পতিহীনা হয়েন, তখন তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য

অবলম্বনীয়। তখন তাঁহার সংসারে অধিক লিপ্ত না থাকাই উচিত। তদবস্থায় তিনি যদি মনে করেন যে, তিনি আর আপনার গৃহে নাই, তিনি তাঁহার পুত্রবধূর গৃহে আছেন, তাহা তাঁহার অগৌরবের বিষয় নহে। যেহেতু, স্বকীয় পুত্রবধূর গৃহে সুরক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের শেষ জীবন অতিবাহিত করা সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিতে হয়।

৯২। পুত্রবধূর প্রতিপালনে শাশুড়ীর যে সকল দোষ ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে পক্ষপাতিতা দোষ অতি বিষম। এ বিষয়ে পক্ষপাতিতা দুই প্রকারে হয়। (১) বধূদিগের সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কোন এক বা কয়েকটী বধূর প্রতি পক্ষপাতিতা। (২) পুত্রবধূ ও কন্যার সম্বন্ধে কন্যার প্রতি পক্ষপাতিতা। পুত্রবধূদিগের সম্বন্ধে যে পক্ষপাতিতা হয়, তাহার ফল বিষময়। স্বীয় গর্ভজাত দুই সন্তানের মধ্যে কাহারো প্রতি মাতা পক্ষপাতী হইলে কতক রক্ষা আছে; যেহেতু ইহারা তিন জনই পরস্পর গুরুতর সম্পর্কে সংবদ্ধ। কিন্তু পুত্রবধূগণ পরের সন্তান এবং তাহাদের পিতৃপক্ষেও হয়ত তাহারা পরস্পর নিঃসম্পর্কীয়। তেমন অবস্থায় যাঁহার সহিত তাহারা কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে স্নেহের বন্ধনে একত্র, সেই শাশুড়ীর স্নেহের যদি তারতম্য হয়, তাহা হইলে বধূগণের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবার বিচিত্রতা কি? এবং শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কেন? বস্তুতঃ, গৃহিণীর এইরূপ পক্ষপাতিতা দোষে অনেকের সোনার সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। সোদরগণের সৌভ্রাত্র তাহাদের পরিবারের আভ্যন্তরীণ সেই সম্ভেদ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

৯৩। যদি বধূগণ আপনাপন সম্পদে পরিপুষ্ট থাকে, যদি তাহারা দেখে যে, শাশুড়ীর পক্ষপাতিতায় তাহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,— অথবা যদি তাহারা নিরীহস্বভাব বা সদ্ভাবপ্রিয় হয়, তাহা হইলে হয়ত

শ্বাশুড়ীর পক্ষপাতিতায় সেই বধূগণের মধ্যে তাদৃশ অনর্থ উৎপাদিত না হইতে পারে। পরন্ত শাশুড়ী যদি কন্যার পক্ষপাতিনী হইয়া বধূর প্রতি বীতরাগ হয়েন, সে রোগের অন্য কোন রূপে প্রতীকার হয় না। যদি কোন গৃহিণী তাঁহার কন্যাকে পতি-গৃহে কষ্ট পাইতে শুনেন, তিনি তাহার অবস্থার সহিত তাঁহার পুত্রবধূর সুখের অবস্থার তুলনা করিয়া হয়ত কন্যার প্রতি স্নেহের আধিক্য এবং বধূর প্রতি স্নেহের হ্রাস করিয়া ফেলেন। তখন তাঁহার অপত্যস্নেহের প্রবলতাপ্রযুক্ত হয়ত ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার নিজের বা পুত্রের সকল বা অর্দ্ধ সম্পত্তি দান করিয়া কন্যার ক্লেশ দূর করেন। তাহাতে প্রায়ই পুত্রবধূ প্রতিবাদিনী হইয়া উঠে। অল্প বা বিস্তর এই কারণেই শাশুড়ী ও বধূতে আন্তরিক বিবাদ জন্মিয়া তাহা বাড়িতে থাকে। এস্থলে বধূরও বিবেচনা করা উচিত যে, শাশুড়ীর সুখসচ্ছন্দতার জন্য যেমন তাঁহার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন, তেমনি তাঁহার অন্তরের শান্তির জন্য তাঁহার সন্তানের ক্লেশ বিমোচনার্থ সাহায্য করারও প্রয়োজন। পক্ষান্তরে শাশুড়ীরও এমন মনে করা উচিত যে, তিনি তাঁহার কন্যার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। তেমন অবস্থায় তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ, যাহার যেরূপ ভাগ্য, সেইরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে; তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করা বিফল। যদি কোন কন্যার বৈধব্য সংঘটন হয় এবং সে পিতৃগৃহে মাতার আশ্রয়ে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, সেই কন্যার চেষ্টা হয় যে, সে তাহার ভ্রাতৃগৃহে আধিপত্য বা প্রধানত্ব লাভ করে। এই উদ্দেশে সে তাহার ভ্রাতৃজায়ার দোষান্বেষণ করে এবং তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করে। বধূর পক্ষে এই ঘটনা সামান্য ক্লেশজনক নহে। আর যদি গৃহিণী এ বিষয়ে কন্যার পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে বধূর অবস্থা সমূহ যন্ত্রণাকর। যে বিধবার সংসার-কামনা ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা উচিত,

তাহার আবার অন্ত গৃহে আসিয়া সর্ব্বেশ্বরী হইবার চেষ্টা যে কি বিষম ব্যাপার, তাহা সহজে অনুভূত হয়। অপরন্তু, যিনি প্রাচীনা গৃহিণী, তিনি যদি তাঁহার স্বত্ব তাঁহার যথার্থ উত্তরাধিকারিণীকে না দিয়া কন্যার সহিত তাহার ছিদ্রান্বেষিণী হয়েন এবং তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কোন্ অনর্থ উপস্থিত না হইবে? বস্তুতঃ, এইরূপ হইলে শাশুড়ী ও বধূতে বিবাদের চূড়ান্ত হইয়া উঠে। যিনি সৎ গৃহিণী, তিনি এই দুর্ঘটনার অঙ্কুর কালেই তাহা বিনষ্ট করিবেন। তিনি কাহারো প্রতি পক্ষপাতিনী না হইয়া সর্ব্বথা ন্যায় পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক যাহার যে স্বত্ব ও অধিকার তাহা তাহাকে দিবেন। তিনি বধূর ষোল আনা বজায় রাখিবেন, অথচ মাতার নিকট কন্যার যাহা প্রাপ্য তাহা কন্যাকে দিতে ত্রুটি করিবেন না। তাঁহার মনের ভাবে এবং হস্তের কার্য্যে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে, তিনি কন্যা ও পুত্রবধূ উভয়েরই সমান হিতাকাঙ্ক্ষিণী।

২৪। মৃত্যুকালে যে গৃহিণীর কন্যা ও পুত্রবধূ উভয় পার্শ্বে বসিয়া উভয়েই সমভাবে তাঁহার বিয়োগ হেতু শোকে অশ্রু-বিসর্জ্জন করে, এবং দুই ভগিনীর ন্যায় অকৃত্রিম ভাবে পরস্পরের দুঃখে সহানুভূতি করে, তাঁহারই কন্যা ও পুত্রবধূর পালন সার্থক।

সুগৃহিণীর ব্যবস্থা।

১। বৃক্ষ প্রথমাবস্থায় যখন নব নব শাখা পল্লবে সুসজ্জিত হয়, তখন তাহার শোভা দেখিয়াই লোকে সুখী হয়। বৃক্ষটী বড় হইলে লোক তখন তাহার শীতল ছায়ায় আসিয়া বিশ্রাম লাভ করে। পরে তাহার নিকট লোক ফলের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। স্ত্রীগণ সেইরূপ প্রথম

বয়সে সুশ্রীকতায় প্রীতিদায়িনী হইতে পারেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের নিকট ক্লেশ নিবারণ ও সান্ত্বনা প্রভৃতি ছায়ার গুণ প্রত্যাশা করা যায়। তৎপরে গৃহিণীর অবস্থায় তাঁহাদের নিকট বিবিধ ফলের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে।

২। গৃহের চারি চাল একত্র করিয়া বাঁধিলেই তাহাতে দশ জন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই সকল লোককে উপযুক্ত স্থান দিতে এবং তাহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে গৃহিণীকে দায়ী বিবেচনা করা যায়।

৩। এক একটী পরিবারে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, দাস, দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি, পুরোহিত, বৈদ্য, বন্ধু, রক্ষী, বাহক প্রভৃতি নানা প্রকার লোকের কার্য্য থাকে। গৃহিণী এই সকল লোকের কার্য্য নিয়মিত করিবেন। তিনি সুব্যবস্থা দ্বারা ঐ সকল লোককে যতদূর সম্ভব সুখে কার্য্য করাইবেন।

৪। স্ব সম্পর্কীয়, দূর সম্পর্কীয়, ছোট, বড়, এত প্রকার লোক লইয়া যে এক একটী পরিবারের কর্ম্ম হয়, ইহাদের সকলের বুদ্ধি বা বিবেচনাশক্তি সমান হইবে, অথবা সকলের মতি বা ইচ্ছা এক হইবে, ইহা সম্ভব নহে। সকলে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ঠিক উচিত মত কর্ম্ম করিবে, তাহাও প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব গৃহিণীকে এই সকল প্রবৃত্তিভেদ বুঝিয়া সুকৌশলে লোকদিগকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পথে চালাইতে হইবে।

৫। গৃহিণীপণার মূলমন্ত্র সহিষ্ণুতা। যে বৃক্ষের শাখা পল্লব অধিক, তাহাকে যেমন অপেক্ষাকৃত অধিক বাত্যাবেগ সহিতে হয়, তেমনি যাহার পরিবারে লোক অধিক এবং কর্ম্ম অধিক, তাহার সহিষ্ণুতা তত অধিক আবশ্যক হয়। সকল লোক সকল সময়ে অনুকূল থাকে না; সর্ব্ব কার্য্যেই লাভ হয় না; যথাকালে সমস্ত দ্রব্যের সংযোজন ঘটে না; সঞ্চয় দ্রব্য অটুট থাকে না। এমন স্থলে গৃহিণীর অপ্রতীতিকর বা

অমনোমত ব্যাপার কত ঘটিতে পারে। তখন সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করিলে লোক আরো অনায়ত্ত হইয়া অধিকতর অনিষ্টোৎপাদন করিবে।

৬। কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির বিচারে প্রথমতঃ দেখ, তুমি স্বয়ং কার্য্যসিদ্ধির পথ জান কি না? দ্বিতীয়তঃ দেখ, তোমার নিযুক্ত লোকগণকে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ করিতে পারিয়াছ কি না? তৃতীয়তঃ দেখ, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ আয়োজন হইয়াছে কি না? কার্য্য-সিদ্ধির এই সকল কারণ। যদি এই কারণ সমস্ত সম্পূর্ণ হয়, সিদ্ধি লাভ হইবেই হইবে। যদি সিদ্ধি লাভ না হয়, তবে দেখ, ঐ কারণের কোথায় ব্যতিক্রম হইয়াছে।

৭। অহঙ্কার, পতনের মূল। অহঙ্কারে লোক আপনাকেই অধিক দেখে; কার্য্য দেখে না; কার্য্যের পথও দেখিতে পায় না; সুতরাং পতন নিশ্চিত।

৮। সকল সময়ে ক্রোধ করিবে না। ক্রোধ যাহাই করিতে বলে, তাহাই করিবে না। ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা আবশ্যক। তোমার ক্রোধে ভীত হইয়া লোকে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। যেহেতু ভয়ে চক্ষু পারিপাট্য দেখে না। মন প্রীত না থাকিলে কর্ম্ম সুন্দর হইবে না। অতএব ক্রোধের পর ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক লোককে প্রীত রাখিবে।

৯। বাক্যের সংযম বিশেষ আবশ্যক। উচিত মত কথা কহিতে না পারিলে লোক হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়া ফেলে। অনেকের অন্তঃকরণ ভাল হইলেও বাক্যদোষে তাহারা অপরের অপ্রিয় হইয়া পড়ে।

১০। বিভিন্ন প্রকার লোকের নিকট বিভিন্ন প্রকার কথা শুনা যাইবে। সকলের কথা শ্রবণ করিবে; কিন্তু সকল কথার উত্তর দিবে না। সমুচিত বিবেচনা করিয়া এবং আবশ্যক বুঝিয়া উত্তর দিবে।

১১। নিজে শ্রম করা অপেক্ষা অন্যকে শ্রম করান কঠিন। অন্যকে পরিশ্রম করাইতে হইলে আপনাকেও পরিশ্রম করিতে হয়। পরিজনবর্গের যাহার যেরূপ শক্তি তাহাকে সেইরূপ কর্ম্ম দিবে; কর্ম্মের প্রকৃতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবে; ত্রুটি হইলে তাহারই দ্বারা তাহা সংশোধন করাইবে, তাহাতে উহা তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা হইবে; কর্ম্মের নিমিত্ত উপযুক্ত সময় দিবে; মধ্যে মধ্যে কর্ম্মের তত্ত্ব লইবে; কিন্তু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করিবে না।

১২। লোকদিগকে আপনাপন কর্ম্মে এমন অনুরক্ত রাখিবে যেন আপন ইচ্ছায় তাহারা নিজ নিজ কর্ম্ম যথাসময়ে নির্ব্বাহ করে। গৃহিণী দু চারি দিন স্থানান্তরিত হইলে বা পীড়িত হইলে যদি তাহার গৃহস্থালীর অঙ্গ সকল বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে গৃহিণীর দক্ষতা প্রতিপন্ন হয় না।

১৩। সকলকে আবশ্যক মত আরাম ও বিশ্রাম দিবে। বিশ্রামের পর পরিশ্রম করিতে লোক দ্বিগুণ বল পায়।

১৪। কাহাকেও অনর্থক বসাইয়া রাখিবে না। বৃথা কার্য্যে কাহাকেও নিযুক্ত করিবে না। বক্র পথে বা প্রতিকূল অবস্থায় কর্ম্ম করান কিম্বা এক বারের কর্ম্ম দশ বারে করান ইত্যাদি কুব্যবস্থায় লোককে অনর্থক কষ্ট দিবে না।

১৫। অধীনস্থ ব্যক্তি কেহ উত্তম কর্ম্ম করিলে দাক্ষিণ্য সহকারে তাহার উচিত মত পুরস্কার দিবে। যাহার নিকট ভাল কর্ম্ম করিয়াও লোক যশ না পায়, তাহার নিকট কেহ ভাল কর্ম্ম করিতে চায় না।

১৬। ইতরজাতীয় দাসীদিগের যে নির্বুদ্ধিতা ও আলস্যাদি দোষ ঘটে, তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। তাহারা কেবল উদরের দায়ে দাসীত্ব করিতে আসিয়াছে, বুদ্ধি থাকিলে ও পরিশ্রম করিতে ভাল বাসিলে তাহাদের এ অবস্থা ঘটিবে কেন? পরন্তু তুমি তাহাদিগের

সুবোধ করাইয়া দেও। তুমি উপদেশ ও নিজের উদাহরণ দ্বারা তাহাদিগকে সুকর্ম্ম, কর্ম্মের শৃঙ্খলা, শ্রমশীলতা, পরিষ্কারপ্রিয়তা প্রভৃতি শিক্ষা দেও। সে তোমার উদাহরণ দেখিয়াই বুঝুক যে, যে ব্যক্তি পরিশ্রমে সুখানুভব করে, সেই এ সংসারে সুখী।

১৭। পুত্র কন্যা, দাস দাসী ও অপর পরিজনবর্গ, ইহাদিগকে যথা-সময়ে আহার দিবে এবং তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। পুত্র কন্যা নিয়ত খাই খাই করিলে গৃহিণীর বড় দোষ প্রকাশ হয়। যাহাদিগকে খাটাইবে, তাহাদিগকে তদনুরূপ আহার দিতে হইবে। ভোক্তাদিগের শেষে দাস দাসী অন্ন পায়; তাহাদের আহার কালে হয়ত ভাল দ্রব্য থাকে না। গৃহিণীর তদ্বিষয়ে মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১৮। বিবাহাদি ক্রিয়ার সময় স্ত্রী-আচার প্রভৃতি যে সকল মঙ্গল কর্ম্ম স্ত্রীদিগের করণীয়, তাহাতে যে যে দ্রব্য চাই, গৃহিণীর সে সমস্ত বিশিষ্টরূপে জানা উচিত; যেন জিজ্ঞাসামাত্রে সকল বলিয়া দিতে পারেন। তাদৃশ কর্ম্মের স্থলে পুরুষেরা স্ত্রীদিগের যে যে সাহায্য চাহেন, তাহাতেও তাঁহারা যেন উদ্যত ও প্রস্তুত থাকেন। এরূপ কার্য্যে যে সকল দ্রব্য স্ত্রীদিগের আবশ্যক, গৃহিণী তাহা সময় থাকিতে আনাইয়া গুছাইয়া রাখিবেন। ক্রিয়া স্থলে কোন্ স্ত্রী কি কার্য্য করিবেন, তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই কার্য্যে তাহাকে অনুশিষ্ট করিয়া রাখিবেন। যেন স্ত্রীদিগের কার্য্যের বেলা গণ্ডগোল না ঘটে।

১৯। গৃহিণীর নিকট পুরোহিত তাঁহার অনুষ্ঠের ক্রিয়োপযোগী অনেক দ্রব্য চাহেন। সে গুলি গৃহিণী যথাসময়ে যোগাইয়া দিতে না পারিলে কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা হয়। চিকিৎসক কোন কোন ঔষধের অনুপান ও মুষ্টিযোগ নিমিত্ত গৃহিণীর নিকট পুরাতন বা নূতন কোন কোন সঞ্চিত দ্রব্য চাহেন। আবশ্যক মাত্রে সে গুলি দিতে না পারিলে

চিকিৎসার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অতএব যে দ্রব্যের যে গুণ, যে দ্রব্যের যে উপকারিতা ও ব্যবহার, গৃহিণী তাহা অবগত থাকিবেন এবং যথা সময়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। যে বাড়ীর গৃহিণী অভিজ্ঞ, সে বাড়ীতে পুরোহিত, চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্ম্মকরেরা অনেক শুশ্রূষা পায়।

২০। স্ত্রীলোকের নিকট সকলেই সন্তোষ ও আরাম লাভ আকাঙ্ক্ষা করে। তিনি যাহার সম্মুখে বাহির হয়েন ও যাহার সম্মুখে বাহির হয়েন না,—তিনি যাহার সহিত কথা কহেন ও যাহার সহিত কথা কহেন না, ইহারা সকলেই আশা করেন যে, সেই স্ত্রীলোকটীর ব্যবহারে প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন। পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ, দাস দাসীর প্রতি দাক্ষিণ্য, দীন দুঃখীর প্রতি দয়া, আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি ঔদার্য্য ও মমতা, অতিথির প্রতি অনুকূলতা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধা, হিতকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি গুণে গৃহিণী সর্ব্ব-লোকের প্রিয় হয়েন। গৃহিণীর বহুবিধ ব্যবহারে এই সকল গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

২১। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মিষ্ট; সেই স্বরে যে বাক্য প্রকাশ পায় তাহাও মিষ্ট অর্থাৎ প্রিয় হউক। সেই বাক্যে যে অর্থ থাকে, তাহা দৃঢ় মিষ্ট অর্থাৎ সৎ ও হিতকর হওয়া উচিত।

২২। স্ত্রীলোক এইরূপ প্রিয় বলিয়াই তাঁহার রক্ষার্থ পুরুষ প্রাণপণে যত্ন করে; তাঁহার শোক-শব্দ পুরুষের কর্ণে তীব্ররূপে লাগে; তাঁহার মর্য্যাদার নিমিত্ত সে বিবিধ আয়োজন করে ও আয়াস স্বীকার করে। পুরুষদিগের এই সকল চেষ্টার প্রতিশোধে স্ত্রীরাও তাহাদের প্রতি অকপট মমতা প্রকাশ করিবেন। তাহাতে তাঁহারা পুরুষদিগের আরো প্রিয় হইবেন। ইহাতে উভয় পক্ষের মঙ্গল হইবে।

২৩। স্ত্রীদিগের অপ্রিয় বা বিরুদ্ধাচারণ করিতে পুরুষদিগের অপ্রবৃত্তি ঘটে, এই কারণে অনেক অসদাচার পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলিত হইলেও তাহা কতক প্রচ্ছন্ন বা ভিন্ন অবস্থায় থাকে; তাহা গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় না। পূর্ব্বে এ দেশে পুরুষদিগের মধ্যে তান্ত্রিক ব্যবহার অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু মদ্যপানাদি ক্রিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই। প্রত্যুত এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, স্ত্রীদিগের প্রতিবাদিতা হেতুই অনেকের বাড়ীতে মদ্যব্যবহার রহিত হইয়াছে। স্ত্রীগণ অপ্রিয় ও কষ্টকর বোধ করিলে এবং বিরোধিনী হইলে পুরুষদিগের অনেক দুর্ব্ব্যবহার নিবারিত হইতে পারে। কদর্য্য কথা, বীভৎস দৃশ্য, ধৃষ্টতা, মত্ততা,—এ সকল শীঘ্রই দূরীভূত হইবার বিষয়।

২৪। এক এক পরিবারে যে সকল দোষ থাকে, স্ত্রীগণ তাহাই দূর করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে কালে সমস্ত সমাজের দোষ তিরোহিত হইয়া যাইবে।

২৫। যে সকল ব্যবহার স্বভাবতঃ দূষণীয়, দুর্গন্ধ বস্তুর ন্যায় তাহা ত্যাগ করাইতে অল্প আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাহার ফল ভবিষ্যতে মন্দ হইবে, তাহার দূষ্যতা বালকেরা সহজে বুঝিবে না; যুবক যুবতীরা মনের তেজে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে; দাসদাসী হয়ত পরবশত্বের ছল করিয়া তাহার দায়ীত্ব রাখিবে না। এমন স্থলে গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে, তিনি দৃঢ়তা অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ সকল পরিজনকে দোষবিযুক্ত রাখিবেন। যথাকালে তাহারা গৃহিণীর এই সাবধানতা ও সুবুদ্ধির উপকারিতা বুঝিতে পারিবে।

২৬। পুরুষদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে কাহারো জয়, কাহারো পরাজয়; কেহ স্বার্থ সিদ্ধিতে উল্লসিত, কেহ বা স্বার্থ বিঘাতে মর্ম্মাহত; কেহ পরিশ্রমে পুষ্ট, কেহ অতিশ্রমে কাতর। এই সকল বৈষম্য বশতঃ ক্রোধ,

হিংসা, দ্বেষ, কুটিল মন্ত্রণা, এবং পরস্পরের উপর আক্রমণ, প্রভৃতি দোষে কলুষিত চিত্তবৃত্তি লইয়া পুরুষেরা যখন গৃহে গমন করে, তখন শান্তি-বায়ুসেবিনী গৃহিণীগণের অকলুষিত দৃষ্টিতে পুরুষদিগের অন্তঃকরণের যথার্থ অবস্থা বিদিত হয়। তাহাতে তাহাদের নিকট কেহ বা স্বীয় দোষ জন্য ভৎসনা লাভ করে, কেহ বা অদোষে উৎপীড়ন ভোগের সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়। লোকদ্বন্দ্বে বা ভ্রান্তিজালে যিনি সঙ্কট মোচনের পথ পাইয়াছিলেন না, তিনি হয়ত গৃহিণীর সহজ জ্ঞানোদিত সুমন্ত্রণায় তাহা প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভগ্নোত্তম হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি হয়ত উৎসাহিত হয়েন। গৃহিণীর অকলুষিত দৃষ্টি ও সহজ জ্ঞানের গুণে এবং সুমন্ত্রণায় এই যে সকল ফল লাভ হয়, তাহার মহা মূল্য।

২৭। এ সংসারে যত পাপানুষ্ঠান হয়, তন্মধ্যে অন্নাভাবে ক্ষীণ লোকেরা যে সকল পাপ কর্ম্ম করে, তাহা প্রায়ই সামান্য প্রকার। শক্তিমান্ লোককর্ত্তৃক অধিক ধনের নিমিত্ত যে সকল পাপানুষ্ঠান হয়, তাহা গুরুতর। ইন্দ্রিয়প্রসক্তির বশে যে সকল পাপাচার হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট ও ঘৃণাজনক। স্ত্রী অথবা পুরুষ, যিনি এই সকল দোষে দোষী হইবেন, তিনিই দণ্ডার্হ। স্ত্রীদিগের উত্তেজনায় পুরুষেরা যে সকল পাপাচরণ করে, স্ত্রীগণকে তজ্জন্য বিশেষ অপরাধী গণ্য করিতে হয়। স্ত্রীরা যদি উচ্চ শ্রেণীর বেশ ভূষা, ঘোর ঘটায় উৎসব, জাঁকাল কুটুম্বিতা, অধিকতর গৃহসজ্জা প্রভৃতির নিমিত্ত স্বামীর উপর উৎপীড়ন না করেন, তাহা হইলে সংসারের অপকর্ম্ম অনেক হ্রাস হইতে পারে।

২৮। স্ত্রীগণ বর্ত্তমান সমাজের নীতি-পোষিকা এবং ভাবী জনগণের জননী, এই লক্ষ্য সর্ব্বদা ধারণ করিবেন। বর্ত্তমানে—তাঁহারা যেমন স্বামীকে নীতিমান্ দেখিতে চাহেন, তেমনি সমাজের সকলকে নীতিমান্ দেখিতে ইচ্ছা করিবেন। ভবিষ্যতে—যেমন তাঁহারা আপনাপন সন্তানের

কল্যাণ সঙ্কল্প করেন, তেমনি তাহাদের বংশ পরম্পরায় সকলের কল্যাণ প্রবাহের কামনা করিবেন।

২৯। সকল দেশেই স্ত্রীগণ অধিক ধর্ম্মভীতা ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রতা। এদেশে স্ত্রীদিগকে ধর্ম্মকর্ম্মের বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে : জাত-কর্ম্মাবধি বিবাহ পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান হয়, তাহাতে স্ত্রীদিগের কতকগুলি ক্রিয়ার পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। কতকগুলি ব্রতনিয়মে স্ত্রীরাই ব্রতী। এতদ্দ্বারা প্রথিত হইয়াছে যে, স্ত্রীরা পুরুষদিগের সহিত যতদূর ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহাই পর্য্যাপ্ত নহে। তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি ও জ্ঞানানুসারে স্বতন্ত্র ভাবেও ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তাঁহারা স্বকীয় উদ্যোগে ও স্বহস্তে দান ও লোকহিতানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহারা দেব-দ্বারে লোকের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সংসারের মঙ্গল ত্রিসন্ধ্যা প্রার্থনা করিবেন। গৃহিণীগণ স্বীয় পরিবারের ও আত্মীয়বর্গের অরিষ্ট খণ্ডনের নিমিত্ত, পাপ মোচনের নিমিত্ত, সুমতি লাভের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে যত্ন করিলে প্রচুর ফল জন্মিবে। পরন্তু ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না; অতএব ঈশ্বরের কৃপাবল প্রার্থনা করিবেন।

ইহাই নীতি। ইহাই ধর্ম্ম। ইহাতে সংসার রক্ষা পাইবে। ইহাতে লোকের আয়ু, যশ, শান্তি ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে। ইহাতে নারীজীবন চরিতার্থ হইবে।

সাধ্ব্যো জগদ্ধারয়ন্তি সুশীলাঃ পতিদেবতাঃ।
অনন্যা ধর্ম্মনিত্যাশ্চ সতাং পন্থানমাশ্রিতাঃ॥
অবাগ্দুষ্টাঃ শৌচযুক্তা ধৃতিমত্যঃ শুভব্রতাঃ।
সততং সাধুবাদিন্যো ধারয়ন্তি জগৎ খলু॥

হরিবংশঃ ১৩৭ অধ্যায়ঃ।

সুশীলা, পতিব্রতা, একান্ত ধর্ম্মপরায়ণা, সৎপথগামিনী, সাধ্বীরাই এই জগৎ সংসার ধারণ করিতেছেন। যাঁহাদিগের মুখ হইতে অসত্য ও মন্দ কথা বাহির হয় না; যাঁহারা শৌচাচাররতা, ধৈর্য্যশালিনী, পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে তৎপরা, সেই সাধুবাদিনী নারীগণই সর্ব্বদা জগৎ রক্ষা করিতেছেন।

পরিশিষ্ট।

ঙ্গাঙ্গমার গঙ্গাস্নান।

অসিতা পঞ্চমী নিশা শেষ ;
প্রকৃতি পরেছে শুভ্র বেশ ;
দুঃখী যথা ধন পায়, কৃষ্ণপক্ষে জ্যোৎস্নায়,
উজ্জ্বল হয়েছে দিক্ দেশ।

নিশাশেষ জানি অনুমানে ;
পরস্পরে ডাকি সাবধানে ;
'রাতি আর নাই' বলে, কুল কামিনীরা চলে,
স্নান হেতু গঙ্গাতীর পানে।

শীত বাতে স্ফূর্ত্তিহীন পাখী ;
তখনো ছাড়িতে নারে শাখী ;
'জ্যোৎস্না নয় ঊষা এই', হেন পরিচয় দেই,
একে একে কলকলে ডাকি।'

পৌষের দুরন্ত এই শীত ;
তাহে একি দেখি বিপরীত ;

একখানি বস্ত্র গায়, শিশির মাড়িয়া পায়,
কারা এই চলে অকম্পিত।

চিনেছি গো তোমরা সে বটে ;
যা'দের জননী গঙ্গাতটে ;
পতির সহগমনে, প্রবেশিলা হুতাশনে,
যার কীর্ত্তি পৃথ্বীময় রটে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা কি তাই ;—
যাবত না মাটীতে মিশাই ;
করি লোক-হিত কর্ম্ম, সাধিব নারীর ধর্ম্ম,
অনলে সলিলে না ডরাই।

ব্রত দান দেব-আরাধনা ;
সদা পুণ্য যশের ভাবনা ;
পিতা মাতা ভ্রাতা আর, শ্বশুরের পরিবার,
সবাকার কল্যাণ কামনা।

অচঞ্চল বিশ্বাস তোমায় ;
মমতার অখণ্ড আধার ;
দৃঢ় প্রেম দৃঢ় ভক্তি, দৃঢ়তর আনুরক্তি,
দৃঢ়তায় কর শৌচাচার।

তোমার প্রভাবে বলি ধন্য ;
মঙ্গলেতে তুমি অগ্রগণ্য ;
তুমি কারুণ্যের নদী, তুমি না থাকিতে যদি,
এ সংসার হইত অরণ্য।

মুগ্ধ আঁখি তোমার দর্শনে ;
স্নিগ্ধ-অঙ্গ তোমার স্পার্শনে ;
অসুর আছিল যারা, মানুষ হইল তারা,
শান্তিরূপা তব আকর্ষণে।

বালিকায় ছোট ভাইগুলি ;
যুবকালে পুত্রে কোলে তুলি ;
কর পিতৃমাতৃ সেবা, আর বৃদ্ধগণ যেবা,
শেষে পৌত্র স্নেহের পুতুলি।

পাল পুত্র জগতের তরে ;
যেন সে সংসার-ভার ধরে ;
তার পুত্র পৌত্র হবে, তারে লোক ধন্য কবে,
এতখানি বাসনা অন্তরে।

এই কর্ম্মে সমর্পিত প্রাণ ;
নাহি আন অপর বিধান ;

কোল যার নহে শূন্য, তাহারি অশেষ পুণ্য,
রত্ন গর্ব্বে পৃথ্বীর কি মান।

স্নেহ ধৈর্য্যে তোমার বাখানি ;
পর-হিতে ক্লেশ নাহি জানি ;
পুরুষ পরুষ ভাষে, যদি বা তোমারে শাসে,
ভাল হও—এই তব বাণী।

"ভাল হও"—এই মর্ম্ম কথা ;
প্রকাশ বা না প্রকাশ ব্যথা ;
শরীরে সহস্র ক্লেশ, প্রাণ মাত্র অবশেষ,
তবু জাগে স্বজনে মমতা।

এই ধর্ম্মে ফিরিল সংসার ;
হলো ধরা শোভার আধার ;
হর্ম্ম্য, সরঃ, যান, পথ, স্ত্রীগণের অভিমত,
স্ত্রীর গুণে শ্রীর সদাচার।

ন্যায়, সত্য রাজিল জগতে ;
চলে লোক সরল সুপথে ;
সতীর বিষম শাপে, রাক্ষস অসুর কাঁপে,
রাজ-দণ্ড হৈল কেই মতে।

কত কীর্ত্তি কহে কবিগণে;
চণ্ডীরূপা দানব-দলনে;
তস্কর পামর অতি, যোগ তত্ত্বে যায় মতি,
মাতৃভাবে প্রণমে চরণে।

এত শক্তি ধর যদি, নারি!
অবলা বলিব কি বিচারি;
বিধির সে সুকৌশল, বায়ু জলে ভীম বল,
মেঘমালে অনল সঞ্চারী।

মৃদু বাণী প্রসন্ন বদন;
লজ্জাভরে আনত নয়ন;
ভয়ে হও জড় সড়, সহজে নুইয়া পড়,
অপযশে বাঞ্ছ মরণ।

এই গুণে তিন লোক বশ;
সংসার পালনে যায় যশ;
অন্যায় অমর্য্যাদায়, কাতর ফুলের ঘায়,
ভয়ে অঙ্গ না করি পরশ।

স্নেহ-মাখা বচনে তোমার;
দুঃখ শান্তি সুখের বিস্তার;

রোগে শোকে আর্ত্তি হর, সেবায় শাসন কর,
তব বন্ধে ত্যজি পাপাচার।

অহঙ্কার ক্রোধ কুবুদ্ধিতে;
নাহি চিনি আপনার হিতে;
সরল অন্তরে তব, ভাল মন্দ অনুভব,
করি কর্ম্ম তোমারে তুষিতে।

আদরে গৌরবে পুষ্ট প্রাণ;
মানিনী কে তোমার সমান;
লজ্জার মৃদুল ঘায়, সব মন্দ দূরে যায়,
কলঙ্কে সর্ব্বদা সাবধান।

ত্রস্তে আজি চলিছ কি তাই;
পুরুষের কটাক্ষ এড়াই;
রবির উদয় হলে, ভাল মন্দ লোক চলে,
তার আগে গঙ্গা-নেয়ে যাই।

ধন্য বিধি এ দৃশ্য সৃজিলে;
জ্যোৎস্না উষা সঙ্গে কান্তি মিলে;
পূত অঙ্গ পূত মতি, পুণ্যার্থিনী শুদ্ধা সতী,
করে স্নান জাহ্নবী-সলিলে।

ভারতের কীর্ত্তি প্রবাহিনী;
ভগীরথ-তপস্যা-কাহিনী;
বেদগীতি বীররীতি, কন পতিব্রত নীতি,
মুক্তবেণী সাধ্বী সীমন্তিনী।

এ দৃশ্য কে বর্ণিবারে পারে;
দিব্য শোভা মলিন সংসারে;
ভোগ সার নহে যার, চাহে শৌচ সদাচার,
সেই চিনে বঙ্গ-অঙ্গনারে।

পতি-রতা সন্তানবৎসলা;
ব্রত-পরা ধর্ম্মে অচঞ্চলা;
যাহার তুলনা সতী, সাবিত্রী পবিত্রমতি,
দময়ন্তী বৈদেহী কমলা।

নমি, দেবি, আমি দূর হতে;
কর নারী-কর্ম্ম বিধিমতে;
পূজি দেবে লহ বর, যেন উত্তর-উত্তর,
বাড়ে শুদ্ধি মঙ্গল জগতে।

অরুন্ধতী।

হিমাদ্রিপুণ্যাশ্রমবেদিকায়া-
মশোকমূলাসনসন্নিবিষ্টা।
পুরঃস্থভর্ত্তুঃ পদবদ্ধদৃষ্টিঃ
স্থষ্টির্বিধেঃ পুণ্যময়ীব কাপি॥

রুদ্রাক্ষমালাং বলয়ং চ কৌশং
কুশাঙ্গুরীয়ঞ্চ সদা দধানা।
বিরোধিসত্ত্বান্যপি লম্ভয়ন্তী
শর্ম্মং সুধাস্যন্দিভিরক্ষিপাতৈঃ॥

সিন্দূরবিন্দূজ্জ্বলভালপট্টা
রক্তাংশুকা কাঞ্চনচম্পকাভা।
উষেব বালারুণরাগদীপ্তা
পুণ্যপ্রভামণ্ডলমণ্ডিতাশা॥

তদাননাৎ পুণ্যকথাঃ সতীনাং
শৃণ্বদ্ভিরানন্দসুধাব্ধিমগ্নৈঃ।
বৃতা সমন্তান্মুনিদারবৃন্দৈ-
র্দেবীষু সাক্ষাদিব দেবলক্ষ্মীঃ॥

সুরাসুরৈর্মানবসিদ্ধনাগৈঃ
সম্পূজ্যমানা কুলদেবতেয়ম্।
অরুন্ধতী নাম বশিষ্ঠপত্নী
ধ্যেয়া সতীধর্ম্মপথপ্রদীপা॥

হিমাচলে বশিষ্ঠের পুণ্য তপোবন,
দিব্য-তরু-সুশোভিত, প্রশান্ত পাবন;
যজ্ঞবেদি-মাঝে তথা অশোকের তলে—
অরুন্ধতী তেজোময়ী সতীমূর্ত্তি জ্বলে।
পতির সম্মুখে বসি কুশের আসনে,
হেরিছেন পতিপদ একাগ্র নয়নে।
একাধারে সর্ব্বপুণ্যফলের মিলন,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি এ নারীরতন;
অক্ষমালা, কুশাঙ্গুরী, কুশের বলয়;
মরি মরি সতী-অঙ্গে কিবা শোভাময়!
সে পুণ্য-মূরতি সতী করি দরশন,
শান্তভাবে রহে যত হিংস্র পশুগণ।
সীমন্তে সিন্দূর তাঁর কিবা সুশোভন,
পূর্ব্বাকাশে শোভে যেন বালার্ক-কিরণ;
কনক চম্পক জিনি দেহের বরণ,
পরিধান তাপসীর অরুণ বসন।
পুণ্যতেজে উজলিত দিক্ সমুদয়,
অরুণ ছটায় যেন উষার উদয়।

চৌদিকে ঘেরিয়া তাঁরে মুনিপত্নীগণ,
তাঁর মুখে সতীধর্ম্ম করেন শ্রবণ।
শুনিয়া মগন সবে অমৃত-সাগরে,
নীরবে সবার নেত্রে আনন্দাশ্রু ঝরে।
মুনিপত্নীগণ-মাঝে বিরাজেন সতী,
অমরী-সমাজ-মাঝে কমলা যেমতি।
নাগলোক সিদ্ধলোক সুরাসুর নরে,
গৃহদেবতার জ্ঞানে যাঁর পূজা করে।
সতীধর্ম্ম-পথে যিনি অপূর্ব্ব আলোক,
যাঁহার অগণ্য পুণ্যে ধন্য তিন লোক।
বশিষ্ঠ-গৃহিণী সতীকুলের ভূষণ;
অরুন্ধতী কর ধ্যান নর-নারীগণ।

শ্রীতারাকুমার।

নারীনীতির সমালোচনা।

"স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলে যদিও এখন বুঝিয়াছেন, রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা পাইতে যদিও আরম্ভ করিয়াছেন,—কিন্তু যে শিক্ষায় এতকাল বঙ্গরমণী দেশের গৌরবরূপে পূজনীয়া হইয়া আসিতেছিলেন—যে সকল নৈতিক ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারা অতুলনীয় হৃদয় লাভ করিতেছিলেন—সে সকল শিক্ষার প্রতি দারুণ অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল যদি না ফলে তাহাই ত আশ্চর্য্য।

নারীনীতি রচয়িতা এই অবহেলার অপকারিতা হৃদয়ের সহিত বুঝিয়া ইহার অপনয়নে যত্নবান্ হইয়াছেন, এজন্য আমরা মনের সহিত তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে আমরা কতদূর সুখী হইয়াছি, বলিতে পারি না।

যেরূপ ভাব, যেরূপ ব্যবহার যেরূপ কর্ম্ম রমণীদের পক্ষে শোভন, যাহাতে স্ত্রীলোকদের মনের সৌন্দর্য্য একটুখানিও ফুটিয়া উঠে—তাহাই নারীনীতি বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেছে। এমন কি নারীদের গুরুতর কর্ত্তব্য, সন্তানপালন, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, এই সকল হ'তে, কাহার সহিত কিরূপ ভাবিয়া কথা কহিলে শোভা পায়, তাহা পর্য্যন্ত নারীনীতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে—এক কথায় যে উৎকৃষ্ট হৃদয়ের জন্য বঙ্গরমণী পুরাকাল হইতে আদরণীয়, সেই গৌরব তাঁহারা চিরকাল রক্ষা করুন, নারীনীতি তাহাই চাহিতেছে।

উপদেশ হইলেই সচরাচর তাহা পড়িতে বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু নারীনীতির উপদেশগুলি অতি সুখপাঠ্য। ইহার ভাষা যেমন সরল, অক্ষরগুলি, কথাগুলি তেমনি হৃদয় স্পর্শ করে। উপদেশ হ'তে নিম্নে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এইরূপ উপদেশগুলি সকলই সুন্দর, সকলই হৃদয়গ্রাহী, উদ্ধৃত করিতে গেলে আর ফুরাবে না। বঙ্গের প্রতি রমণীর হাতে হাতে পুস্তকখানি শোভিত হউক, কেবল তাহাই নহে, সকল রমণীগণের মনে মনে ইহার নীতিগুলি গ্রথিত হউক, নারীনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হউক, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।"

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯১।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের গ্রন্থ সদুপদেশে পরিপূর্ণ। তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ প্রণিধান করিয়া চলিলে আমাদের ভগ্নপ্রায় সমাজের রক্ষা পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। এই নিমিত্ত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ সাময়িক পত্রাদিতে সাদরে পরিগৃহীত হয়। আমরা উক্ত গ্রন্থকারের প্রচারিত সমস্ত গ্রন্থ বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সম্প্রতি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির কতক প্রকাশিত এবং কতক যন্ত্রস্থ আছে।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর কৃত এবং প্রকাশিত গ্রন্থ।

পুস্তকের নাম।	মূল্য।
হিন্দুধর্ম্মনীতি	১৲
স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ	।৵০
নারীনীতি	৸০
নীতিপথ	⁄৫
নীতিকবিতাবলী	।০
নীতিপ্রভা	৵০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত	।০
The Mirror of Progress in History (a sheet) ...	0 1 0
The Economy of Human Life	0 4 0

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার বি. এ.

ম্যানেজার,—মজুমদার লাইব্রেরি।